উন্মীলন
বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০১৮
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
মোমেনশাহী

সাফল্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০১৮ এর ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে বিভাগীয় চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার গ্রহণ করছে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী রাফি আহম্মেদ ফাহিম।

With the Best Compliments
from
Cantonment Public School & Collage, Monenshahi

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ
رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟
ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾

"... Say: Are those equal, those who know and those who do not know? It is those who are endowed with understanding that receive admonition."

"...বলুন, যারা জানে এবং যারা জানেনা; তারা কি সমান হতে পারে?
চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।"

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্মৃতি বিজড়িত শিক্ষা-সংস্কৃতির পুণ্যভূমি ময়মনসিংহ। ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী প্রাচীন শহর নাসিরাবাদ যার বর্তমান নাম ময়মনসিংহ। এই প্রাচীন শহরের প্রাণকেন্দ্রে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহীর অবস্থান। মোমেনশাহী সেনানিবাসের মধ্যে প্রায় ৫ একর জায়গায় ১৯৯৩ সালে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের স্কুল শাখার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমান স্কুলভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, বীর বিক্রম।

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠানটিতে কলেজ শাখা চালু হয়। কলেজ শাখার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, বীর বিক্রম। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।

প্রকাশনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মেজর জেনারেল সাজ্জাদুল হক, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং
১৯ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, ঘাটাইল এরিয়া

প্রধান উপদেষ্টা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মঈন খান, এনডিসি, পিএসসি, এলএসসি
কমান্ডার, ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

উপদেষ্টা
লে. কর্নেল মোঃ তাজুল ইসলাম, জি+, আর্টি
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক
মোঃ সারোয়ার আলম, উপাধ্যক্ষ

সম্পাদক
হোসনে আরা জেছমিন, প্রভাষক, বাংলা

সম্পাদনা সহযোগী
বাংলা বিভাগ
সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু, সহকারী অধ্যাপক
মোঃ নাছির উদ্দিন, প্রভাষক
মাহবুবা নুরুন্নেছা, সিনিয়র শিক্ষক
খালেদা বেগম, সহকারী শিক্ষক

ইংরেজি বিভাগ
মোঃ শাহীদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
সৈয়দ কাদিরুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক
কামরুন নাহার হাসিনা, প্রভাষক
মোঃ মনোয়ার হোসেন, সহকারী শিক্ষক
সিদ্দিকা আক্তার জাহান, সহকারী শিক্ষক

তথ্য সংগ্রহ ও কম্পোজ ব্যবস্থাপনা
গৌতম চন্দ্র দাম, প্রভাষক
মোঃ মশিউর রহমান, প্রভাষক
ছানাউল্লাহ, প্রদর্শক

প্রকাশকাল
১ অক্টোবর, ২০১৮

প্রকাশক
লে. কর্নেল মোঃ তাজুল ইসলাম, জি+, আর্টি
অধ্যক্ষ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

ফটোগ্রাফি ও এলবাম প্রস্তুত করণ
ফয়সল আহমেদ, প্রদর্শক
আ.ন.ম. মাহমুদুল হাসান, সহকারী শিক্ষক
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক
রাসেল চৌধুরী
ফারজানা হোসেন
শামসুল আলম হেলাল

প্রচ্ছদ
ইমরান হোসেন পিপলু

প্রচ্ছদ টাইপোগ্রাফী
মিতা মেহেদী

গ্রাফিক্স
বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাস

অলংকরণ
সারা তৌফিকা

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি
ওয়ালিদ হাসমি হোসাইন
দ্বাদশ শ্রেণি
মোছাঃ মাহীনুর
দ্বাদশ শ্রেণি
ফারহা বিনতে আজহার আদৃতা
দশম শ্রেণি
মোঃ আতহার ফিদা
নবম শ্রেণি

কম্পোজ
মোঃ মিজানুর রহমান
গোলাম সারোয়ার
আল মনসুর
মাজেদুল

কনসেপ্ট, ডিজাইন ও মুদ্রণ
থার্ডআই কমিউনিকেশন
৫১৯/এ ধানমন্ডি-১, ঢাকা-১২০৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী

BEARERS OF THE HOLY NUMBER

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এবারও ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী'র বার্ষিক ম্যাগাজিন 'উন্মীলন'-২০১৮ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিকী একটি বিদ্যাপীঠের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত পরিসর ও মানের প্রতিফলন। এর মধ্য দিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধা-মনন তথা শৈল্পিক বোধের উন্মেষ ঘটে। সেদিক থেকে 'উন্মীলন' খুদে শব্দশিল্পীদের অপরিণত হাতের কীর্তিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

ইতোমধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি পঁচিশ বছরে পদার্পণ করেছে। এ সুদীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল পথপরিক্রমার পরতে-পরতে ছড়িয়ে আছে সাফল্যের অনেক বিজয়গাথা। সাফল্যের এসব কীর্তিকে ধারণ করে 'উন্মীলন' এ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে এবং সুধীজনের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রকাশনা উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি এবং এ সফল কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহীর সাফল্যময় পথচলা অব্যাহত থাকুক – এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মেজর জেনারেল সাজ্জাদুল হক, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ১৯ পদাতিক ডিভিশন
ও এরিয়া কমান্ডার, ঘাটাইল এরিয়া
এবং
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

সভাপতির বাণী

চিরকাল শিক্ষাই দিয়েছে মানুষকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি থেকে মুক্তি। আর শিক্ষাই পারে মানব আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটিয়ে আলোকিত সমাজ গড়ে তুলতে। শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানদ্যুতি ছড়িয়ে সে কাজটি করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর বার্ষিক প্রকাশনাটি সে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রতিভা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহীর সারা বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ডালি নিয়ে প্রকাশ হতে যাচ্ছে বার্ষিক প্রকাশনা 'উন্মীলন'-২০১৮। সংবাদটি আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের। আশা করি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের সমন্বয়ে প্রকাশনাটি আগামীর পথ প্রদর্শক হয়ে থাকবে।

বার্ষিক প্রকাশনায় কচি-কাঁচা শিক্ষার্থীদের কোমল মনের সৃজিত কল্পনার প্রকাশ ঘটে নিঃসন্দেহে। সুকুমারবৃত্তির চর্চাই তাদেরকে প্রেরণা যোগাবে আগামী দিনের একজন সফল শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক সর্বোপরি দেশ ও জাতির কর্ণধার হিসেবে গড়ে উঠতে। তাদের জন্য রইল শুভকামনা।

পরিশেষে আমি এই বর্ণাঢ্য ও শিল্পমণ্ডিত বার্ষিক ম্যাগাজিন 'উন্মীলন'-২০১৮ এর সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মঈন খান, এনডিসি, পিএসসি, এলএসসি
কমান্ডার,৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও স্টেশন কমান্ডার,
মোমেনশাহী সেনানিবাস
এবং
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী।

অধ্যক্ষের বাণী

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ মোমেনশাহীর নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা 'উন্মীলন'২০১৮ তার নিজস্ব বৈভবে এবারও প্রকাশোন্মুখ। বার্ষিকী একটি প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী বিচিত্র কর্মকাণ্ডের প্রতিবিম্বই নয়, কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জীবন বিকাশে সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতা চর্চার চারুক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাঙ্গনই হচ্ছে সাহিত্য চর্চার সূতিকাগার।

শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকনির্ভর প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সুকুমারবৃত্তির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বার্ষিকীর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রযুক্তি তথা যান্ত্রিক সভ্যতার উৎকর্ষের এই যুগে এ প্রজন্মের শিশুদেরকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঋদ্ধ দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব বলে বিশ্বাস করি। আমি আরো বিশ্বাস করি, আজ যে শিশু-কিশোররা বার্ষিকীর পাতায় তাদের অনুভূতির রঙে আর শব্দ-তুলিতে মনের ছবিটি এঁকেছে পরম যত্নে, তাদের মধ্য থেকেই আগামীতে শিল্প-সাহিত্যের বৃহৎ পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে; কেউ কেউ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেবে। এ প্রত্যাশাকে সামনে রেখে কুসংস্কারমুক্ত, উদারমন, অসাম্প্রদায়িক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রজন্ম গড়তে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়কে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই বার্ষিকী প্রকাশে তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য। যাদের শ্রম, নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতায় এই নান্দনিক প্রয়াস, সেই সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জানাই প্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ। সর্বোপরি যাদের লেখায় এই বার্ষিকী হয়েছে সাহিত্যমণ্ডিত তাদের প্রতি আমার অভিনন্দন।

শুভময় হোক আমাদের সম্মিলিত পথচলা।

লেঃ কর্নেল মোঃ তাজুল ইসলাম, জি+, আর্টি
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচালনা পর্ষদ	১১
অনুষদ সদস্যবৃন্দ	১২-২১
দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা, অফিস স্টাফ ও কর্মচারীবৃন্দ	২২-২৫
সম্পাদনা পর্ষদ	২৬
সম্পাদকীয়	২৭
প্রবন্ধ	২৯-৪১
গল্প	৪৩-৫৫
ভ্রমণ কাহিনী	৫৬-৫৭
ছড়া ও কবিতা	৫৯-৬৭
কৌতুক, ধাঁধা, আই কিউ	৬৮-৭১
Articles	৭৩-৮৭
Travel Narrative	৮৮
Short Stories	৮৯-৯১
Poetry	৯২-৯৪
Did You Know That... & Jokes	৯৫
তুলির কবি মনের ছবি	৯৬-৯৯
শ্রেণিভিত্তিক গ্রুপ ছবি	১০১-১২৮
একাডেমিক সাফল্য	১২৯
আলোকচিত্র	১৩০-১৫৮
পথ চলায় যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	১৫৯
হাউস মাস্টার ও প্রিফেক্টবৃন্দ	১৬০
Report	১৬১-১৭৬

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

পরিচালনা পর্ষদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: মঈন খান, এনডিসি, পিএসসি, এলএসসি,
কমান্ডার, ৭৭ পদাতিক ব্রিগেড ও স্টেশন কমান্ডার,
মোমেনশাহী সেনানিবাস,
সভাপতি

মেজর রাশেদ মাহমুদ
স্টেশন স্টাফ অফিসার,
মোমেনশাহী সেনানিবাস, সদস্য

মেজর মোঃ মিজানুর রহমান
জিএসও-২ (শিক্ষা), ১৯ পদাতিক ডিভিশন,
শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাস, ঘাটাইল, সদস্য

ড. উম্মে আফছারী জহুরা
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার,
মোমেনশাহী সেনানিবাস, সদস্য

খন্দকার মাহবুব আলম
সিআইপি, ময়মনসিংহ
অভিভাবক সদস্য (কলেজ শাখা)

ডাঃ জাকির হোসেন খান
কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ
অভিভাবক সদস্য (স্কুল শাখা)

ফারহানা ফেরদৌস
সহকারী অধ্যাপক, আনন্দ মোহন কলেজ,
ময়মনসিংহ, মহিলা অভিভাবক সদস্য

হোসনে আরা জেছমিন
প্রভাষক, শিক্ষক প্রতিনিধি
(কলেজ শাখা)

মোঃ ইমতিয়াজ
সিনিয়র শিক্ষক
শিক্ষক প্রতিনিধি (স্কুল শাখা)

লেঃ কর্নেল মোঃ তাজুল ইসলাম, জি+, আর্টি
অধ্যক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী
সদস্য-সচিব

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

কলেজ শাখা

লেঃ কর্নেল মোঃ তাজুল ইসলাম
অধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব

মোঃ সারোয়ার আলম
উপাধ্যক্ষ

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

মুহাম্মদ আহসান হাবীব
সহকারী অধ্যাপক, গণিত

মোঃ শাহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখান

নাহিদ আরা
সহকারী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

কলেজ শাখা

মোঃ ইনামুল হক
সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান

সৈয়দ কাদিরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি

মোঃ মারফত আলী
সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম

এস.এম.জাহিদুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, জীববিজ্ঞান

মোঃ তারিকুল গণি
প্রভাষক, ইংরেজি

গৌতম চন্দ্র দাম
প্রভাষক, আইসিটি

মোঃ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী
প্রভাষক, রসায়ন

নাসরিন পারভীন
প্রভাষক, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

আব্দুল বাতেন
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

হোসনে আরা জেছমিন
প্রভাষক, বাংলা

এমদাদুল হক
প্রভাষক, অর্থনীতি

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান
প্রভাষক, গণিত

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

কলেজ শাখা

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
প্রভাষক, আইসিটি

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান
প্রভাষক, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

মোঃ আবু সাঈদ
প্রভাষক, পৌরনীতি ও সুশাসন

সাবিনা ফেরদৌসি
প্রভাষক, ইংরেজি

মিয়া মোহাম্মদ রূপক মানিক
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ নাছির উদ্দিন
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ মোর্শেদুজ্জামান
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

আঞ্জুমান আরা
প্রভাষক, জীববিজ্ঞান

কামরুন নাহার হাসিনা
প্রভাষক, ইংরেজি

সোহেল মিয়া
প্রভাষক, গণিত

রুবীনা আজাদ
প্রভাষক, বাংলা

মোঃ আনিসুজ্জামান রানা
প্রভাষক, রসায়ন

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী
অনুষদ সদস্যবৃন্দ
কলেজ শাখা

সুলতান আহমেদ
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

মোঃ মশিউর রহমান
প্রভাষক, আইসিটি

মাহমুদ আশিক কবির
প্রভাষক, রসায়ন

সাবরিনা আকতার
প্রভাষক, যুক্তিবিদ্যা

নোমানা নাহিদ
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

মোহাম্মদ রহমত আলী
প্রদর্শক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ টিপু সুলতান
শিক্ষক, শারীরিক শিক্ষা

ফয়সল আহমেদ
প্রদর্শক, রসায়ন

মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান
সহঃ গ্রন্থাগারিক

ছানাউল্লাহ
প্রদর্শক, আইসিটি

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

স্কুল শাখা

ইলিয়াছ খান
সহকারী প্রধান শিক্ষক

মোঃ নূরুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

রেহানা সুলতানা
সিনিয়র শিক্ষক

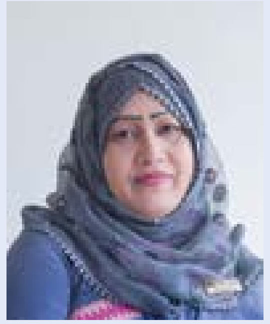

রুবাইদা বিনতে রহমান
সিনিয়র শিক্ষক

অবনী রঞ্জন রায়
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ আবদুল অহিদ
সিনিয়র শিক্ষক

শিরীন আক্তার
সিনিয়র শিক্ষক

এ কে এম শহীদ সারওয়ার
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ ইমতিয়াজ
সিনিয়র শিক্ষক

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

স্কুল শাখা

মোঃ নুরুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

নয়ন তারা
সিনিয়র শিক্ষক

সোহাগ মনি দাস
সিনিয়র শিক্ষক

রোকসানা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

ইলোরা ইমাম সম্পা
সিনিয়র শিক্ষক

ফাতেমা উম্মে রায়হান
সিনিয়র শিক্ষক

ফৌজিয়া বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

রোমানা হামিদ
সিনিয়র শিক্ষক

এম এ বারী রব্বানী
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ ওমর ফারুক
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাঃ কামাল হোছাইন
সিনিয়র শিক্ষক

মাহবুবা নূরুন্নেছা
সিনিয়র শিক্ষক

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

স্কুল শাখা

জুলেখা আখতার
সিনিয়র শিক্ষক

মোহাম্মদ ফারুক মিঞা
সহকারী শিক্ষক

খালেদা বেগম
সহকারী শিক্ষক

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

ফাতেমা খাতুন
সহকারী শিক্ষক

মোঃ আতিকুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

একেএম খায়রুল হাসান আকন্দ
সহকারী শিক্ষক

মোঃ মনোয়ার হোসেন
সহকারী শিক্ষক

মাসুদ রানা
সহকারী শিক্ষক

আব্দুর রহমান
সহকারী শিক্ষক

মাঈন উদ্দীন আহমেদ মাহী
সহকারী শিক্ষক

সিদ্দিকা আক্তার জাহান
সহকারী শিক্ষক

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী
অনুষদ সদস্যবৃন্দ
স্কুল শাখা

ফারিজা জামান
সহকারী শিক্ষক

সঞ্জয় বিশ্বাস
সহকারী শিক্ষক

আ ন ম মাহমুদুল হাসান
সহকারী শিক্ষক

মোঃ লিয়াকত আলী খান
সহকারী শিক্ষক

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

ফজলে মাসুদ
সহকারী শিক্ষক

আনোয়ার পারভেজ
সহকারী শিক্ষক

মোঃ আল আমিন
সহকারী শিক্ষক

কে. এ. এম রাশেদুল হাসান
সহকারী শিক্ষক

মৌমিতা তালুকদার
সহকারী শিক্ষক

মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক

কাজী সুম্মন প্রিয়া
সহকারী শিক্ষক

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

স্কুল শাখা

সুমাইয়া আফরিন আফসানা
সহকারী শিক্ষক

মোঃ আবু সাঈম
সহকারী শিক্ষক

বিদ্যুৎ তরফদার
সহকারী শিক্ষক

মোঃ তারেক রহমান
সহকারী শিক্ষক

মোঃ মাহবুব রহমান ফকির
সহকারী শিক্ষক

মোঃ শাহজালাল মিয়া
সহকারী শিক্ষক

খন্দকার মৌসুমী নাসরিন
সহকারী শিক্ষক

স্বপ্না রানী দাস
সহকারী শিক্ষক

হাসান মাহমুদ
সহকারী শিক্ষক

রোকসানা পারভীন
জুনিয়র শিক্ষক

মোঃ নজরুল ইসলাম-১
জুনিয়র শিক্ষক

মাহাবুবা আফরোজ
জুনিয়র শিক্ষক

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

অনুষদ সদস্যবৃন্দ

স্কুল শাখা

মোঃ জসিম উদ্দিন
জুনিয়র শিক্ষক

আয়েশা আক্তার রুমা
জুনিয়র শিক্ষক

মোঃ নজরুল ইসলাম-২
জুনিয়র শিক্ষক

স্বদেশ কুমার দত্ত
জুনিয়র শিক্ষক

রওশন আরা
জুনিয়র শিক্ষক

অরুপা ঠাকুর শিল্পী
জুনিয়র শিক্ষক

মোঃ মঞ্জুরুল হক
জুনিয়র শিক্ষক

মোঃ হাবিবুর রহমান
জুনিয়র শিক্ষক

এনায়েত উল্লাহ
জুনিয়র শিক্ষক

ফাহমিদা আমীন
জুনিয়র শিক্ষক

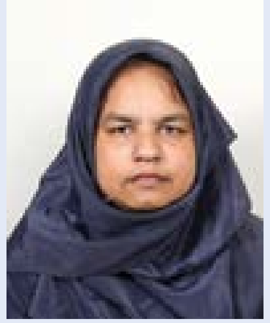
ফাহমিদা নাছরিন
জুনিয়র শিক্ষক

মোঃ সাইফুল ইসলাম সুজন
জুনিয়র শিক্ষক

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ও অফিস স্টাফ

মুহাম্মদ আব্দুর রফিক
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ হাবিবুর রহমান
অফিস সুপারিনটেনডেন্ট

মোঃ রেজাউল করিম
পিএ

উত্তম কুমার পাল
ডাটা এন্টিঃ অপারেটর

মোঃ আকরাম আলী
নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর

মোঃ জহিরুল হক
নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর

মোঃ মোজাম্মেল হক
ড্রাইভার

মোঃ হারুন অর রশিদ
স্টোর কিপার

মোঃ গোলাম সারোয়ার
নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর

মোঃ আব্দুল আউয়াল
ফটোকপি মেশিন অপারেটর

মোঃ মিজানুর রহমান
নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর

মোঃ গোলাম মোস্তফা
ইলেকট্রিশিয়ান

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

অফিস স্টাফ

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর

আল মুনসুরুল হক
নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর

মোঃ নাছির উদ্দিন শিকদার
মোটর পাম্প এটেনডেন্ট

মাজেদুল আলম
নিম্নমান সহঃ কাম-কম্পিঃ অপারেটর

অপরাজিতা গুহ
শিক্ষক সহকারী

নাজমা খাতুন
শিক্ষক সহকারী

আসমা খাতুন
শিক্ষক সহকারী

চিনু রাণী সিংহ
শিক্ষক সহকারী

আফরোজা নার্গিস
শিক্ষক সহকারী

ফৌজিয়া ফেরদৌস
শিক্ষক সহকারী

মোর্শেদা আক্তার
শিক্ষক সহকারী

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ মোশাররফ হোসেন — ল্যাব এটেনডেন্ট
সাইদুল ইসলাম — ল্যাব এটেনডেন্ট
মোঃ আব্দুল মালেক — ল্যাব এটেনডেন্ট
সৈয়দা তাসলিমা বেগম — লাইব্রেরি এটেনডেন্ট
মোঃ শহিদুল ইসলাম — অফিস এটেনডেন্ট

নুরুল ইসলাম নাহিদ — ল্যাব এটেনডেন্ট
মফিজল হক — অফিস সহায়ক
মোঃ আব্দুল আওয়াল — অফিস সহায়ক
মোঃ নেহারুল ইসলাম — অফিস সহায়ক
মোঃ ইব্রাহিম — অফিস সহায়ক

সুজল হক — অফিস সহায়ক
আজাহারুল ইসলাম — অফিস সহায়ক
আরিফ রব্বানী — অফিস সহায়ক
মোঃ সুরুজ্জামান — অফিস সহায়ক
মো: সাইফুল ইসলাম-১ — অফিস সহায়ক

ফরহাদ হোসেন — অফিস সহায়ক
মোঃ রকিবুল ইসলাম — অফিস সহায়ক
তোতা মিয়া — রাজ মিস্ত্রি
মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন — অফিস সহায়ক
ফাতেমা খাতুন — অফিস সহায়ক

রুমা বেগম — অফিস সহায়ক
পুষ্প রানী — অফিস সহায়ক
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার — অফিস সহায়ক

সাবিনা ইয়াসমিন — অফিস সহায়ক
নিলু রবি দাস — পরিচ্ছন্ন কর্মী
শংকর শাংমা — পরিচ্ছন্ন কর্মী
সাইদুল ইসলাম — পরিচ্ছন্ন কর্মী
মোঃ আলাউদ্দিন — পরিচ্ছন্ন কর্মী

চানিক রবি দাস — পরিচ্ছন্ন কর্মী
মোঃ সুমন মিয়া — পরিচ্ছন্ন কর্মী
প্রদীপ নেকলা — পরিচ্ছন্ন কর্মী
মোঃ মুরাদ হোসেন — পরিচ্ছন্ন কর্মী
ফয়েজ — পরিচ্ছন্ন কর্মী

মোঃ তরিকুল ইসলাম — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ আজিজুল হক — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ আবদার হোসেন — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ জসিম উদ্দিন — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ আনোয়ার হোসেন — নিরাপত্তা প্রহরী

মোঃ আক্তার হোসেন — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ মোর্শেদ আলম — নিরাপত্তা প্রহরী
মিন্টু মিয়া — নিরাপত্তা প্রহরী
মোঃ আজাদুল ইসলাম — গ্রাউন্ডস্‌ম্যান

মোঃ উসমান গণি — গ্রাউন্ডস্‌ম্যান
মোঃ সাইফুল ইসলাম-২ — অফিস সহায়ক

সম্পাদনা পর্ষদ

বাম থেকে ডানে

১। মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান, সহকারী শিক্ষক ২। মোঃ মনোয়ার হোসেন, সহকারী শিক্ষক ৩। সিদ্দিকা আক্তার জাহান, সহকারী শিক্ষক ৪। খালেদা বেগম, সহকারী শিক্ষক ৫। মাহবুবা নূরুন্নেছা, সিনিয়র শিক্ষক ৬। কামরুন নাহার হাসিনা, প্রভাষক ৭। মোঃ সরোয়ার আলম, উপাধ্যক্ষ ৮। হোসনে আরা জেছমিন, প্রভাষক ৯। সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু, সহকারী অধ্যাপক ১০। মোঃ শাহীদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ১১। গৌতম চন্দ্র দাম, প্রভাষক ১২। মোঃ নাছির উদ্দিন, প্রভাষক ১৩। ফয়সল আহমেদ, প্রদর্শক।

দাঁড়ানো বাম থেকে ডানে

১। মোঃ আতাহার ফিদা, নবম শ্রেণি ২। ওয়ালিদ হাসমি হোসাইন, দ্বাদশ শ্রেণি ৩। সামিয়া জেসমিন, দশম শ্রেণি ৪। ফারহা বিনতে আজহার আদৃতা, দশম শ্রেণি ৫। মোছাঃ মাহীনুর, দ্বাদশ শ্রেণি।

সম্পাদকীয়

জাতি হিসেবে বাঙালি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী। আমাদের চেতনায় কৃষ্ণচূড়ার মতো একুশ আসে রক্তিমা নিয়ে, উনসত্তর আসে রাজপথে স্বাধিকারের পদযাত্রা নিয়ে, একাত্তর আসে মুক্তির বারতা নিয়ে। আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলায় বাঙালির যে চেতনার বিস্তার তা বাঙালির গৌরবেরই অংশ।

সেই চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ব্রহ্মপুত্রের দুধারে কর্ষিত মৃত্তিকার কোমলতাকে হৃদয়ে ধারণ করে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহীর শিক্ষার্থীদের মুক্তচিন্তা বিকাশের লক্ষ্যে কলেজ বার্ষিকী 'উন্মীলন'-২০১৮-এর এ আয়োজন।

মৌলিক লেখার অভাব যে কোন প্রকাশনাকে ভাবিয়ে তোলে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট থেকে আশানুরূপ লেখা পেয়েছি, বিশেষত-গল্প, তবে প্রবন্ধ রচনার স্বল্পতা কিছুটা ভাবিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের কাঁচাহাতের লেখাগুলো সাহিত্যের নান্দনিকতায় বা উৎকর্ষের মানদণ্ডে হয়তো ততোটা শিল্পসম্মত নয়, তবে হৃদয়াবেগে বিষয়বস্তুকে উপলব্ধির গভীরতায় তা কিন্তু অকিঞ্চিতও নয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে খুদে লেখকদের সৃজনশীলতাকে পাঠক মূল্যায়ন করবেন এটাই প্রত্যাশা। শত কর্মব্যস্ততায়ও শিক্ষকমণ্ডলী তাঁদের লেখা দিয়ে উন্মীলনকে ঋদ্ধ করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন এই প্রত্যাশা রইল।

লেখার পাশাপাশি খুদে চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি, বিশেষ করে বাংলার প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও মুক্তির সংগ্রাম রং-তুলিতে যেভাবে আপন ভাবনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে তা প্রশংসার যোগ্য।

সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মহোদয় উন্মীলনে বাণী দিয়ে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, অধ্যক্ষ মহোদয় উন্মীলনকে নির্ভুল ও দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্মে রূপায়ণে সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। 'উন্মীলন'-২০১৮ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণজনিত ত্রুটি পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ আমাদের প্রত্যাশা।

সময়ের সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে এই প্রজন্ম জেগে ওঠবে আপন সৃষ্টির প্রেরণায়-এই শুভকামনা রইল।

হোসনে আরা জেছমিন
প্রভাষক-বাংলা

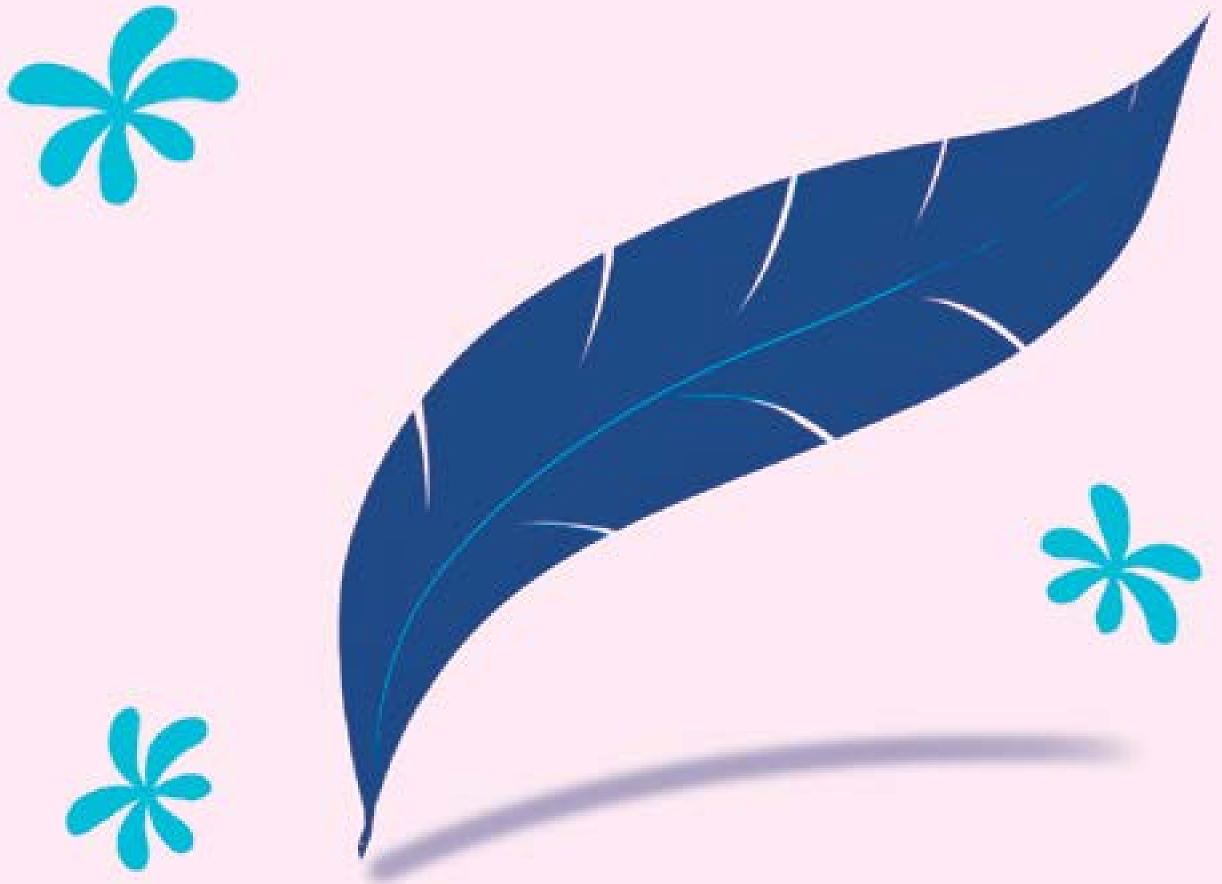

বাংলা বিভাগ

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু,
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

আধুনিক বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ

কাব্য-কবিতা আমাদের ঐতিহ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ পুরোটাই ছিল কবিতানির্ভর। আজকের প্রেক্ষাপটে আধুনিক কবিতার পদার্পণ চর্যাপদের ঐতিহ্যের সিঁড়ি বেয়েই।

আধুনিক কবিতার ভিত্তিস্তম্ভের দিকে আলোকপাত করলে যুগ ও চেতনার দিক থেকে আসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) কবিতা। একথা বলা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিবর্তনই রবীন্দ্রনাথের বিকাশ। এ আধুনিকতার বিচিত্র বিচরণে গগনচুম্বী প্রতিভার এক সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এরপর রবীন্দ্রোত্তর কালের পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর বাস্তবতায় জন্ম নিল আরেক ধরণের আধুনিক কবিতা। নতুন প্রজন্মের এ কবিতাকে 'তিরিশের কবিতা' নামেও আখ্যায়িত করা যায়।

শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার আরম্ভটা ঘটেছিল বিজ্ঞান-ইতিহাস-নৃতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব সংবলিত মানসতার পরিচর্যাবদ্ধ একটি প্রতীকীরীতির মধ্য দিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে জটিল ভাবমণ্ডল তৈরি হয়েছিল ডারউইনের বিবর্তনবাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা, ফ্রেজারের নৃতত্ত্ব, মার্কসের দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদ দিয়ে। এর সঙ্গে বাস্তব উপাদান হিসেবে যুক্ত হতে থাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্থির পরিস্থিতি, নাগরিক জীবনের ভারসাম্য বিস্তার, মানুষের সামাজিক কাঠামোতে ব্যাপক ভাঙন।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে আধুনিকতা এসেছে। প্যারিসবাসী বোদলেয়ারের কাব্য থেকে মূল সুর এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তিনি শুধু প্রতীকীতার উৎসস্থল নন, সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনিয়তা। ফরাসি কবিতায় তাঁর অনুরণন, পরবর্তী পশ্চিমি কাব্যে কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো হয়তো অনেক ঘুরে আসা কিন্তু নির্ভুলভাবে তাঁরই চিত্তনির্যাস।

আধুনিকতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয়, যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়।" একে বলা যেতে পারে, বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের ক্লান্তি সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি, আশা আর নৈরাশ্য।

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়চারিত্র্যে, এলিয়ট-পাউন্ডের

নন্দনতত্ত্বের প্রভাব এবং রবীন্দ্রনাথের লিরিক চেতনার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টির তাগিদে। আধুনিক কাব্য আন্দোলনের প্রবক্তরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে আধুনিক কবিতার মুক্তি অসম্ভব। কারণ যুদ্ধোত্তর জীবনের মূল্যবোধ আর রবীন্দ্রযুগের মূল্যবোধে দুস্তর ব্যবধান সূচিত হয়েছে।

আধুনিক কবি মানেই স্বভাব উদ্বাস্তু। স্বদেশেও প্রবাসী। তাই বোধ হয় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে শেষ ভারতীয় কবি। আধুনিকরা বাঙালি কবি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নাগরিক। একথা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী থেকে যেকোনো আধুনিক কবির সম্বন্ধে খাটে। সেইজন্যই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক কবিদের মধুকরী পরিব্রাজকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আধুনিক কবি সম্বন্ধে বলা যায়, যে পরিমাণে সে বিশ্বনাগরিক, সে পরিমাণে উদ্বাস্তু।

আধুনিক কবিদের অন্যতম লক্ষণ প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনা। আসলে ইতিহাস সচেতন বলেই তাঁদের কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর এমন মৌলিক পরিবর্তন, তাঁদের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা এমন বৈপ্লবিক। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন, কালজ্ঞান ভিন্ন কবির গতি নাই।

নাগরিক জীবনের স্বতন্ত্র নির্মম সৌন্দর্য আবিষ্কার করলেন ত্রিশের দশকের কবিরা। আধুনিক কবিতার নগরক্লান্ত, অনিকেত, গড্ডল প্রবাহের নগর। নাগরিক জীবনের বীভৎসতার দিকে চোখ বুজে থাকা মানে মিথ্যার বেসাতি; অবশ্য বাঙালি কবিরা শুধু নগরের কবি নন, তাঁরা সর্বতোভাবে সচেতন কবি। মনীষা তাঁদের কবিতায় একটি মৌলিক লক্ষণ।

আধুনিক কবিদের চেষ্টার যা কিছু কবিতা নয়, তার থেকে শোধিত হয়ে কবিতা হয়েছে অনেক পবিত্র, অনেক স্বাবলম্বী। এই কবিগণ নিজেদের প্রয়োগের দ্বারা কাব্যাদর্শের পালাবদল ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা বিশেষত উপর্যুক্ত পাঁচজন কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে গ্রহণ করেও সজ্ঞানে রবীন্দ্রযুগকে অতিক্রম করে বাংলা কবিতায় নতুন যুগের সৃষ্টি করেন, যা বাংলা কবিতার ত্রিশের দশক হিসেবে খ্যাত।

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রোত্তর যুগে নতুন স্বাদ, নতুন কৌশল অনেকেই হয়তো এনেছেন কিন্তু জীবনব্যাপী সযত্ন গবেষণায় ও সচেতন পরিশ্রমে বাংলা সাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসু। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক বাংলা কবিতার ইতিহাসে মূল্যবান হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁরা সজ্ঞানে যে পৃথক হয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল "ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান।" এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহনরূপে ভুলে থাকলেন না, তাকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন–তার প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়।

তথ্যসূত্র:
আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়-দীপ্তি ত্রিপাঠী
আধুনিক কবিতার ইতিহাস-অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান স্যার স্মরণে

মুহাম্মদ আহসান হাবীব
সহকারী অধ্যাপক, উচ্চতর গণিত

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহীর কলেজ শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ২৬ জুন ১৯৪৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার কালগড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সফল ছিলেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করেন। ১ জুলাই ১৯৯৯ তারিখে তিনি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহীর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর যোগদানের ঠিক এক মাস পরে এ প্রতিষ্ঠানে আমি গণিত বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে একটি সফল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। একজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম চালু করেন। সকল শিক্ষার্থী সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ক্লাব বা সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে সংগীত, বিতর্ক, অভিনয়, বিজ্ঞান, স্পোকেন ইংলিশ ও বাংলা উপস্থিত বক্তৃতা, গণিত উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৃহস্পতিবার দুই পিরিয়ড ক্লাসের পর এই ক্লাবগুলির কার্যক্রম পরিচালিত হতো। শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণি কার্যক্রমে সপ্তাহে একটি স্পোকেন ইংলিশ ও বাংলা ভাষা ক্লাস চালু করেন।

শিক্ষার্থীদের সামাজিক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতি মাসে একদিন শ্রেণিকক্ষ ও কলেজ ক্যাম্পাসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এতে প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারি, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি শিক্ষকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। তাঁর আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টায় প্রত্যেকে হয়ে উঠেন আরো দক্ষ ও কর্মক্ষেত্রে পারদর্শী।

আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি তখন একটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে পরিচালনা করতে হয় সেই বিষয়ে আমার কোন দক্ষতা ছিল না। তিনি আমাকে ২০০০ সালের মে মাস থেকে স্কুল ও কলেজ শাখার একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেন। তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় আমি শিক্ষকতার পাশাপাশি ধীরে ধীরে প্রশাসনিক দিকগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করি। তিনি সব সময় প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তিনি দিনের বেলায় কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি রাতেও প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করেছেন। সকলের জন্য তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য ও আদর্শ মানুষ। প্রতিষ্ঠানটি নতুন হলেও তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় মাত্র তিন বছরেই ২০০২ সালে ময়মনসিংহ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পূর্বে সিভিল এভিয়েশন হাই স্কুল এবং খুলনা কলেজিয়েট গার্লস হাই স্কুলের অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। শুধু দেশেই কর্মরত ছিলেন না তিনি। কাতারের দোহায় 'বাংলাদেশ এম এইচ এম এই স্কুল ও কলেজ'-এ পাঁচ বছর অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। চাকুরী জীবনের শুরুতে ১২ (বার) বছরের অধিককাল ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৮ সালে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে কর্মরত অবস্থায় জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে সম্মাননা অর্জন করেন। তিনি ব্যক্তি জীবনেও ছিলেন সফল। তাঁর সহধর্মিণী শিক্ষকদের কাছে ছিলেন মাতৃতুল্য। তিনি ছিলেন তিন সন্তানের গর্বিত জনক। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে তিনি এই প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আজও তিনি শিক্ষকদের মনে প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছেন। তিনি ২১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ দিবাগত রাতে পৃথিবী মায়া ত্যাগ করে চিরবিদায় নেন। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন বেহেশতবাসী হন।

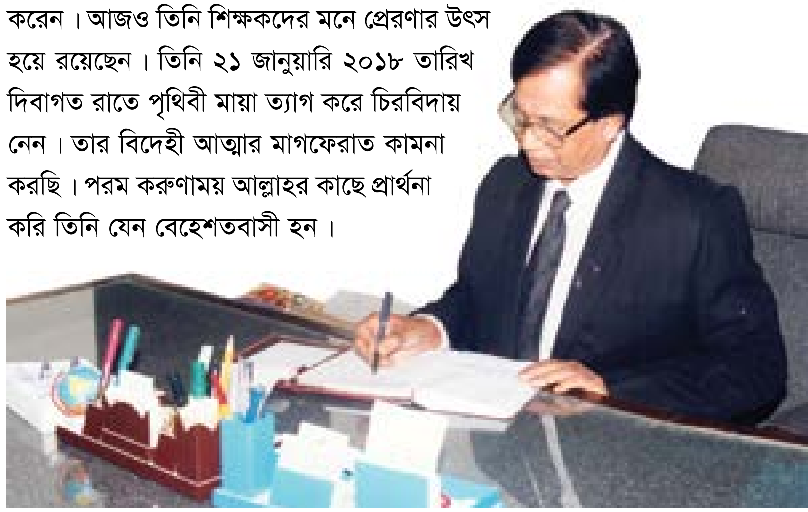

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কথা

মাহ্‌বুবা নূরুন্নেছা,
সিনিয়র শিক্ষক

> ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা,
> ছোট ছোট দুঃখ কথা
> নিতান্তই সহজ সরল,
> সহস্র বিস্মৃতি রাশি,
> প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
> তারি দু'চারটি অশ্রুজল।
> নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
> নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
> অন্তরে অতৃপ্তি রবে,
> সাঙ্গ করি মনে হবে
> শেষ হয়ে হইলনা শেষ।

বাংলা সাহিত্যে বয়সে ছোটগল্প সর্বকনিষ্ঠ। ছোটগল্পের আগমন অপরাপর সাহিত্যসৃষ্টির তুলনায় বিলম্বিত হলেও পাঠক হৃদয় জয় করার ব্যাপারে এর কৃতিত্ব সর্বাগ্রে। বাংলা সাহিত্যে পাঠক হৃদয় জয় করা এই ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর পদভারে বাংলা সাহিত্যের সকল শাখা স্বল্প সময়ে সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তবে রবীন্দ্রনাথের আগে ছোটগল্পের সূত্রপাত হলেও তাতে উৎকর্ষের নিদর্শন সুস্পষ্ট ছিলনা। রবীন্দ্রনাথের হাতে একদিকে যেমন সাহিত্যিক বিচারে সর্বপ্রথম সার্থক ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনও সেখানে বিদ্যমান।

এক কথায় ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যে 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্প সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তাতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে:

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি, প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে,
সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইলনা শেষ।

'শেষ হয়ে হইলনা শেষ' কথাটি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কথার ভেতরেই যেন বলে দেওয়া হলো– ছোটগল্পে কখনোই কাহিনীর ভেতরে ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলে দেওয়া হয় না। বিষয়বস্তুর দিক থেকে জীবনের একটা খণ্ডাংশমাত্র ছোটগল্পে রূপায়িত হয়। স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত চরিত্র ও ঘটনার সাহায্যে এর পরিণতি লাভ করে। এতে অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক ভাষা, অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনা লেখক নিষ্ঠুরভাবে বর্জন করেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে- 'ছোটগল্প হওয়া উচিত একটি ফুলের মত, বর্ণনা ও বক্তৃতার লতাপাতার কোনো স্থান তার ভেতরে নেই।'

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবে যে আধুনিকতার সৃষ্টি হয় তার ফলেই ছোটগল্পের জয়যাত্রা সূচিত হয়। সেজন্য অনেক তরুণ সমালোচক মনে করেন রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড ভ্রমণে যান তখন তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাগার হতে Edgar Allan Poe এর ছোটগল্পের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। পো-ই প্রথম তাঁকে ছোটগল্পের শিল্পরূপের প্রতি অবহিত করেন। এই উক্তির সমর্থনে সমালোচকরা 'কঙ্কাল' ও 'নিশীথে' এই দুটি গল্পের ঘটনা বিন্যাসের কোনো কোনো অংশের সাথে পো-র দুটি গল্পের মিল দেখিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রপন্থীরা এ মতের সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, 'কঙ্কাল' প্রথম দিকের গল্প, তাতে বিদেশি সংস্কৃতির কিছুটা ছায়া পড়েছে বটে কিন্তু 'নিশীথে'র ভাবাবহ সম্পূর্ণরূপে দেশীয় এবং রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি। এর পূর্বেই তিনি দেশীয় সমাজের সমস্যা নিয়ে ছোটগল্প পরম্পরা শুরু করে দিয়েছিলেন। যার মধ্যে বিষয়ে শিল্পরূপে কোথাও বৈদেশিক প্রভাবের অণুমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয়না। বরং তাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার সঙ্গে বাংলাদেশে তাঁর জমিদারি তদারকির কাজের সম্পর্ক রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ওপর যখন পৈতৃক জমিদারি তদারকির দায়িত্ব আসে তখন তিনি তাতে খুশি হওয়াতো দূরে থাক, পরম দুর্ভাগ্য ও প্রায় নির্বাসন হিসেবে একে গণ্য করেন। কিন্তু ভাগ্যে শাপে বর হলো। এই প্রথম তিনি পরিবারের বাইরে, এমনকি কলকাতার বাইরের আলাদা একটা জগৎ প্রত্যক্ষ করলেন। জমিদারি তদারকি উপলক্ষে কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। বাংলাদেশের মানুষ আর প্রকৃতি তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। পল্লীমানুষের জীবনযাত্রা তাঁর মনে কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

তাঁর নিজের দেখা সেই সব মানুষের ছোট খাটো সুখ-দুঃখের ব্যথাকেই নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় আপন মনের সৌন্দর্য মিশিয়ে ছোটগল্পে রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেখার এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, 'পোস্টমাস্টার আমার বজরায় রোজ এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে। ছিদামকে দেখেছি আমাদের কাছারিতে। ওই যারা কাছে এসেছে তাদের কতকটা দেখেছি, কতকটা বানিয়ে নিয়েছি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছোটগল্পের সংখ্যা একশত উনিশটি। তার মধ্যে আশিটি সংকলিত হয়েছে গল্পগুচ্ছে। বাকীগুলো 'সে' এবং 'তিনসঙ্গী' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করলে রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রেম, সামাজিক জীবনে সম্পর্ক বৈচিত্র্য, প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গযোগ ও অতি প্রাকৃতের স্পর্শ লক্ষ করা যায়। গল্পের দু-একটি চরিত্র ছাড়া সব চরিত্রই সাধারণ নর-নারীর। এই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল।

বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম সন্তান ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম পূর্ণতা পায়। তাঁর ছোটগল্পে তিনি জনপদের কলরব এবং বিশাল উদার প্রকৃতির নীরবতাকে জাদুকরের মত আশ্চর্য কৌশলে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বর্তমান জীবন নিয়ে যেমন লিখেছেন তেমনি লিখেছেন অতীত নিয়েও। সর্বকালের, সব বয়সের পাঠক তাই রবীন্দ্র ছোটগল্পের বলয়ে বিমূর্ত ভাবনায় বিমোহিত।

তথ্যসূত্র: রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা, শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম

জাতীয় সংগীতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসরাত জাহান লিয়া
শ্রেণি : দ্বাদশ ,শাখা : খ , রোল : ৭৮

"আমার সোনার বাংলা" গানটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। এ গানের রচয়িতা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গানটি রচিত হয়েছিল। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে মন্ত্রিসভায় প্রথম বৈঠকে এ গানটির ১ম দশ লাইন সদ্যগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত হয়।

"আমার সোনার বাংলা" গানটি রচিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, তাই এর সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি। সত্যেন রায়ের রচনা থেকে জানা যায় ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত একটি প্রতিবাদ সভায় এই গানটি প্রথম গীত হয়েছিল। ঐ বছরেরই ৭ সেপ্টেম্বর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ২২ ভাদ্র) "সঞ্জিবনী" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে গানটি মুদ্রিত হয়। উক্ত বছরে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যাতেও গানটি মুদ্রিত হয়েছিল। তবে ৭ আগস্ট উক্ত সভায় এই গানটি গীত হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিশিষ্ট রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের মতে, "আমার সোনার বাংলা" ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট কলকাতায় টাউন হলে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ পাঠের আসরে প্রথম গীত হয়েছিল।

আমার সোনার বাংলা গানটি রচিত হয়েছিল শিলাইদহের ডাক পিয়ন গগন হরকরা রচিত "আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে" গানটির সুরের অনুষঙ্গে। সরলা দেবী চৌধুরাণী ইতঃপূর্বে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তাঁর 'শতগান' সংকলনে গগন হরকরা রচিত গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ সমসাময়িক অনেক স্বদেশী গানের সুরই এই স্বরলিপি গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছিল। যদিও পূর্ববঙ্গের বাউল ও ভাটিয়ালি সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি ইতঃ পূর্বেই হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৮৮৯-১৯০১ সময়কালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে জামদারির কাজে ভ্রমণ ও বসবাসের সময় বাংলার লোকজ সুরের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ঘটে। তারই অভিপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক গানগুলি, বিশেষত 'আমার সোনার বাংলা'।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ গঠিত হয় স্বাধীন বাংলার কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ। পরে ৩ মার্চ তারিখে ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভা শেষে ঘোষিত ইশতেহারে এই গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে এই গান প্রথম জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়।

শ্রোতাদের পছন্দানুসারে বিবিসি বাংলার তৈরি সেরা বিশটি বাংলা গানের তালিকায় এই গানটি প্রথম স্থান দখল করে।

২০১৪ সালের ২৬ মার্চ জাতীয় প্যারেড ময়দান, ঢাকা, বাংলাদেশ-এ একসঙ্গে ২৫৪, ৫৩৭ জন লোক জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে "গিনেস বিশ্ব রেকর্ডে" নাম লেখায়।

চলচ্চিত্রকার শহীদ জহির রায়হান ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর বিখ্যাত "জীবন থেকে নেওয়া" কাহিনী চিত্রে এই গানের চলচ্চিত্রায়ন করেন।

বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের নিজ নিজ জাতীয় সংগীত রয়েছে। জাতীয় সংগীত একটি দেশের পরিচয় বহন করে। প্রত্যেকটি দেশের জন্যই জাতীয় সংগীতের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে একটি দেশের অবস্থান, প্রকৃতি, সবকিছু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অসাধারণ সৃষ্টি হল আমাদের জাতীয় সংগীত। গানটির প্রত্যেকটি চরণ আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে। বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ মায়া, বাংলার প্রকৃতি সবকিছুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই সংগীতে। এতে আরো বর্ণিত হয়েছে মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসার কথা। যেমন "মা তোর বদন খানি মলিন হলে, আমি নয়ন জলে ভাসি"।

প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় সংগীতই সেই দেশের মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। মনে করিয়ে দেয়, তারা স্বাধীন জাতি, খাঁচায় বদ্ধ পাখির মতো পরাধীন নয়। তাই সবাই যখন এক সুরে গায় "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" তখন তা মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা, মুক্ত স্বাধীন জীবনের কথা।

জাতীয় সংগীতের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা ভেবে ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে "শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত" প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইউনিয়ন পর্যায়, তার পর উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি দলে সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। প্রত্যেকটি স্কুল, কলেজ থেকে অনেক শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আকুয়া ইউনিয়ন হতে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী নির্বাচিত হয়। ২০১৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এ যাত্রা শুরু হয়েছিল এরপর উপজেলা, জেলা, বিভাগ এমনকি জাতীয় পর্যায়েও ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা দুটি গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে এবং একটি গ্রুপে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এই সফলতার পেছনে যাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন, আমাদের অধ্যক্ষ স্যার, নাসরিন পারভীন ম্যাডাম, সোহাগ মনি ম্যাডাম, স্বপ্না ম্যাডামসহ আরো অনেকেই। অধ্যক্ষ স্যারের কথা না বললেই নয়। মূলত তাঁরই সহযোগিতায় সব কিছু সম্ভব হয়েছিল। প্রতিযোগিতার ১ম দিন হতে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে ছিলেন। তাঁরই সহযোগিতায় আমাদের কলেজের নিজস্ব অডিটরিয়ামে জাতীয় সংগীতের মহড়া সম্পন্ন হয়। এতে শহরের নির্বাচিত স্কুল ও কলেজগুলো অংশ নেয়।

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ২৬ মার্চ ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আমরা সবাই এক সুরে গাইলাম আমাদের গৌরবের, আমাদের প্রাণের, আমাদের অহংকারের জাতীয় সংগীত। যা আমাদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে আজীবন।

তথ্যসূত্র:
বাংলাপিডিয়া

শিক্ষার জন্য সফর

মোছাঃ মাহীনুর
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-এ, রোল-১৯৪

জ্ঞানলাভের মূলত দুইটি মাধ্যম। এর একটি হলো বই পড়া আর অপরটি হলো ভ্রমণ। বই পড়ার মাধ্যমে অনেক তত্ত্বগত জ্ঞানলাভ করা যায়, জানা যায় বহু তথ্য। কিন্তু জ্ঞানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই, তাই বই পড়া কখনোই যথেষ্ট হতে পারে না। আসলে কোনো কিছু প্রত্যক্ষভাবে দেখে অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। শিক্ষা সফর হচ্ছে বাস্তবতার নিরিখে জ্ঞান অর্জনের একটি যথাযথ মাধ্যম। সবাই জানে অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। কিন্তু সেই অধ্যয়ন থেকেই লাভ করা জ্ঞান জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে জীবনের বিকাশকে সুন্দর করে তুলতে শিক্ষা সফরের কোনো বিকল্প নেই।

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কবিতাটির মতো আমাদের মনেও এই বিশাল বিশ্বকে নিয়ে নানা প্রশ্ন, নানা কৌতূহল। কিন্তু পৃথিবীর সবকিছু ঘুরে দেখার সাধ্য আমাদের নেই। যে স্থানগুলো আমাদের হাতের নাগালে সেগুলোতেও আমরা যেতে পারি না সময় ও অর্থের অভাবে। তবে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের একটি সুবিধা আছে– তা হলো শিক্ষা সফর । শিক্ষা সফর একটা অন্যরকম বই। সেই বইয়ের রাজ্যে ঢুকে নিজের অজান্তেই আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলি। কিন্তু স্কুলে পড়ার সময় কখনও আমি শিক্ষা সফরে যাইনি। আমার সে আফসোস ঘুচিয়ে দিয়েছে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী। গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ বুধবার আমাদের কলেজ থেকে শিক্ষাসফরে যাই। স্থান ছিল "বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং BGB (Border Guard Bangladesh) পার্ক। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৪০ জন এবং বাস ছিল মোট ০৯টি। বাসগুলো মোমেনশাহী সেনানিবাস থেকে নেওয়া হয়েছিল। আমাদের বাসটি ছিল ০১নং বাস এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন এসএম জাহিদুজ্জামান স্যার ও নোমানা নাহিদ ম্যাডাম।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে আর দেরি হল না। দ্রুত করে তৈরি হলাম। ব্যাগ অবশ্য রাতেই ঘুছিয়ে রেখেছিলাম। আম্মু বললো, খেয়ে নিতে। আমি বললাম, খেতে হবে না, কলেজে গিয়ে নাস্তা করবো। কিন্তু তাও আম্মু মানতে নারাজ তাই সামান্য একটু খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কলেজে পৌছে দেখি উৎসব উৎসব ভাব। সবাই কত সুন্দরভাবে সেজে এসেছে। আমার বান্ধবীরা সব আগেই চলে এসেছে। আমাকে দেখে সবাই ছবি তুলল। অনেকেই সেলফি তুলতে ব্যস্ত, কেউবা আবার খেতে ব্যস্ত। কলেজ থেকে সকালের নাস্তা দেয়া হল। বাসে উঠে সবাই আনন্দ ধ্বনি করতে লাগলাম। অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর আমাদের বাস চলতে শুরু করল।

**"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকুই জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী"**

প্রতিটি সফরেই যানবাহনের অংশটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এটি বাদ দিয়ে ভ্রমণ কোনোভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে না। বাস ছাড়ার পর ক্যান্টনমেন্টের দৃশ্যগুলো দেখতে লাগলাম। আর্মিরা মাঠে ব্যায়াম করছে এবং অন্য কাজ করছে, সবাই আমাদের বাসের দিকে তাকিয়ে রইল। এখন প্রথমেই যে বিষয়টি সবাই জানতে চাইল তা হচ্ছে, মিউজিক কোথায়? বাসের ভেতর মিউজিক না হলে কি চলে ? কিন্তু সাউন্ড বক্সের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাতে কী? আমাদের ৬২ জন মেয়ের গলা কি কোন অংশে কম? সবাই গান গাইতে শুরু করল। আর গান হলে নাম হবে না তা কি হয়। হাসি গান আর কলরবে আমাদের যাত্রার শুভ সূচনা ঘটল। শীতের সকালের অপরূপ দৃশ্য জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে আমিও গেয়ে উঠলাম–

একদিন ছুটি হবে, অনেক দূরে যাবো।
নীল আকাশে, সবুজ ঘাসে, খুশিতে হারাবো।

আমাদের সফরের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মপ্লাজম সেন্টারকে বেছে নেয়া হয়েছিল। পৌছানোর পর মনে হলো পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে যেন অন্য রাজ্যে চলে এসেছি। এখানে শুধুই সবুজের সমারোহ। যেদিকে তাকাই দেখি নানা জাতের-নানা পদের গাছ। একেকটি একেক আকৃতির। জার্মপ্লাজম সেন্টারে ঢোকার আগেই অনেকে সেলফি তোলার কাজটা শুরু করে দিল। অনেকে বিভিন্ন গাছে উঠেও ছবি তুলল। সেন্টারে প্রবেশ করার পর কাটা গাছ থেকে নতুন গজিয়ে উঠা চারা দেখে অবাক হলাম। বেশির ভাগ গাছেই নেইমপ্লেট ঝুলানো আছে, সেখান থেকে গাছগুলো সম্পর্কে জানা যায়। স্যার বললেন, প্রত্যেকটি গাছ নিয়েই গবেষণা চলছে। তাই গাছে হাত দেয়া নিষেধ। এখানকার একেকটি গাছের গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলছিলেন। ফয়সল স্যার ছবি তোলার জন্য একটা গাছে উঠে পড়লেন, এমন সময় সবাই সেলফি তোলা বাদ দিয়ে স্যারের ছবি তোলা শুরু করল। ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে এবং অন্যান্য স্যার ম্যাডামদের সাথে সবাই ছবি তুলতে শুরু করল। দেখে মনে হলো এ যেন এক ছবি তোলার উৎসব।

জার্মপ্লাজম সেন্টার থেকে বের হয়ে আমরা গেলাম কৃষি যাদুঘরে। ভেবেছিলাম কৃষি যাদুঘরে আমারা কী দেখব? কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও এদেশের কৃষি সম্পর্কে যে আমি কতটা অজ্ঞ তার প্রমাণ এখানে এসে হাতে নাতে পেয়েছি।

কৃষি জাদুঘর ভবনটি গোলাকার। এর বেশ কয়েকটি কক্ষ রয়েছে। প্রথম কক্ষটি বিভিন্ন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ। একটাতে শোভা পাচ্ছে এমন সব বাদ্যযন্ত্র, যেগুলোর নাম অধিকাংশেরই অজানা। সাপ, গুইসাপ, কচ্ছপের খোলস, বিভিন্ন ধরণের কারুশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন কক্ষে গচ্ছিত আছে। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল লাল রঙের কারুকার্যময় নকশিকাঁথা। নকশিকাঁথার এতো কদর কেন এটি দেখে তা বুঝতে পারলাম। গরুবিহীন গরুর গাড়ি, সাম্পান, নৌকা, খড়ম, নোলক, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির সমাহার দর্শনার্থীদের অবাক করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

এছাড়াও কিছু বিষয় আমাকে আলাদাভাবে আকৃষ্ট করেছে। আমার সহপাঠীরাও হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবে। এগুলো

হলো :

১। ৫ কোটি বছর পূর্বের একটি ফসিল। এত বেশি সময় যে ভাবতেও অবাক লাগে।

২। গোলপাতা, সুন্দরিপাতা এবং মাছ ধরার জন্য নানা আকৃতির ও নানা ধরনের সরঞ্জাম। আমি তো ভাবতাম কেবল জাল আর বড়শি দিয়েই মাছ ধরা যায়। কিন্তু এখানে এসে দেখি নানা ধরনের মাছ ধরার যন্ত্রপাতি।

৩। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং বিভিন্ন জায়গা হতে সংগৃহীত নানা প্রাণীর কঙ্কালের বিরল সংগ্রহের সন্ধান পেয়েছি এখানে। যেমন- গোখরা সাপ, ধারাইস সাপ, অজগর, বানর, বিড়াল ইত্যাদির কঙ্কাল।

৪। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ফরমালিন দিয়ে সংগ্রহকৃত শকুনের বিশাল দেহটি ।

৫। সেই ছোটবেলা থেকে ঘরে হরিণের শিং ঝুলিয়ে রাখার কথা শুনে এসেছি। এবার জাদুঘরে হরিণের শিং আর চামড়া দেখে তাই বড় ভালো লাগল।

৬। সেই মধ্যযুগের কড়ি থেকে শুরু করে বর্তমান বাংলাদেশের ৫ টাকার কয়েন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের মুদ্রার সংগ্রহও ছিল এখানে।

৭। গৃহস্থ পরিবারের আত্মরক্ষা ও চাষের জন্য নানা আদিম যন্ত্রপাতি।

৮। দক্ষ কারিগরের তৈরি কৃষকের বসতবাড়ির মডেলটি ছিল একটি অনন্য সংযোজন।

৯। যদি কেউ কামারের যন্ত্রপাতি দেখতে চায়, তাও সে দেখতে পাবে এই জাদুঘরে।

১০। এছাড়াও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতিতে কৃষি জাদুঘর সমৃদ্ধ। কৃষি জাদুঘরের প্রত্যেকটি সামগ্রীই আমার দেশের খাঁটি জিনিস। আমার মাতৃভূমির মাটির মানুষের হাতে তৈরি। অথচ কত কিছুইনা আমার অজানা! এ যেন–

“দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু।”

কৃষি জাদুঘর থেকে ফিরে বাসে উঠলাম। আমরা সবাই ভেবেছিলাম আমরা বিজিবি পার্কে যাচ্ছি কিন্তু তখনো ১২ টাই বাজে নি, তাই একটু সন্দেহ হচ্ছিল। এসব ভাবতে ভাবতেই দেখি বাস থেমে গেল। বাস থেকে নেমে দেখি বিজিবি পার্ক নয়, বোটানিক্যাল গার্ডেন। ভেতরে প্রবেশ করে দেখি অসংখ্য গাছ আর গাছ। গাছের চাইতে ফুলগুলোই আমাকে আকর্ষণ করল বেশি। শীতের শেষ সময়ে বসন্তকে বরণ করে নিতেই যেন প্রকৃতি নতুন ফুল ফুটিয়ে অগ্রীম প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আগে আমরা সবাই দলবদ্ধ ছিলাম। এখানে আসার পর সবাই নিজের মতো করে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আমি আমার বান্ধবীদের খুঁজছিলাম আর হাঁটছিলাম, এমন সময় দেখি প্রিন্সিপাল স্যার আসছেন। তাঁকে দেখেই সবাই ছবি তুলতে চাইল। স্যার বললেন, দুটোর বেশি নয়। কিন্তু কে তা মানতে চাইছে ? ছবি তুলতে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। নীচে সবুজ ঘাস আর ওপরে নীলাকাশ দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম-

“কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা... ।”

এমন সময় দেখি সবাই এক স্থানে জড়ো হচ্ছে। আমাদের সবাইকে ঘাসের ওপর বসতে বলা হল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো পরে হওয়ার কথা তবে এখন এখানে বসে আছি কেন ? কয়েক মিনিট পরই উত্তর পেলাম। প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে বাকৃবির একজন সিনিয়র অধ্যাপক এবং ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এলেন এবং আমাদের জন্য দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখলেন।

সবশেষে প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন ও স্মারক উপহার তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ফটোসেশন শেষ হওয়ার পর সবাই উঠে বাইরে চলে এলাম। ও! ক্যাকটাস হাউসের কথা বলতে ভুলে গেছি এটি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কখনো গেলে এটি না দেখে কেউ এসো না।

বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বাসে ওঠে সোজা বিজিবি পার্কে চলে এলাম। পথে নানা ধরণের পাখির ঝাঁক দেখে অন্য রকম এক আনন্দ অনুভব করলাম। বিজিবি পার্ক ময়মনসিংহ শহরের অদূরে খাগডহড়ে অবস্থিত। নদীর পাড়ে একটা পরিপাটি হলরুমে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হল। একটা মনোরম পরিবেশে ভালোই লাগছিল কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির। বেলা ২টার দিকে খাওয়া-দাওয়া শুরু হল। লাইন ধরে প্লেট নিয়ে খাবার আনলাম। শিক্ষকগণ খাবারের তদারকি করছিলেন। ম্যেনুতে ছিলা পোলও, রোস্ট, সালাদ, সবজি আর ডাল। রান্না বেশ ভালো হয়েছিল। আমার ওয়ান টাইম প্লেটের নিচ দিয়ে ঝোল পড়ে ড্রেস ভিজে গেল। কথাটা স্যারকে বলতেই সবাই হেসে দিল কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আরো অনেকের একই দশা হল। তাকে কী ? একচোট হেসে নিয়ে সবাই গোগ্রাসে খেয়ে নিলাম।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই নদীর ধারে হাঁটাহাটি করলাম, আর এই ফাঁকে পরিচ্ছন্নতা অভিযানও হয়ে গেল। যখন সবাই পরিচ্ছন্নতার কাজ করছিল তখন আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কামরুন্নাহার হাসিনা ম্যাডাম সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। আমার আর আমার দুই বান্ধবীর একটি কৌতুক অভিনয় করার কথা আগে থেকে ঠিক করা ছিল। কিন্তু মাইক সংকটের কারণে কীভাবে পরিবেশন করবো তা স্থির করতে পারছিলাম না। এমন সময় শুনি উপস্থাপিকা মিমের গলা। সে মাইশার গান গাওয়ার কথা ঘোষণা করল। তারপর কে কি করল খেয়াল করিনি। কারণ নিজের অভিনয়ের চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম। তবে কথার গান শুনেছি, চমৎকার গেয়েছে। একটা ছেলে এমন একটা কৌতুক পরিবেশন করলো যে শত টেনশনের মধ্যেও না হেসে থাকতে পারলাম না। এক পর্যায়ে আমাদের পালা এল। কিন্তু মাইকের কারণে আমাকে একাই স্টেজে যেতে হল। ওরা দু'জন পর্দার আড়াল থেকে কণ্ঠ দিল কিন্তু বেচারিদের মন খারাপ হয়ে গেল। স্টেজে ওঠলে আমি বরাবরই নার্ভাস হয়ে যাই তবুও চেষ্টা করলাম। কেমন হয়েছে জানি না ! ফয়সল স্যার একটা গান গাইলেন। স্যারের গলা এত সুন্দর জানতাম না!

তারপর এল লটারির পালা। সবার বুকে কম্পন শুরু হয়ে গেল। অনেকগুলো নাম উঠল এবং পুরস্কারও দেয়া হল কিন্তু আমি বাদে। আমি পুরস্কার পাইনি। সে জন্য কি মন খারাপ করে ফিরব? অসম্ভব!

লটারিপর্ব শেষ হতে হতে বিকাল প্রায় শেষ হয়ে গেলো। তাই তাড়াহুড়ো করে সবাই অনুষ্ঠান শেষ করে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হল। ফেরার সময় পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখলাম, “সময়ের সাথে সাথে সবই অতীত হয়ে যায়”। বাসে ওঠার পর সবাই-একটু নীরব ছিল এক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই আবার হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। যেন যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গাজীর বেশে ফিরছি আমরা। ফেরার সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার অপরূপ সৌন্দর্য দেখলাম। যদিও আমি ক্লান্ত ছিলাম তবুও মনে ছিল প্রশান্তি। মুগ্ধ চোখে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি আমি আর পাখিগুলো নীড়ে ফিরছে ...

মোঃ আতহার ফিদা
শ্রেণি ঃ ৯ম, শাখা ঃ গ, রোল ঃ ২৬

স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে বাংলাদেশের উত্তরণ

> "সাবাস বাংলাদেশ!
> অবাক পৃথিবী তাকিয়ে রয়
> জ্বলে পুড়ে ছারখার
> তবুও মাথা নোয়াবার নয়!"
>
> -সুকান্ত ভট্টাচার্য

কোথায় সেই 'তলা বিহীন ঝুঁড়ি'? কোথায় সেই অপবাদ? এখন তো সেই হেনরি কিসিঞ্জারের শিষ্যদের মুখেই বাংলাদেশের প্রশংসা। প্রশংসা আমরা সবারই কুঁড়িয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়,

"বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোলমডেল"।

এখন ঝুঁড়িটির তলা আছে! সোজা কথায় বলতে গেলে, বাংলাদেশ ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চ অর্জন করে উন্নয়নশীল দেশের স্ট্যাটাস। যা আমাদের গর্বের ও আনন্দের। আমরা আরও একধাপ এগিয়ে গেছি সোনার বাংলা গড়ার জন্য, আর ইনশাল্লাহ, আমরা একদিন সফল হব। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাত্র ৩ বছরেই একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ; স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত হয়।

কিন্তু হায়! জাতির পিতার সেই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে পিছিয়ে যায় আমাদের অগ্রযাত্রা। এরপর বহু সরকার এসেছে, বহু সুর বদল হয়েছে। তারপর স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরে ২০১৫ সালে আমরা মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় প্রবেশ করি। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরে, একটু দেরিতে হলেও ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চ আমরা উন্নয়নশীল দেশের স্ট্যাটাস লাভ করি। কিন্তু তার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে কঠিন পথ যা মোটেও সুখকর বা মসৃণ ছিলো না, চ্যালেঞ্জিংও ছিল বটে।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, উন্নয়নশীল দেশের স্ট্যাটাসটা কী? তার আগে জানতে হবে বিশ্বের দেশগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? এদের মধ্যবর্তী পার্থক্যসমূহ কী কী?

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে সাধারণত দেশগুলোকে ৩টি ভাগে ভাগ করেছে। যেমন:

ক। স্বল্পোন্নত
খ। উন্নয়নশীল ও
গ। উন্নত

এখন তোমাদের মনে কী প্রশ্ন জাগছে এই বিভাজনগুলো আসলে হয় কীভাবে?

আসলে এক্ষেত্রে মানদণ্ড হয় সূচক, সূচকগুলো হলো- শিক্ষা মানবাধিকার ও জীবনযাত্রার মান। তবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে অর্থনীতিসম্পৃক্ত সূচকগুলো। এখন আরেকটি কথা, আচ্ছা ভাবো তো! আমরা কী ছিলাম আর কী হলাম?

আমরা ১৯৭৫ সালে স্বল্পোন্নত দেশে পরিণত হই এবং ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চ উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্রের স্ট্যাটাস লাভ করি। তাহলে এক নজরে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পার্থক্যগুলো দেখা নেয়া যাক।

এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

ক। নিম্নমানের কিছু সূচকে উত্তীর্ণ হওয়া।
খ। কৃষিতে অগ্রসর, কিন্তু শিল্পে অনগ্রসর।
গ। মৌলিক চাহিদা পূরণে হিমশিম খাওয়া।
ঘ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা।
ঙ। অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল থাকা।

উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরছে।

আবার উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

ক। মাঝারি ধরণের কিছু সূচকে উত্তীর্ণ হওয়া।
খ। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া।
গ। মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।
ঘ। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও আইসিটিতে অগ্রগামী হওয়া।
ঙ। অর্থনৈতিক কাঠামো ধীরে ধীরে শক্তিশালী, ঝুঁকিহীন ও সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠা।

যেহেতু আমরা বিশ্বের দেশগুলোর শ্রেণিবিভাগ ও এদের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করেছি। সুতরাং এবার যাওয়া যাক বাংলাদেশের "উন্নয়নশীল" স্ট্যাটাস লাভ সম্পর্কে।

প্রথমেই একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া দরকার উন্নয়নশীল দেশের স্ট্যাটাস লাভ ও উন্নয়নশীল হওয়া কি এক কথা?

মোটেই তা নয়। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছি, যা কিনা অস্থায়ী! কিন্তু তা স্থায়ী করতে হলো টানা ৬ বছরে দুটি সূচক প্রতিবেদনে আমাদের এই সাফল্য অব্যাহত রাখতে হবে। প্রত্যেক তিন বছরের সূচকের গড় প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ পায়।

তাই আমরা যদি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পূর্ণ মর্যাদা পেতে চাই তাহলে ২০২১ ও ২০২৪ সালেও আমাদের এই অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

জাতিসংঘ বাংলাদেশের বিগত ৩ বছরের একটি গড় প্রতিবেদন ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চ প্রকাশ করে। যা নিম্নরূপ :

মাথাপিছু আয়	মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক	অর্থনৈতিক ঝুঁকি
১২৩০ ডলার	৬৬	৩২
১২৭২ ডলার	৭২.৮	২৫

এখানে, তিনটি সূচকেই বাংলাদেশ একসাথে পূরণ করে। ২০১৮ সালে মিয়ানমার এবং লাওস ও উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করে। তবে, বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যারা একসাথে ৩টি সূচকেই উত্তীর্ণ হয়।

বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় আয় ১২৭২ ডলার । সূচকে সর্বনিম্ন ১২৩০ ডলার প্রয়োজন ছিল, তাই বাংলাদেশ এই সূচকেও উত্তীর্ণ। আবার, মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে ৬৬ পয়েন্ট দরকার, যেখানে বাংলাদেশের প্রাপ্ত পয়েন্ট ৭২.৮। সুতরাং বাংলাদেশ এই সূচকেও উত্তীর্ণ।

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে যেখানে পয়েন্ট সর্বোচ্চ ৩২ হওয়া চাই, সেখানে বাংলাদেশের পয়েন্ট ২৫।

তাই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের স্ট্যাটাস প্রাপ্ত হয়। তবে, ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে আমরা উন্নয়নশীল দেশের স্থায়ী স্ট্যাটাস লাভ করব।।

এখন জেনে নেওয়া যাক, উন্নয়নশীল দেশের সুবিধাসমূহ:

উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে আমরা নানা দিক থেকে বাড়তি সুবিধা লাভ করবো। তবে বেশির ভাগ সুবিধা হবে অর্থনীতিকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে আমাদের প্রাপ্ত কিছু সুবিধা হলো :

ক। অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী হবে।
খ। বিদেশিরা বিনিয়োগ করতে আরও বেশি আগ্রহী হবে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে।
গ। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সঠিকভাবে বেড়ে উঠবে।
ঘ। দেশের বর্তমান GDP ও GNP বৃদ্ধি পাবে।
ঙ। দেশ উন্নত হওয়ার জন্য আরও একধাপ এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে।

উন্নয়নশীল বাংলাদেশ শুধু সুযোগ-সুবিধাই পাবে তা নয়, প্রচুর চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হবে। যেমন :

ক। মুক্ত ও উদার বাণিজ্যনীতি হতে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে।
খ। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হওয়ার ফলে, আর শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সেবা পাওয়া যাবে না। ফলে, রপ্তানিতে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। গার্মেন্টস শিল্প ছাড়াও অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য শিল্প তৈরিতে উদ্যোগী হওয়া এখানে অত্যাবশ্যক।
গ। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হওয়ায় স্বল্পসুদে বৈদেশিক ঋণ পাওয়া আর সম্ভব হবে না। উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হবে।

তাই এ কথা নিশ্চিত যে, ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মকে এখন থেকেই তৈরি হতে হবে।

বেকার ও জনসংখ্যা সমস্যাসহ আরও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি যা খুব আনন্দের। তবে ২০২৪ সাল পর্যন্ত উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমাদের

স্থায়ী উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হতে হবে। শুধু এটুকুই নয়, উন্নত রাষ্ট্র হওয়ার জন্যও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। অব্রাহাম লিংকনের ভাষায়, " স্বপ্নটাকে বড় করে দেখতে হবে।"

এজন্য প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপ দান করা এবং সুখী, দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

তথ্যসূত্র:
উইকিপেডিয়া, বাংলাপিডিয়া ও কালেরকণ্ঠ

'সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয় ।"

- প্রমথ চৌধুরী

ইফতি কথা

ফাতেমা খাতুন,
সহকারী শিক্ষক

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে বুঝতে পারছে না আবিদ। দৌড়ে বলটা ক্যাচ ধরতে গিয়ে কেমন করে পড়ে গেল ইফতি। পড়বি তো পড় ইটের টুকরোর ওপর। দেখতে দেখতে ডানহাতের বুড়ো আঙুলটার নিচ বরাবর কালচে হয়ে ফুলে ঢোল হয়ে উঠল। এরপর ইফতিকে নিয়ে যাওয়া হল ক্লাস টিচার সেলিনা ম্যাডামের কাছে। আবিদ, ইফতি, ফুয়াদ,পঙ্কজ, নিলয়, ইমন এরা সবাই চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। স্কুল ছুটি শেষে স্কুলের বাইরের বড় মাঠটাতে ক্রিকেট খেলতে গিয়েই আজ এই বিপত্তি।

সেলিনা ম্যাডাম ইফতির আম্মুকে ফোন করলেন। এদিকে ইফতিতো কেঁদেই চলেছে। কেউতো আর জানে না ব্যথায় যতটা না কাঁদছে তার চেয়ে বেশি, কাঁদছে আম্মুর ভয়ে। আজ মাসের ২৩ তারিখ। ২৭ তারিখ থেকে তাদের ৪র্থ মাসিক পরীক্ষা শুরু। যেরকম ফুলে গেছে আর হাতটাতো সে নাড়াতেই পারছে না। পরীক্ষা দেবে কেমন করে?

ইফতির আম্মু এসে ইফতিকে নিয়ে দ্রুত চলে গেলেন ডাক্তারের কাছে। এক্সরে রিপোর্টে দেখা গেলো একটা না দুটো আঙুল ভেঙেছে ইফতির। ইনজেকশন হাতে ডাক্তারকে দেখেই চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো ইফতি। আর ডাক্তারও কেমন নিষ্ঠুর রে বাবা!! কতগুলো ইনজেকশন দিল, তারপর কেমন করে হাতের আঙুলে দিল একটা চাপ। এরপর একগাদা ব্যান্ডেজ আর প্রেসক্রিপশনে ওষুধ-পত্র লিখে নিচে লিখলেন- পূর্ণ একমাস বিশ্রাম। তাই দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে ইফতি। আর বলতে লাগলো, আম্মু আমি তো বাম হাতে লিখতে পারি না। আমি পরীক্ষা দেব কেমন করে? ইফতি ভেবেছিল বাসায় এসে আম্মু তাকে অনেক বকুনি দিবে। কিন্তু কই উল্টো আম্মুতো কাঁদছে !!!

রাতে খাবার টেবিলে মা ইফতির সাথে কোনো কথা বললেন না। ইফতি দেখলো মার চোখ মুখ কেমন ফোলা ফোলা। মা অনেক কষ্ট পেয়েছে। অন্যদিনের মতো আজ ইফতি মোটেও

কোনো বায়না ধরল না–আর খাব না, এটা খাব না ওটা খাব না–একথাও বলল না। মা সবজি, মুরগির মাংস আর ডাল দিয়ে ভাত মাখিয়ে ইফতিকে খাইয়ে দিলেন। এরপর ওষুধ খাইয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। পছন্দের টম ও জেরি দেখতে দেখতে ইফতি কখন ঘুমিয়েছে বুঝতেই পারেনি।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ইফতি বুঝতে পারল হাত ভাঙার কত যন্ত্রণা! হাতে ব্যথা তো করছেই ইফতি বাথরুমে তো একা যেতে পারছে না! দাঁত ব্রাশ করবে কেমন করে? মা নিশ্চয়ই রান্না ঘরে। ডিম ভাজির সুন্দর ঘ্রাণ আসছে তার নাকে। বাবা অনেক রাতে বাসায় এসেছে। তার পাশে শুয়ে আছে তখনো ঘুমে। গলার সঙ্গে হাত কেমন করে যেন ঝোলানো, হাত সোজা করা যায় না ব্যথা লাগে। ইফতি মার পেছনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো। মার সাহায্য নিয়ে ইফতি হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে খাবার টেবিলে এলো। মা ইফতিকে সব্‌জি খিচুড়ি আর ডিমভাজি দিয়ে নাস্তা খাইয়ে দিলেন। ততক্ষণে বাবাও নাস্তা করতে চলে এলেন। এসেই বললেন-দেখলে তো আম্মুর কথা না শুনলে কী হয়? আর যাবে না খেয়ে দুপুরের রোদে ক্রিকেট খেলতে? ইফতি মুখে কিছুই বললো না, শুধু দু'পাশে মাথা নাড়ালো।

এরপর বাবা অফিসে চলে গেলেন। মা এসে ইফতিকে একটা ঈশপের গল্পের বই দিয়ে বললেন-শুয়ে শুয়ে দুদিন গল্পের বই পড় তারপর আস্তে আস্তে স্কুলের পড়াশুনা শুরু হবে। ইফতির প্রথমে অনেক মন খারাপ হলো এরপর আধশোয়া হয়ে গল্পের বই পড়তে লাগলো। একে একে দুটো গল্প পড়ে ফেললো ইফতি।

দ্বিতীয় গল্পটা হলো এমন-

সোনালি, রূপালি আর গোলাপি তিন বোন। এর মধ্যে সোনালি খুব দুষ্টু আর চঞ্চল। সুন্দর সুন্দর পাখা আর লেজের জন্য তার গর্বের সীমা নেই। রূপালি আর গোলাপি কিন্তু খুব লক্ষ্মী। সবসময় মা-বাবার কথা মেনে চলে। মা-বাবা প্রতিদিন তাদের স্কুলে নিয়ে যান। সেখানে শেখানো হয় দু'পেয়ে দৈত্যগুলো কেমন করে বিচিত্র সব ফন্দি এঁটে তাদের মতো মাছদের ধরে নিয়ে যায়। তারা তাই সবসময় সতর্ক হয়ে চলে। একদিন এক জরুরি কাজে বাবা-মা দূরে গেলেন।

“

বাগানের বাইরে যেন না যায়। আর মজার কোন খাবার দেখে যেন লোভ না করে। নইলে কিন্তু ভীষণ বিপদ হয়ে যাবে। ‘মজার খাবার মানেই টোপ’

”

যাবার সময় বলে গেলেন, ঘরে যে খাবার আছে তাই যেন খেয়ে নেয়। তাদের বাগানের বাইরে যেন না যায়। আর মজার কোনো খাবার দেখে যেন লোভ না করে। নইলে কিন্তু ভীষণ বিপদ হয়ে যাবে। “মজার খাবার মানেই টোপ”। এদিকে সোনালিটাতো খুব চঞ্চল। বাবা-মার কথা ভুলে গিয়ে চুপ করে বাগানের বাইরে খেলতে চলে গেলো। খেলতে খেলতে তার ভীষণ খিদে পেলো। সে ভুলে গেলো বাবা-মার বারণ। হঠাৎ সে দেখতে পেলো ঝোপের ধারে কী সুন্দর খাবার! কী চমৎকার ঘ্রাণ বেরুচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে খাবারটা গিলে ফেলেলো। এরপর তার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরে দেখলো সে একটা কাচের বাক্সে বন্দী। চমৎকার সাজানো গোছানো বাগান যেন। কিন্তু কোনো প্রাণ নেই সব নকল। বাড়ির কথা, মা-বাবার কথা, দুই বোনের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলো সে। কিন্তু বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেল না। দিন-রাত বাবা-মা-বোনদের কথা চিন্তা করতে করতে সে পাগল হয়ে গেলো। এখন সে কিছুই মনে করতে পারে না। দু'সেকেণ্ড পরেই চারপাশের সবকিছু তার কাছে নতুন মনে হয়। সেই থেকে সোনালি মাছ অর্থাৎ গোল্ডফিশের স্মরণশক্তি মাত্র দুই সেকেন্ড!

গল্প দুটি পড়ে ইফতি খুব মজা পেলো। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। গোল্ডফিশ বাবা-মার কথা শোনেনি তাই সে বিপদে পড়েছে। ইফতি ভাবতে লাগলো সে মাসিক পরীক্ষা দিতে পারবে না, মাসিক পরীক্ষা না দিতে পারলে এবার বার্ষিক পরীক্ষাতে মেধা তালিকায় তার স্থান হবে না। পরীক্ষা না দিতে পারার কষ্টে তার আবার কান্না পেল। চোখ মুছে বইটা টেবিলের ওপর রেখে ড্রয়িং রুমে গেল ইফতি। মার কাছে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এরপর আস্তে আস্তে বলল–আমি আর না খেয়ে দুপুরের রোদে খেলা করব না। সবসময় তোমার কথা মেনে চলব। তোমার সব উপদেশ মেনে চলব। মুচকি হেসে মা বললেন-আমার ইফতি বাবু তো অনেক লক্ষ্মী। শুধু মাঝে মাঝে কথা শোনে না। জানো তো মা-বাবার কথা যারা শুনতে চায় না, মানতে চায় না তারাই বিপদে পড়ে। আর যারা শুনে ইফতি উত্তর দেয়, ওরা ভালো ছেলের মতো ভালো থাকে।

আমার স্কুলবেলা

রোকসানা বেগম
সিনিয়র শিক্ষক

স্মৃতিকথা লেখা হল, নিজের সাথে নিজের কথা বলা। লেখার সময় যে লেখে সেই হাসে সেই কাঁদে।

জীবনটাকে যদি একটা ঘরের সাথে তুলনা করি তাহলে ঘরটার সবচেয়ে সুন্দর কোণটা হলো স্কুল জীবন। না না ভুল বললাম, সবচেয়ে সুন্দর কোণটার নাম আমার স্কুল বেলা। যতই বকাঝকা, শাস্তি আর ডায়রির পেছনে অভিভাবকের জন্যে শিক্ষকের দেয়া নালিশ লেখা হউক না কেনো, তবু নীল-সাদা ইউনিফর্মে মিশে থাকত অন্য জগৎ। দেখতে চিকন কিন্তু বিশাল বিচ্ছিরি মাপের স্কুল সিলেবাসটি খুব প্রিয় ছিল। যাকে আব্বু-আম্মুর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে ড্রয়ারের অনেক বই খাতার নিচে চাপা দিয়ে রাখার মধ্যে একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি কাজ করতো। প্রায় সময়ই অন্য ক্লাসমেট থেকে আমার জন্যে সিলেবাস বইটা আব্বু কপি করে আনতো। আর বছর শেষে ফেরিওয়ালাকে কাগজ দেবার সময় মিলতো আমার অপ্রিয় সিলেবাস বই।

স্কুল জীবনে পরীক্ষা মানেই ছিল টেনশনে হাত-পা ঘেমে যাওয়া, বারবার পানি খাওয়াসহ আরো অনেক কিছু। দুঃস্বপ্ন দেখতাম–হয় সিদ্দিক স্যার পরীক্ষায় গার্ড পড়েছেন, নয়তো ড্রইং স্যার আমাকে কোয়েশ্চান পেপার দিচ্ছেন না–এদিকে আমি ভয়ে সারা! সাধারণ গণিত পরীক্ষা তিন ঘণ্টার। হলে ঢোকার আগে আইরিন বলে গেল, ‘উত্তর না মিলায়ে বের হবি না।’ ঠিক দুই ঘন্টা পরে দেখি রুমের সামনে দিয়ে খুব ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে আসছে আইরিন। ইশারায় বললো–বাথ রুমে আয়। উত্তর মিলানোর কাজটা বাথরুমে গিয়েই শেষ করলাম। সে যাই

“

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের ৪নং ব্যাচের স্কুল জীবনের শেষ দিন ছিলো। ছুটির ঘণ্টাটা সেদিন যে এতো কাঁদাবে বুঝি নি।

”

হোক, কোনো মতে পরীক্ষাগুলো শেষ হলেই বাঁচতাম তখন।

আমাদের ক্লাসে দুইটা শুভ ছিল। একটাকে ডাকতাম ন্যাড়া শুভ, নিয়ামুল থেকে ন্যাড়া। অযৌক্তিক কিন্তু এটাই নাম ছিল। খুব ভালো গল্প বলত। ক্লাসে স্যাররা এসেই ডাকতো– নিয়ামুল কাদির। আর সেও কোথা থেকে যেন কি সব গল্প আমদানি করত যা ঠিক ৪৫ মিনিটে শেষ হতো। যারা এটা সোজা মনে করছেন, তারা ৪৫ মিনিট দাঁড়িয়ে একটা গল্প বলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কাজটা এতো সহজ না।

সবচেয়ে ভালো লাগতো জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের সময়টা। ঈদ ঈদ লাগতো যখন ইংরেজি বা গণিত ক্লাস মাত্র শুরু হচ্ছে আর বড় মাঠে প্যারেডের রিহার্সেলের জন্যে আমাদের ডাক পড়তো। সবাই হৈচৈ করে ক্লাস থেকে বের হয়ে যেতাম। আহা! পরীক্ষাগুলো ঘনিয়ে আসলেই সব ঈদ ঈদ উধাও হতো। আর রেজাল্টের দিনগুলো ছিলো যেন পুলসিরাত। প্যারেন্টস ডে থেকে ফেরা রিপোর্ট কার্ড হাতে আব্বুর মুখটা দেখলেই–উফফ! সব সূরা-কালেমা ঠোঁটের ডগায় থাকতো আর নেক্সট টাইম থেকে ঠিকমত পড়বার মানত মনে মনে কত করেছি যে তার ইয়ত্তা নেই।

স্কুলে থাকাকালীন পিটি স্যারের বাঁশির ফুঁ তে আরামে দাঁড়াও, সোজা হও করাটা ছিল রোজকার রুটিনে থাকা ভাতের সাথে তরকারি-ডালের মতন। স্যার এটা করাতেনই আর আমরা এটা করে ঘর্মাক্ত শরীরে প্রথম ক্লাসটা করতাম বিরক্তি ভরে।

পুরো স্কুল জীবনে সবচেয়ে লোভাতুর ক্লাস কোনটা? কেউ জিজ্ঞাস

করলে বলতে দেরি হবে না, নরেশ ভুঁইয়া স্যারের নেওয়া বাংলা ক্লাস। সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকতাম স্যারের ক্লাসের জন্য। সোবহান স্যারের বাংলা ক্লাসগুলোও খুব প্রিয় ছিল। এখনো চোখ বুজলে সে সময়টা অনুভব করতে পারি।

ইংরেজি বিষয়টার প্রতি আমার ভীষণ আগ্রহ ছিল। আর এর প্রতি আরো আগ্রহ বাড়িয়েছেন সুধীর স্যার। ছেলে আর মেয়েদের মাঝে প্রতিযোগিতা তৈরি করে ইংরেজির মত কঠিন বিষয়টাকে সহজ করে দিয়েছিলেন তিনি। তার সেই মজাদার উক্তি 'মানুষ মাত্রই ভুল'–যেন এখনও কানে বাজে। যে কোনো ছাত্রের জন্য বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকারমত প্যাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সেই প্যাড়াকে আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন প্রয়াত ইউনুছ স্যার। স্যারের ক্লাসে আমরা কেউ গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে পারতাম না। বসলেই স্যার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতেন–কিসের চিন্তা করিস? বউ মারা গেছে নাকি? সকালে বাজার করিস নাই?

প্রিন্সিপাল স্যার এবং স্যার ম্যাডামরা শাসনে রাখতেন বলেই স্কুল পালানোর সাহস স্কুলজীবনে হয়নি। তবে ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে বাথরুমে বসে থাকার কারণে শাস্তিও পেয়েছিলাম অনেকবার। শ্রদ্ধেয় মনজুরুল স্যার, নূর মোহাম্মদ খায়ের স্যার, নাজমা আপা, আফরোজা আপা, মাহফুজা আপা, শাহ আলম স্যার, জাহার বানু আপা, রউফ স্যার কার কথা বাদ দিয়ে বলবো, সবাইতো তাঁদের জীবনের অর্ধেক সময়ই আমাদের জন্যে দিয়ে দিয়েছেন।

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের ৪নং ব্যাচের স্কুল জীবনের শেষ দিন ছিলো। ছুটির ঘণ্টাটা সেদিন যে এতো কাঁদাবে বুঝি নি। স্কুল বেলার প্রতিটা মুহূর্ত যে, জীবনে কতটা আনন্দময় ছিলো, সেটা এখন যখন জীবনের নানান জটিলতার হাত থেকে একটু ছাড়া পেতে চোখ বুজি তখন উপলব্ধি করতে পারি। এখন ঘুমের ঘোরে দেখি-আমি স্কুলে নীল-সাদা ইউনিফর্মটায় ক্লাস করছি কিংবা সামনে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাক বোর্ডটায় খায়ের স্যার জটিল কোনো ম্যাথ সল্ভ করে দিচ্ছেন।

কল্পকাহিনী

আবিষ্কারকই রক্ষক

সুমাইয়া পারভীন রাইসা
শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ক, রোল: ১৪

এই তেইশ শতকের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হল 'মানুষ ও রোবটদের মহাযুদ্ধ'। রোবটেরা চায় মানুষের মতো কিছু মৌলিক অধিকার। তাদের মতে, 'রোবটেরা মানুষ দ্বারা সৃষ্টি হলেও এখন তারা মানুষের চেয়ে কিছু অংশে কম নয়। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তারা মানুষের চেয়েও বেশি দক্ষতা ও কৌশল দেখাতে সক্ষম'। আর অপর দিকে মানুষেরা এই কথার সমর্থন করে না। তারা মনে করে–'রোবটেরা যন্ত্র হয়ে কোনো দিনও উচ্চ মেধা সম্পন্ন মানুষের সমান হতে পারে না। আবিষ্কার কখনো আবিষ্কারকের সমান হতে পারে না।'

এই তর্ক বিতর্কের মধ্যেই শুরু হয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে কখনো মানুষ দখল করছে রোবটদের এলাকা, আবার কখনো রোবটেরা দখল করছে মানুষের এলাকা। এরই ধারাবাহিকতায় আজ রোবটদের লক্ষ্য কিস্ট্রালসিটি। রোবটদের যে দলটি এই শহরে এসেছে তারা বেশ শক্তিশালী। তাদের সাথে আছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার গান, নিউক্লিওব্লাস্টার ও মিনি স্যাটেলাইট। মিনি স্যাটেলাইট দিয়ে তারা এই শহরের প্রতিটি মানুষের উপর আলাদা আলাদা করে নজর রাখছে। কিন্তু তাই বলে মানুষেরা দমবার পাত্র নয়। তাদের কাছেও বেশ কিছু আধুনিক অস্ত্র আছে। এই শহরের মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে আছে 'কুশান'। পাঁচ জন বিজ্ঞানিকে নিয়ে সে একটি বিরোধী দল তৈরি করে। রোবটদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার মতো ক্ষমতা না থাকলেও তাদের আক্রমণের গতি কিছুটা কমিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা এই দলটির আছে। তাই কুশান শহরের বাইরে দেশের সবচেয়ে বড় প্রতিরোধক বাহিনীকে খবর পাঠায়। রোবটদের আসার আগেই তাদের আসার কথা থাকলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত তারা এখনো এসে পৌঁছতে পারে নি। অন্যদিকে রোবটেরা এই অঞ্চল প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। কুশানের টিম তাদের দমাতে পারেনি। এখন কুশান ও তাদের দল রোবটদের হাতে বন্দী। রোবটদের দলনেতা কুশানের মাথার দিকে তাক্ করিয়ে একটি লেজার গান ফিট করে রেখেছে। ট্রিগারটি টেনে দেওয়ার সাথে সাথে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে কুশানের সারাদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। লেজার গানটি অন করার ঠিক আগে রোবটদের দলনেতা লক্ষ করল কুশান বিড়বিড় করে কিছু বলছে। রোবটদের দলনেতা অবাক হয়ে কুশানকে জিজ্ঞেস করল–

–"তুমি মনে মনে কী বলছ?" এই কথা শুনে কুশানের নিরাশ মুখে একটা হাসির চিহ্ন ফুটে উঠলো। কুশান বলল–

–"আমি আমার আবিষ্কারকের কাছে প্রার্থনা করলাম যেন তিনি আমাকে রক্ষা করেন"। এই কথা শুনে রোবটদের দলনেতা উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করল। সে লেজার গানটি অন করতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হল। কুশানের মুখে হাসি ফুঠে উঠলো। কারণ এটা তাদের ডাকা সেই স্পেশাল প্রতিরোধক বাহিনী। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঠিক উল্টে গেল। এই স্পেশাল প্রতিরোধক বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রোবটদের বন্দী করে ফেলল। এবার রোবটদের হাতে মানুষ নয়, মানুষের হাতে রোবটরা বন্দী হল। কুশানকে শুট করার জন্য যে জায়গায় রাখা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় এখন রোবটদের দলনেতাকে রাখা হল। এবার লেজার গানটি অন করার আগে কুশান লক্ষ করল রোবটদের দলনেতা মনে মনে কিছু বলছে। তাই কুশান তাকে জিজ্ঞেস করল–

-"এবার তুমি মনে মনে কী বলছ"?

রোবটদের দলনেতা উত্তর দিল-

-"এবার আমি আমার আবিষ্কারকের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি আমাকে রক্ষা করেন"।

কুশান অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করল– "তোমাদের আবিষ্কারক!" রোবটদের দলনেতা বলল–"হ্যাঁ। আমাদের আবিষ্কারক! তোমরা আমাদের উদ্ভাবন করেছ। তাই তোমরা মানুষেরাই আমাদের রক্ষাকারী"।

কুশান কোনো কথা না বলে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে লেজার গানটি অন করে দিল আর বলল–

"রোবটদের আবিষ্কারক বড় নিষ্ঠুর। তাই সে তোমাদের রক্ষা করল না।"

গল্প

বন্ধুদের জন্য খোলা চিঠি

ফারহা বিনতে আজহার আদৃতা
শ্রেণি: ১০ম ,শাখা: গ, রোল:৭৬

দেখতে দেখতে চিঠির যুগ শেষ হয়ে গেল। কেউ এখন মোবাইলে টেক্সট থ্রো করা টুইটার বা ফেসবুকে স্টেটাস দেয়া ছাড়া যোগাযোগের জন্য কিছু লিখতে চায় না। বইমেলা বন্ধ হয়ে গেলে মৌলিক লেখালেখিও বন্ধ করেদেন কিনা লেখকেরা, কে জানে?

ছোট্ট একটা কিশোর জীবনেই আমি মাঝে মাঝে সন্ধ্যার নীড় হারা পাখিদের মতো দিকহারা হয়ে পড়ি। সব শেষ হয়ে যাচ্ছে, সব ফুরিয়ে যাচ্ছে, এমন একটা অনুভূতি এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। দশম শ্রেণি মানেই তো স্কুল জীবনের গোধূলীকাল। একটু পর শেষ হয়ে যাবে চপল-কিন্নর স্কুল পাঠের আলো। আমি দু'হাত ভরে স্কুলের বন্ধুদের হৈ, হৈ, ক্লাসের অম্লমধুর খুনসুটি আর উত্তাল এগিয়ে চলাকে হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে রোপন করেছি বলেই কাউকেই হারাতে চাই না জীবন থেকে। তবুও বিগত শ্রেণিগুলোর অনেককেই হারিয়ে ফেলে প্রচণ্ড মন খারাপ নিয়ে আজ লিখতে বসেছি।

ক্লাসের বন্ধুদের থেকে আমার প্রাপ্তির শেষ নেই। তাদের সবার কাছেই কোনো না কোনো ভুল হয়ে গেছে আমার। কোনোদিন ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি, কোনোদিন ক্ষমা চাওয়া হয়নি এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে বন্ধুদের ঘিরে। প্রত্যেককে নিয়েই মস্ত মস্ত চিঠি লিখে রাখা দরকার। কিন্তু তা কি করে সম্ভব এই সীমিত জার্নালে! তাই দশম শ্রেণির 'গ' শাখার প্রতিদিনকার বন্ধুদের জন্য কৃচ্ছ সাধন করে লিখেদিলাম এই খোলা পত্রখানি। ঘটনাক্রমে কিছু শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কথা, প্রিয় প্রতিষ্ঠান চত্বরের আবহ এসে গেছে অবধারিতভাবে। আর লনের বাগানের উপর ওরকম একটুকরো আকাশ নাহয় গাঢ় হয়ে থাকলোই, কি বলিস বন্ধুরা?

হ্যাঁ। আমার পত্র লিখনেই ফিরে যেতে চাই আমি। কার কথা দিয়ে শুরু করি? অ্যাসেম্বলির পাট চুকিয়ে ক্লাসে ফিরে প্রত্যহ মুখোমুখী হই একটা খোলা মাঠের মতো বন্ধু ক্যাপ্টেন শিফার। বন্ধুরে! তোর বিশুদ্ধ বাঙালিয়ানা শাসন আর হুইপের কথার চাবুক আমার দারুণ লাগে! তুই কিন্তু সবারই বড্ড আপন। ভালো থাকিস সারাটা জীবন।

"এন আর স্যারের 'বেহায়া-বেশরম-বেতমিজের' দল শান্ত হয়ে বসার পূর্বেই চোখে পড়ে যায়," "লালজুটি কাকাতোয়া জয়া" তোকে। বিজয়ের জন্যই যেন জন্মেছিস। তুই হয়ত জানিসনা এ ক্লাসের সব্বাই একটু বেশিই ভালোবাসে তোকে! হাটি হাটি পা পা থেকে শুরু করে ইচড়ে পাকা পর্যন্ত সবার কাছেই তুই CPSCMian!

বিজ্ঞান চেতনাধারী বন্ধু নোভা! তোর বুদ্ধিমাখা চোখে তাকিয়ে আমি ঠিক ঠাক কথা বলতে পারিনা। তোর বিশ্বাস জগতের তিন মূল্যবান D, যেমন–Discipline, Diet, and Dose নিয়ে তুই অনিবার্য সাফল্য ছিনিয়ে আনবিই এ আমার প্রার্থনা।

বন্ধু ঐশি-১! তোর লুক্কায়িত দুষ্টুমী আমাকে আন্দোলিত করে সব সময়। তোর সেই সেই বিখ্যাত বিখ্যাত গান আমি ভুলবোনা কোনোদিন।

"জারিন চারু" আমাদের নীলাবতী! একটু অভিমানী নাহয় থাকলিই আমাদের এই বয়ঃসন্ধির যুগে। তবে এটাকে কিন্তু রাগে রূপান্তর ঘটাসনে দোস্ত।

মৌমাছি মৌমিতা! 'ট' ভাষার মিষ্টি বন্ধুটি আমার! জনপ্রিয়তার একদম শীর্ষে তুই। আমাদের অন্যতম বন্ধন হয়েই তুই থাক!

"সামিয়া জাহান।" তুই সারা জাহানের "প্রতিবেশী, মহারাণী।" তোকে আহ্লাদি মানি। আর সযত্নে গড়া তোর নখের বাহার, বলে দেয় তুই দ্রুত বড় হয়ে যেতে চাস। তোদের অক্টোপাস বন্ধনের একটু ডানে নয় একটু বায়ে বসতে দিলি আমাকে!

"সাইমা"। ক্লাস সিক্সে যখন প্রথম এই স্কুলে ভর্তি হলাম, তোর ক্যাপ্টেন্সিতে একেবারে বন্ধু হয়ে গিয়েছি। অন্য ক্লাশ থেকে টেবিল-চেয়ার এনে বসিয়েছিলি এই নবাগতকে। মনে পড়ে? তোর ওই বন্ধুত্বের কথা ভুলবোনা। সবাইকে সহজ করে নেবার ওই গুণটা আরও দীপ্তিময় হোক প্রার্থনা করি।

"কেশবতী নিশাত"! ক্লাসে তোর কুটুর কুটুর আমি কিন্তু দারুণ উপভোগ করি। তুমি নহে মোটেই শান্ত হে, চঞ্চলা অনন্য বন্ধু আমার। ভালো থাকো।

"নওশীন"। তোর মুক্তমনা কথায় ওই আহ্লাদি টান আমাকে দারুণ টানে। তোর কথার মতই তুই অপূর্ব। তোর ভালো চাই সর্বদা।

"সুমি ওরফে ওমেক।" জ্যাকসন ফ্যান এই গুডি ওম্যান, তুই আমার আনন্দময় ক্লাস টেন। বিল্লি-টিল্লি নিয়ে একটু নয় কমই ভাবলি। বুঝিসই তো অসুখের সময় অসময় নেই।

চাঁদের মতো নিশ্চুপ হয়ে তোর কথা শুনি, "লুনি"। তুই যেন চাঁদেরই প্রতিরূপ। বলছি যে, শুধু বন্ধুদের কথা না শুনে, কানে কানেও তো বলতে পারিস কতো কথা, তাই না?

জান্নাত রে! রবিঠাকুরের–"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও" গানটি বুঝি তোর আর রিজোওয়ানা চৌধুরীর জন্যই। তোরা হাসতে থাক, সুন্দর থাক সারাটা জীবন।

মীম তোর আর ঐশী-২ এর সহবত আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। পড়ার প্রতি মীমের আগ্রহ আমাকে উৎসাহিত করে। আর ঐশী-২, তোর মুঠোফোনের মতো ফিসফিস কথা ড্রামাটিক করে তোলে চারদিককে। তোরা ভালো থাক।

"নির্জন।" তোর আর সুমির আনন্দ ভাগাভাগিতে মাঝে মাঝে ঈর্ষা হয়রে! মনে হয় যদি জানতে পারতাম কি নিয়ে অতো উচ্ছলতা ওই দুইয়ে!

সুরেলা কণ্ঠী "মাসফিয়া"। তুই সহজেই আপন করে নিস্ সবাইকে। আর "অর্ণা"। তুই আমাদের"Mood on" ঔষধ। উপস্থিত অসাধারণ রসবোধের কারণেই তুই অনন্যা, আমাদের "টমবয়টি"!

সাইমার সর্বদা হন্টনের নিত্য জুটি "নাজিয়া" বা "অর্ণি"। তোদের পিছু নিয়ে আমি হয়রান হয়েও হয়তো ছুঁতে পারবো না তোদের। তোরা এভাবেই আলোর পথেই ছুটতে থাক।

ক্লাস ক্যাপ্টেন রিফাত, তোর আচরণ এবং মনিটরিং খুবই চমৎকার। তুই ক্যাপ্টেন শব্দটার মান আরও উজ্জ্বল করবি আশা করি।

বই পড়ুয়া 'সাগর' ও ক্লাসে গরগর করে পড়া বলতে পারা "আপন" তোমাদের ক্লাসে দেখে অনুপ্রাণিত হই নতুন কিছু করার। তোমাদের গন্তব্য সফল হোক।

"মজার ছেলে সিয়াম, নো মাইন্ডেড বয় নাফি, সুমালিয়া মার্জুক ও সাকিব আমিন–ওরা লাস্ট বেঞ্চের গ্যাংষ্টার। দুষ্টুমিই যাদের ধর্মে-কর্মে হয়ে আছে একাকার। চালিয়ে যাও বৎসরা"।

"মুজিব ভাই আসিফ", মাত্রাতিরিক্ত ভদ্র। কম কথার সৎ মানুষ। কম্পিউটার এক্সপার্ট।

"তারেক আর সানি" নবাগত, ব্যাকবেঞ্চের হয়েও লেখাপড়ায় কিন্তু নো কমপ্রোমাইজ!

"আবু বকর সিদ্দিক ফাহিম" ও আমাদের প্রিয় "ছুড় ভাই" ওরফে বকর। ভদ্রতা আর দুষ্টুমির বিরল সমন্বয়ে গড়া "কবুতর বন্ধু"।

গণিতবিদ নাফিস করিম চির পার্টিসিপেটরি; সৃষ্টির ভাবুক! এখনো নিজের প্রতিভার প্রতি রেখেছে গভীর বিশ্বাস।

এইসব দেয়াল বন্দী বন্ধুদের বাইরে আরও দুই বন্ধু আমার "ক" শাখার "সেমন্তি" ও "খ" শাখার "প্রিয়ন্তি"। "ক" এর জন লেখাপড়ার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন অনন্য প্রতিভাও। তুই আমার ক্লাশ অবসর আর টিফিন ক্লাসের বিবিধ তত্ত্ব আর সংগীত উপদেষ্টাও। তোর দিকে তাকালেই আমার এটা সেটা শেখা হয়ে যায়।

'খ' শাখার প্রিয়ন্তি ওরফে আদিবা সেই জন যে কিনা এলেন, দেখলেন এবং জয় করে নিলেন। 'ছাত্র নং অধ্যয়নংতপ:, তোর প্রতিটি মুভমেন্ট যেন তাই বলে।

সব্বাইকেই খুব-খুব-খুব ভালোবাসি।

এতো গেল সহপাঠী বন্ধুদের কথা। আরও কিছু বিশাল বন্ধু জগৎ রয়েছে আমাদের; অন্য অর্থে! অন্য নামে যাদেরকে শিক্ষক বা গাইড হিসেবে ডাকা হয়। তাঁদের বন্ধুত্বতার একটু কথা না হয় বলেই ফেলি।

নিজের সন্তানের মতোন করে তীক্ষ্ম নজর দিয়ে আমাদের আগলে রাখা নুরুর রহমান স্যার, এক বৃহৎ প্রাণ আমাদের বেহায়া, বেশরম, বেইজ্জত বা তাঁর কঠোর-কোমল শাসনে শুদ্ধ হতে শিখছি।

"হুম", সমস্যা"–বলেই নতুন উপাত্তের দিকে ছোটেন রোকন স্যার।

"বুঝেন নাই জনগণ ?" –বলা মনোয়ার স্যার আমাদের 'গ' জনতার নেতা।

"হাত নিশপিশ"–খালেদা ম্যাডাম আর অবনী স্যারের "শয়তানের দল" আখ্যান আমাদের ভূষণ বিশেষ। নুরুল ইসলাম স্যারের হরলিকস্ কাহিনী, বিদ্যুৎ স্যারের "বোঝো নাই ব্যাপারটা", রেহানা ম্যাডামের "নিরালা, নিরালা জুম" মনে থাকবে সারাটা জীবন।

মনে থাকবে মাহবুবা ম্যাডাম ও নাছির স্যারের "লেখার জন্য প্রত্যাশা" ফয়জুর রহমান স্যারের বই পড়ায় উৎসাহ দান। মনে থাকবে ফৌজিয়া ম্যাডামের স্মিত মুখরতা, সোহাগমনি ম্যাডামের গানের অনুপ্রেরণা, সারোয়ার স্যারের "হিন্দি গান"। মৌমিতা ম্যাডামের পড়ানো সুন্দর নিয়মগুলো ভুলবোনা। প্রিয় চত্বরের রসায়নবিদ রাজিব স্যার ও আতিক স্যারের সূত্র সম্ভার আমাদের শেকড়কে আরও মজবুত করেছে। ইমতিয়াজ স্যারের সেই মুঠোবন্দী চকোলেটগুলো ভুলবোনা। অধ্যক্ষ স্যার ও হেডমাস্টার ও ভিপি স্যারকেও ভুলবোনা কোনোদিন। সেই ক্লাসরুমগুলো, সেই অডিটরিয়াম, সেই অ্যাসেম্বিলির জাতীয় সংগীত মিস করবো। হয়তো আমাদের পদচিহ্নগুলো এক সময় মুছে যাবে। ব্যবহৃত চেয়ার-টেবিলগুলোতেও লাগবে নবাগতদের স্পর্শ। তবুও অনিবার্য অধ্যায় হয়ে জীবনের পাতায় পাতায় থেকে যাবে এ স্মৃতিগুলো। ভুলবোনা জাতীয় দিবসসমূহের অনবদ্য আয়োজনগুলো। ভুলবোনা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজকে।

যে ভুলে ভুলুক কোটি মন্বন্তরে, আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না।

যে ভুলে ভুলুক কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না।

ধৈর্য

রিয়াজুল মুনির রিয়াদ
শ্রেণি-দ্বাদশ, শাখা-ঘ, রোল-১৫৬

একটি জরুরি সার্জারির জন্য তাড়াহুড়া করে এক ডাক্তারকে হাসপাতালে ডেকে পাঠানো হল। তিনি তড়িৎ গতিতে হাসপাতালে পৌঁছেও গেলেন। হাসপাতালে ঢুকেই তিনি নিজেকে দ্রুত প্রস্তুত করে নিলেন সার্জারির জন্য। সার্জারির ব্লকে গিয়ে দেখলেন ছোট একটি ছেলে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আর তার বাবা অস্থির হয়ে এখানে ওখানে পায়চারি করছেন ডাক্তারের অপেক্ষায়। ডাক্তারকে দেখামাত্র লোকটি চেঁচিয়ে উঠলেন,

–"আপনার আসতে এত সময় লাগে? দায়িত্ববোধ বলতে কিছু আছে আপনার? আপনি জানেন আমার ছেলে এখানে কতোটা কষ্টে আছে?"

ডাক্তার সামান্য মুচকি হেসে বললেন,

–"আমি দুঃখিত আমি হাসপাতালে ছিলাম না, বাসা থেকে তাড়াহুড়ো করে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। এখন আপনি যদি একটু শান্ত হন আমি আমার কাজটা শুরু করতে পারি।"

লোকটি এবার যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন ঝাঁঝালো স্বরে বললেন,

–' ঠান্ডা হব? আপনার সন্তান যদি আজ এখানে থাকতো? আপনার সন্তান যদি আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকতো, তবে আপনি কী করতেন? শান্ত হয়ে বসে থাকতেন?"

ডাক্তার আবার হাসলেন আর বললেন,

–'ডাক্তার কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করতে পারেন না। আপনি আপনার সন্তানের জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।"

লোকটি পুনরায় রুক্ষ স্বরে বললেন,

–'অন্যকে উপদেশ দেয়া খুবই সহজ। আপনার এমন পরিস্থিতি হলে আপনি বুঝতেন। সন্তানের জন্য বাবার মানসিক অবস্থা কেমন হয়।"

এরপর কোন কথা না বলে একটু হাসি দিয়ে ডাক্তার সার্জারির রুমে চলে গেলেন। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা পর ডাক্তার হাসি মুখে বের হয়ে আসলেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন,

–"স্রষ্টাকে ধন্যবাদ। আপনার ছেলের অপারেশন সফল হয়েছে"

এরপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলে উঠলেন,

–'আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে নার্সকে জিজ্ঞেস করুন।'

বলে তিনি চলে গেলেন।

এরপর লোকটি নার্সকে বললেন,

–"এই ডাক্তার এত নিষ্ঠুর কেন? তিনি কি আর কিছুক্ষণ এখানে থাকতে পারতেন না? আমি ওনাকে আমার সন্তানের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতাম।"

তখন নার্স শান্ত গলায় বললেন,

–'ডাক্তারের একমাত্র ছেলেটি আজ সকালে মারা গেছেন রোড এক্সিডেন্টে। তিনি আপনার ফোন পেয়ে তাঁর ছেলেকে কবর দিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে এসেছেন'।

এবার লোকটির দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। ঝাঁপসা চোখে দেখলেন, একজন সন্তান হারানো বাবার নিজের শূন্য ঘরে ফিরে যাওয়ার দৃশ্য।।

প্রবোধ

আফসারা তাসনীম (সারা)
শ্রেণি-১০ম, শাখা-ক, রোল-২৪

আমি এ পরীক্ষায় ফেল করেছি। গণিতে। বলেই নিলয় মাথা নিচু করে কান্না করতে থাকলো। বাবা নিলয়কে কিছু বললো না। দুজন অন্ধকারে হাঁটছে। হঠাৎ বাবা বলে উঠলো...

সবুজ রঙের স্পিনারটা ঘোরাতে ঘোরাতে আনমনে মাথা নিচু করে বসে থাকে নিলয়। চারদিকে নিরবতা। সে স্পিনারটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হলো। শব্দটায় সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো। তার ভয় পাওয়া মুখটা দেখে নিশি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

"ভাইয়া ভয় পেয়েছে" বলে একদৌড়ে চলে গেলো।

নিলয় কোনো কথা বললো না। নিশির প্রতি রাগটা চেপে আবার স্পিনারটা ঘোরাতে লাগলো। পরিবেশটা আবারো স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগলো। স্পিনারের দিকে তাকিয়ে অনেকটা আনমনা নিলয়ের হঠাৎ মনে হলো তার পায়ের কাছে কিছু একটা আছে। হালকা ঘোরে মনে হতে লাগলো একটা কোনো গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। কিছু একটা তার পাকে স্পর্শ করলো। চশমা ছাড়া অস্পষ্ট দেখতে পেল, চিকন হাতের মতো কিছু একটা তার পায়ে হাত দিয়েছে। সে ভয় পেয়ে লাফিয়ে চেয়ারে উঠে দাঁড়ালো। নিশি এবার জোরে জোরে হাসতে লাগল। চশমা পরতেই নিলয় দেখলো নিশির নতুন এলসা পুতুল। সে এবার রাগে লাল হয়ে পুতুলের ব্যাটারি দুটো খুলে রেখে দিলো। নিশি চুপচাপ চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর নিলয়ের মনে হলো তার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। পাশে নিশির দিকে তাকাতেই সে চমকে উঠলো। পরীক্ষায় ফেল করা খাতাটা নিশির হাতে। টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে নিলয় চুপচাপ

ব্যাটারি দুটো দিয়ে দিলো। নিশি দাঁত বের করে হেসে দিয়ে বললো,

"ভাইয়া ডেইরি মিল্ক খাবো।"

নিলয় বললো, "আচ্ছা। কাল এনে দেবো।"

নিলয়ের ফোনটা বেজে উঠল। তার এক বন্ধু রেজাল্ট জানতে চাইছে। সে ফোন রেখে উঠে বেরিয়ে পড়লো। ঘন কুয়াশার মাঝে বাড়ির বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকলো। হালকা অন্ধকারে মনে হতে লাগলো সে খারাপ ছাত্র হয়ে গেছে। আর কী হবে জীবনে ? নিজেকে খুব বাজে ছেলে মনে হতে লাগলো। একা হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে পানি চলে আসলো। হঠাৎ লোডশেডিং। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলো। বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চোখ থেকে দুফোটা পানি মাটিতে পড়লো। হঠাৎ মনে হলো তার কাঁধে কেউ হাত রেখেছে। অন্ধকারে শিউরে উঠলো সে। পেছনে তাকিয়ে দেখলো তার বাবা। বাবা তার দিকে তাকিয়ে তাকে কাছে টেনে নিলো।

"কি হয়েছে নিলয়ের? হুম, চোখে পানি কেনো?"

নিলয় কোনো কথা বললো না। অন্ধকারে হাঁটতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর নিলয় বলে উঠলো,

-বাবা!

-হ্যাঁ বলো।

-আমি না তোমাকে বলি নি।

-কী বলো নি?

-'আমি এ পরীক্ষায় ফেল করেছি। গণিতে।' বলেই নিলয় মাথা নিচু করে কান্না করতে থাকলো। বাবা নিলয়কে কিছু বললো না। দুজন অন্ধকারে হাঁটছে। হঠাৎ বাবা বলে উঠলো,

-একটা গল্প শুনবি?

নিলয় বললো, 'শুনবো।'

বাবা বলতে থাকলেন–

তখন এমনই শীত ছিলো। হয়তো এর চেয়েও বেশি। আমার এইচ এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো ভোরে। উঠে দেখলাম, মা জায়নামাজে বসে কাঁদছেন। আমি না দেখার অভিনয় করে শুয়ে পড়লাম। ঘুমুতে না পেরে এপাশ ওপাশ করছিলাম। ইংরেজি পরীক্ষা বেশ খারাপ দিয়েছিলাম। ভয়ে ভয়ে কলেজে গিয়েছিলাম রেজাল্ট আনতে। যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। আমি বাদে সবাই স্টারমার্ক। বাড়ি ফিরতেই বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললো,

-কী পেয়েছিস? স্টারমার্ক?

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মা কিছু না বলে ভেতরে চলে গেলেন। মধ্যবিত্ত সংসার ছিলো, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রাতে বাবা ডেকে বললেন,

–'তুমি রেজাল্ট যা করেছ, তাতে ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হতে পারলে তোমাকে তুলে ধরার সামর্থ আমার নেই।' তিনমাস খুব পড়লাম। ঢাকার ভেতরই ছিলাম বলে খুব একটা সমস্যায় আমাকে পড়তে হলো না। শুধু পরীক্ষার হলে ঢোকার সময় দেখলাম অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ভীড় ঠেলে হলে ঢুকছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কোথাও চান্স হয়নি। খুব কাছের বন্ধু ছিলো রাকিব। তার প্রথম বারই বুয়েটে চান্স হয়ে গেলো। বন্ধু মহলের সবাই খুব ভালো ভালো জায়গায় চলে গেলো। পড়ে থাকলাম কেবল আমি! এক বছর আবারো পড়ার টেবিলে কাটিয়ে দিলাম। আমাকে আর কেউ মনে রাখলো না। আমিও দিন দিন নিজেকে বদলাতে লাগলাম। আবারও ভর্তি পরীক্ষার হলে গেলাম। এবারো ভালো কিছু হলো না। বাবার প্রেসারের সমস্যা দেখা দিলো। সেদিন সন্ধ্যায় বাবা আমাকে ডেকে বললেন,

-'সর্বস্বান্তই তো করে দিলি। কী চাস আর তুই?'

কোনো উত্তর দিতে পারি নি। পাশের রুমে মা ছোট ভাইকে পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন,

-'তুই কী তোর ভাইয়ের মতো হবি, গাঁধা কোথাকার'

দেখলাম মা ছোট ভাইয়ের গায়ে হাত তুলছেন। আমি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। মনে মনে ঠিক করলাম আর বাড়ি ফিরবো না। কি হবে বাড়ি ফিরে? ঢাকার নিয়ন আলোয় পথ চলতে থাকলাম। কী মনে করে যেনো রাস্তার পাশে একটা পিঠার দোকানে গিয়ে বসলাম। একটা মহিলা পিঠা বানাচ্ছিল। পরনে পুরনো শাড়ি। শীতে তার ছোট ছেলেটাকে কোনো রকমে আঁচলে ঢেকে পিঠা বানাচ্ছে। আমি একটা পিঠা খেয়ে নিলাম।

পাশে চায়ের দোকান। ঘড়িতে এগারোটা বাজছে। আমি উঠতে না উঠতেই তারা দোকান গুটিয়ে নিতে থাকলো। বাচ্চাটা মায়ের আচল ছেড়ে চায়ের দোকানের লোকটাকে জড়িয়ে ধরে বললো,

-"বাবা! বাবা! আমার না খুব শীত লাগে। ঐ ছেলেটার মতো আমাকে একটা জামা কিনা দিবা?"

লোকটা বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো,

-"দিমু বাপ, দিমু"।

পিঠা বানানো মহিলাটা আচঁলে চোখ মুছে সব গুছিয়ে নিলো। আমি মনে মনে ভাবলাম আমার মতো তুচ্ছ কেউ শীতে আরামের জ্যাকেট পরে কী হবে? জ্যাকেটটা খুলে ছেলেটাকে দিয়ে দিলাম। লোকটা বললো,

-"কী করেন সাহেব? ঠাণ্ডা লাগবো তো"।

আমি বললাম,

-'রাখেন। আমার অভাব নেই।'

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে চলে গেলাম। ভাবলাম কোনো কাজে যখন আসবো না তখন বেঁচে থেকে কী হবে? একটা ট্রেনের আলো দূর থেকে কুঁয়াশা কেটে আসতে লাগলো। আমি সে আলোয় তাকিয়ে ভাবতে থাকলাম, গত এক বছরে বন্ধু রাকিব আমার কোনো খোঁজ নেয়নি। আমাকে দেখে ছোটভাই বখে যাচ্ছে-কী হবে এ জীবনে? । স্টেশনের এক ধারে অনেকগুলো মানুষ গায়ে কোনো রকম কাপড় জড়িয়ে শুয়ে আছে। তাদের দেখতে দেখতে কখন যেনো বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ফজরের আযানে ঘুম ভেঙে গেলো। তখনো ভোর হয়নি। স্টেশনের একপাশে শুয়ে পড়া মানুষগুলো সবে এক এক করে উঠছে। আমি ওখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে থাকলাম। কুঁয়াশার মাঝে হেঁটে যেতে লাগলাম পা দুটো যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকে। পুব থেকে কুঁয়াশা কেটে কেমন যেনো হলদে আলো ছড়িয়ে পড়ছিলো। মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম, ওই ট্রাকটার আঘাতে জীবনটা শেষ করে দিব। সূর্য উঠছে। হঠাৎই আবছা দেখলাম স্কুল ড্রেস পরা একটা বাচ্চা ট্রাকটার সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। দৌড়ে বাচ্চাটার কাছে যেতে যেতে দেখলাম একজন মহিলা তাকে বাঁচাতে দৌড়ে আসছে।

একটা চিৎকার। আমি স্থির দাঁড়িয়ে গেলাম। বাচ্চাটার কিছু হয়নি। কাছে গিয়ে দেখলাম হালকা সবুজ শাড়ি পড়া মহিলাটার মাথার পেছন থেকে রক্ত ঝরছে। রঙজ্বলা পুরোনো শাড়িটার আচঁল মুখের উপর পড়েছে। আমি কাঁপা হাতে আচঁলটা সরালাম। চেহারাটা দেখেই আঁতকে উঠলাম। গতরাতে পিঠা বানানো মহিলাটা।

আমি কিছু সময় নিথর হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ বাচ্চাটা চিৎকার করে কান্না শুরু করলো। আমি ভয়ে ভয়ে মহিলাটার নাকে হাত দিয়ে দেখলাম নিঃশ্বাস চলছে না । কে জানতো এরপরই বাড়ি ফিরে এসে জানতে পারবো, বাবা তার সর্বস্ব দিয়ে আমাকে বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তি করেছেন। আমার নাইনে পড়া ছেলেটার কান্না হাজারটা রোগী ফেলে আসা এই এফসিপিএস ডাক্তারটাকে কেমন হাঁতুড়ে বানিয়ে দিচ্ছে দেখলি!

কারেন্ট চলে এসেছে। বাগানের পাশে বাবা-ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভরা আকাশটা যেনো মাথার কাছাকাছি চলে এসেছে।

হঠাৎ চঞ্চল একটা কণ্ঠ-

-"ভাইয়া! আব্বু ! তোমরা এখানে? আম্মু তোমাদের পিঠা খেতে ডাকছে"।

ইসরাত জাহান ইমু

শ্রেণি-১০ম, শাখা-খ, রোল-৬৬

কল্পকাহিনী

বিজ্ঞানী পিপঁনিষ্টাইন

বর্ষা এলেই টেনশন বেড়ে যায় বিজ্ঞানী পিপঁনিষ্টাইনের। তিনি আবার ডায়াবেটিকের পেশেন্ট। টেনশন বাড়লে সুগার লো হয়ে যায়। আর সুগার লো হলেই বাঁধে গন্ডগোল। মাথা কাজ করে না। এই ভরা বর্ষায় বিজ্ঞানী সাহেবের মাথায় কাজ না করলে পুরো কলোনিটাই হারিয়ে যাবে। যে করেই হোক তাঁর সুগার কন্ট্রোলে আনতে হবে। সৈনিক পিপঁড়ারা তাকে তুলে নিয়ে ফেলে চিনির গুদামে। তিনি আবার সরাসরি চিনি খাবেন না। শরবতি চিনি চাই। মহা মুসিবত!

কলোনির রাজা-রাণী, মন্ত্রি-সান্ত্রি সবাই হাজির হয়ে বিজ্ঞানী পিপঁনিষ্টাইনের জন্য শরবতি চিনির ব্যবস্থা করলেন। খেয়েই দিলেন ঘুম। একেবারে মানুষের মতো নাক ডাকা ঘুম, যে করেই হোক তার সুগার কমাতেই হবে।

বিজ্ঞানী সাহেবের বিছানার পাশে বসে আছেন রাণী পিপাঁবেনা। তাঁর চোখেমুখে দুশ্চিন্তা। বাইরে শ্রাবণের ঝুম বৃষ্টি। আর দু-একদিন এমন টানা বৃষ্টি হলেই পথঘাট ভেসে যাবে। তলিয়ে যাবে তাদের কলোনিটা।

কলোনির নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানকে রাণী বাইরের ব্যবস্থা দেখে আসার নির্দেশ দিলেন। লেফট রাইট, লেফট রাইট! বলতে বলতে প্রধান বেরিয়ে যায়। মাটির ওপরে উঠতেই কানে আসে বুড়োর কণ্ঠ। যে ঘরের নিচে তারা কলোনি বানিয়েছে, সেই ঘরের বুড়ো মহিলাটা বলে–আজ এট্টু খিচুড়ি রান্না করো তো বউমা।

লেফট রাইট দলনেতা বলেন, ঢং দেখে আর বাঁচিনা। বাসাবাড়ি তলিয়ে নিচ্ছে বৃষ্টি, আর ওনারা খাচ্ছেন খিঁচুড়ি! দলের সাহসী সৈনিক পিপ্পিরিমা বলেন, জানেন স্যার ধোঁয়া ওঠা খিঁচুড়ি খেতে বসে তারা আবার বাইরে তাকিয়ে থাকবেন, বৃষ্টির গান শুনবেন। বর্ষা এলেই মানুষের রং ঢং বেড়ে যায়। দলনেতা চোখ রাঙিয়ে চুপ থাকতে বলেন। তিনি আবার সয়েল টেস্টার। তারা মাটি শুকে না মুখে দিয়েই বলে দিতে পারেন এতে কোনো বিপদের গন্ধ আছে কিনা! টেস্টার সাহেব মনোযোগ দিয়ে মাটি পরীক্ষা করছেন। ওদিকে দলের সৈনিকরা মাটিতে পড়ে থাকা একটা মুড়ি নিয়ে টানাটানি শুরু করল। হঠাৎ চালের ফুটো দিয়ে তাদের গায়ে টুপ করে পড়ল পানি। অমনি মাগো, বাবা গো বলে দৌড়। টেস্টার সাহেবও দিলেন দৌড়। এক ছুটে কলোনিতে। রাণী তাদের দেখেই পরিস্থিতি জানতে চাইলেন। টেস্টার সাহেব বললেন,

- মহাবিপদ সংকেত। আজ রাতেই এই বাড়িতে পানি উঠে যাবে, রাণী!

রাণী চিন্তিত হয়ে পড়লেন, নিরাপত্তায় থাকা পিপঁকুনি বললেন,

রাণীমা চিন্তা করলে আপনারও সুগার লো হয়ে যাবে। রাণী কষে একটা ধমক দিলেন। দিন গড়িয়ে রাত হয়ে যায়। মাটি ভিজে আসছে আস্তে আস্তে। হয়তো তাদের কলোনিটা ভেসে যাবে। তারা কিছু শুকনো পাতা বাদামের খোসা, পুরোনো কিছু খড়কুটু জড়ো করে রাখল, যাতে নিজেদের বাঁচাতে পারে। হঠাৎ বিজ্ঞানী পিপঁনিস্টাইন তার গবেষণা রুম থেকে সাইক্লো বলেন,

-রাণীমা সবাইকে নিয়ে আমার রুমের দিকে চলে আসুন। সবাই তো অবাক, আরে উনি না ঘুমোচ্ছিলেন! সে যা হোক সবাই রাণীর পিছু নিল। বিজ্ঞানী সাহেব বিভিন্ন যন্ত্রপাতি অন করে দিলেন। সবাইকে একটা যন্ত্রের ভেতর ঢুকতে বললেন, প্রথমে রানি, অন্যরা রাণীকে অনুসরণ করে। এই যন্ত্রটা আরেকটা যন্ত্রের সাথে যুক্ত যেটা আরেকটার সঙ্গে। প্রথম যন্ত্র সবাইকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দিল। পরের যন্ত্রটা গায়ে এক ধরণের সুগন্ধি ছড়িয়ে দিল। এর পরেরটা হালকা আঠালো কী যেন মেখে দিল। এভাবে সর্বশেষ যন্ত্র দিয়ে তারা দলা পাকিয়ে বিশাল একটা ফুটবল হয়ে বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে পানি কলোনিতে ঢুকে পড়েছে। বিজ্ঞানী পিপঁনিস্টাইন দৌড়ে দিয়ে সেই বলটাকে জড়িয়ে ধরলেন।

পানি বাড়তে থাকে আর তারাও ভেসে উঠতে থাকে। পানি বাড়তেই থাকে। তাদের কোনো সমস্যা হয় না। তাদের নিঃশ্বাসের ও কোনো সমস্যা হয় না। কারণ একজনকে বেশিক্ষণ নিচে থাকতে হয়না। এভাবে বিজ্ঞানী পিপঁনিস্টাইন তার কলোনির পিপঁড়াদের বাঁচিয়ে দিলেন।

তোমরা বর্ষায় পানিতে যদি এমন পিপঁড়াবল ভাসতে দেখ পারলে তাদের তুলে নিয়ে উঁচু কোন জায়গায় রেখে দিও। নাহয়, ওদের ফুটবল হয়েই পানিতে ভাসতে দিও। তারা ঠিকই বেঁচে যাবে। নতুন জায়গায় কলোনি গড়ে নেবে। তবে খেয়ালের বসে ফুটবলটা গুড়িয়ে দিও না যেন!

কিশোর যোদ্ধা

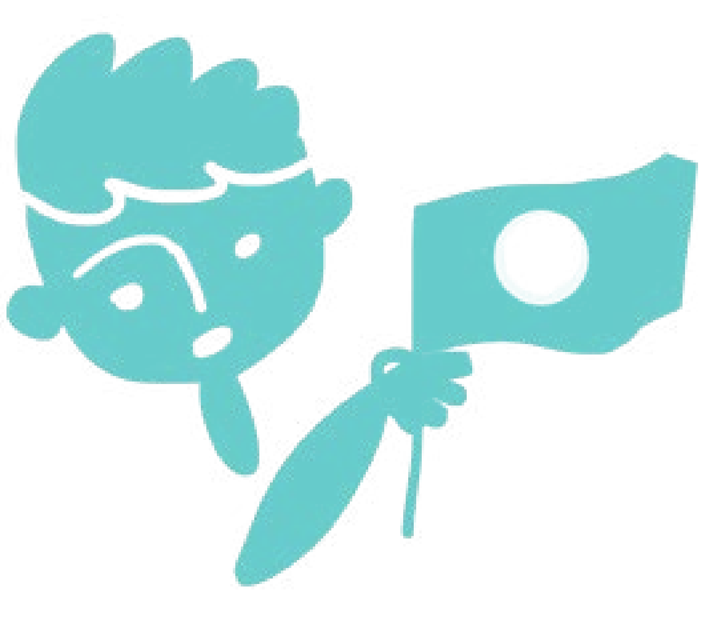

অরিত্র রায় (অর্ঘ্য)

শ্রেণি ঃ ৭ম,শাখা ঃ ক, রোল ঃ ০৪

সবুজ খুব হাসিখুশি ছেলে। সে প্রতিদিন তার বন্ধুদের সাথে স্কুলে যায়। স্কুলে তার ফলাফলও খুব একটা খারাপ নয়। তবে তার ছিল দেশের প্রতি প্রবল ভালোবাসা। সে প্রতিদিন খবর শুনতো। তখন ছিল ১৯৭১ সাল। পাকিস্তানি শাসকরা বিভিন্নভাবে বাঙালিদের প্রতি অন্যায় অবিচার করে চলছে।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনেক মানুষ জড়ো হতে থাকে। দিনটি ছিল ৭ই মার্চ। বাবার হাত ধরে সেও সেখানে উপস্থিত হল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে থাকে। তার মধ্যে দেশের প্রতি এক অন্যরকম ভালোবাসা জাগ্রত হয়। ঘনিয়ে এলো সেই কালো রাত। দিনটি ছিল ২৫ শে মার্চ। সে রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালায়। সে জানতে পারে তার প্রিয় সাজু কাকাকে পাকসেনারা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরে ফেলেছে। সে ভেঙে পড়ে। তার মনে পাকিস্তানিদের প্রতি ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। তার ইচ্ছা করে গুলি করে পাকিস্তানিদের শেষ করে দিতে।

বাঙালিরা সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে, কখন পাকবাহিনী ঘরে ঢুকে। তখন পাকিস্তানি মিলিটারিরা যেখানেই যাকে পেতো তাকেই মেরে ফেলতো। জুনের মাঝামাঝি সময়, তখন শোনা যায় তাদের এলাকায় মুক্তিবাহিনী এসে পড়েছে। তার ইচ্ছা হয় মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে। কিন্তু তার মা-বাবা একমাত্র সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু তার মন মানতে চায় না। তাই সে সুযোগ পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

সে যখন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে যায় তখন কেউই তাকে নিতে চায় না। কিন্তু নাছোড়বান্দা সে। বারবার এক কথা-আমি মুক্তি হবো, আমি মুক্তি হবো। ক্যাম্প কমান্ডার সাদাত কোনো উপায় না পেয়ে তাকে দলে নেয়। জুলাই মাসে ধুবাউরা এলাকার পাকিস্তানি ক্যাম্পকে ধ্বংস করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা একটি প্ল্যান করল। কিন্তু পাকবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে কিছুই না জেনে কোনো কিছু করা ঝুঁকিপূর্ণ।

পাকিস্তানিদের তথ্য সংগ্রহ কাজের ভার নেয় সবুজ। পাকিস্তানি ক্যাম্পে ঢোকা খুবই কঠিন কিন্তু সবুজের পক্ষে কাজটি কঠিন হলো না। তার নামে নাম এমন একজন রাজাকার ছিল সে গ্রামে। সপ্তাহে তিন দিন পাকিস্তানি ক্যাম্পে পাহারার দায়িত্বে থাকত সে। সবুজ কৌশলে তার মন গলিয়ে ফেলে। পরে রাজাকার সবুজ তাকে রাজাকারের দলে যুক্ত হতে প্রস্তাব দেয়। সে প্রস্তাবটি লুফে নেয়। কয়েকদিন পাকিস্তানি ক্যাম্পে থাকার পর প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে সুযোগ মতো সে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায়।

মুক্তিবাহিনী অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। সবুজ ছোট বলে সম্মুখযুদ্ধে তাকে কেউ নিতে চায় না। সে অভিমান করে বলে, এদেশ যেমন আপনার তেমনই আমারও, আমি যুদ্ধ করতে চাই। এ কথা শুনে কমান্ডার সাদাত তাকে বন্দুকের গুলি বহন করার দায়িত্ব দেয়। সবুজ তাতেই খুশি।

পাঁচদিন সম্মুখযুদ্ধে তারা পুরো পাকিস্তানি ক্যাম্পকে ধ্বংস করে দিয়েছিল কিন্তু মুক্তিবাহিনীর এগারো জন সে যুদ্ধে শহিদ হয়। সবুজের বুকে বুলেট বিদ্ধ হয়। দুইদিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে সে পরাজিত হয়। এই দুদিন অচৈতন্য অবস্থায় সে বিড়বিড় করে বলতো, 'আমি মুক্তি হবো, আমি মুক্তি হবো।'

সে চিরশায়িত হয় এ দেশের মাটিতে। সবুজের মা–বাবা যুদ্ধ শেষে তাকে খুঁজতে খুঁজতে এই ধুবাউরায় আসে । কিন্তু সবুজকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে তা তারা সনাক্ত করতে পারে না। সবুজ আজ ঘুমিয়ে আছে প্রিয় বাংলাদেশের মাটিতে।

ভ্রমণ কাহিনী

সুন্দরবনে তিনদিন

নওশিন মিনহাজ রম্য
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ঙ , রোল: ৫৮

সময়টা গতবছরের অক্টোবরের মাঝামাঝি। পড়ার চাপে যখন হাঁপিয়ে উঠেছি। তখন একটা খবরে মনটা খুশিতে নেচে উঠলো। বাবা বললেন, "এবার আমরা সপরিবারে সুন্দরবন যাচ্ছি"। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। বাবার কথামতো স্কুল থেকে তিন দিনের ছুটি নিলাম। তারপর ১৯ অক্টোবর রাত ৮:৩০-এ বাসে উঠলাম সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে। সিরাজগঞ্জে যাত্রা বিরতিসহ দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টা সফরের পর সকাল ৯ টায় পৌঁছালাম মংলা বন্দরে। শুরু থেকেই বৃষ্টি পিছু নিয়েছে। ভোর থেকেই ছিল মুষলধারে বৃষ্টি। চারিদিকে কিছুই দেখা যায় না। রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে গেছে। জানতে পারলাম, নিম্নচাপজনিত কারণে ৫ নম্বর সতর্ক সংকেত চলছে। বুঝলাম সময়টা সুন্দরবনে যাওয়ার জন্য ততটা ভালো নয়। তবুও ভয়, শঙ্কা দূরে ঠেলে মেতে উঠলাম বেড়ানোর আনন্দে। দেখলাম মাঝ নদীতে জাহাজ দাঁড় করানো। ছোট নৌকায় করে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যেই পৌঁছালাম আমাদের জাহাজে। বরাদ্দ অনুযায়ী নিজ নিজ কেবিনে উঠলাম। আমাদের পরিবারের জন্য ছিল দোতালায় দুটি পাশাপাশি কেবিন। একটু ফ্রেস হয়ে নিচতলায় ডাইনিং রুমে গেলাম সকালের নাস্তা করতে। সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ায় বনের ভিতর কোথাও নামার মতো অবস্থা ছিল না। তাই সেদিন সম্পূর্ণ সময়টা কাটিয়ে ছিলাম গল্পগুজব, আড্ডা আর গানে। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় হঠাৎ তুমুল ঝড়ের কবলে পড়ি আমরা। দৌড়ে বারান্দায় এসে দেখি, জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে বনের ভিতরে। মড়মড় শব্দে ভেঙে যাচ্ছে গাছপালা। একসময় তীরে গিয়ে ঠেকল জাহাজ। ঘণ্টা তিনেক পর অনেক চেষ্টা করে আবার সমুদ্রে ফিরিয়ে এনে চলা শুরু করল জাহাজ। রাতে খেয়েদেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুম কী আর আসে! নতুন জায়গা, অজানা আশঙ্কা, ইঞ্জিনের শব্দ ... । কখন ঘুমিয়েছি বলতে পারব না। সকালে উঠে দেখি জাহাজ চলছে একেবারেই বনের ভিতর দিয়ে। এদিন আমরা নেমেছিলাম হাড়বাড়িয়া ইকো পার্ক, কটকা সী বীচ আর টাইগার পয়েন্টে। দেখেছি বানর, হরিণ, কুমির, সাপ, কাঁকড়া, বিভিন্ন ধরণের গাছ। আমি যে জন্য সুন্দরবনে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলাম তা হলো শ্বাসমূল। এই মূলকে আমি যতটা নরম ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেকগুণ শক্ত। ছুঁরি-কাঁচি কেবিনে রেখে যাওয়ায় ঐ বেলা আর শ্বাসমূল সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে দেখেছি প্রাণভরে। দেখেছি অসংখ্য ঠেসমূলসহ কেয়াগাছ।

পরবর্তী গন্তব্য ছিল কটকা সী বীচ। এ সময়ে সমুদ্রে প্রচুর ঢেউ থাকায় রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। একেকবার ঢেউয়ের তোড়ে দুই–তিন ফুট উঠছিলাম তারপর আছড়ে পড়ছিলাম। পানি ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছিল সবাইকে। আমার দেখা সুন্দরবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা ছিল এটি। এখান থেকে সংগ্রহ করেছিলাম শ্বাসমূল, গোলপাতা, গোলপাতার ফল, ঝাউ ও সুন্দরী এবং কেওড়া গাছ।

গোলপাতার বন

সুন্দরী গাছ

হরিণ

বাঘের পায়ের ছাপ

সুন্দরবনের গাছগুলো আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছিল। গোলপাতা গোল নয়, অনেকটা নারিকেল পাতার মতো। লম্বাটে। তবে এর ফল গোলাকার। সুন্দরী গাছগুলোকে তেমন সুন্দর মনে হয়নি। খারাপ লেগেছে গাছের উপরের অংশগুলো দেখে, মনে হয় যেন পুড়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। শুনেছি রোগাক্রান্ত হওয়ায় এরূপ দেখাচ্ছে। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় টাইগার পয়েন্টে। যেখানে বাঘ পানি খেতে আসে বলে শুনেছি। অনেক সাবধানতার সাথে নিঃশব্দে, স্বশস্ত্র প্রহরীর সাহায্যে আমরা সেখানে যাই। কিন্তু বাঘের পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। ছিল অসংখ্য টাইগার ফার্নের ঝোঁপ। যার আড়ালে রাজকীয় রয়েল বেঙ্গল টাইগার লুকিয়ে থাকে। তবে ফেরার পথে দেখা মিলেছে বেশ কয়েকটি কুমিরের। একটিতো আমাদের নৌকার কাছে এসে দিল ডুব। আর উঠলো নৌকা পার হয়ে। আমাদের আতঙ্ক তখন দেখে কে?

ভ্রমণের শেষ দিন নেমেছিলাম হিরণপয়েন্ট আর পদ্ম পুকুরে। খুব কাছ থেকে দেখেছি অসংখ্য হরিণকে। এরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। পদ্মপুকুরে দেখা মিলেছে নীল পদ্মের। মাঝে নৌকায় ঘুরে দেখেছি ত্রিকোণ আইল্যান্ড। এখানে যেকোনো দিক থেকেই জলভূমি এবং স্থলভূমিকে ত্রিভূজাকৃতির দেখা যায়।

এই কদিন মানুষের দেখা পাইনি তেমন। ছিল না কোনো ধরণের মোবাইল নেটওয়ার্ক, ফলে যোগাযোগবিহীন ছিলাম প্রায় তিনদিন। জাহাজেই খেয়েছি প্রতিদিন তিনবেলার খাবার। এখানেই আমি খেয়েছি কোরাল মাছ, যা আগে কখনও খাওয়া হয়নি আমার। এনেছি সুন্দরবনের খাঁটি মধু।

শেষ দিনে জাহাজের ছাদে বার-বি-কিউ পার্টি আর গানের জলসার কথা বহুদিন মনে থাকবে। রাত ৮ টায় রওনা হয়ে দু'দফা যাত্রা বিরতি দিয়ে যখন ময়মনসিংহে পৌঁছি ততক্ষণে ঘড়ির কাঁটা সকাল ১১টা পেরিয়েছে। তিনদিনের এই ভ্রমণে অনেক নতুন জিনিস দেখেছি, জেনেছি অনেক কিছুই, পেয়েছি অনেক আনন্দ। কিন্তু আফসোস একটাই, দেখা পেলাম না রাজকীয় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের।

"যে কবিতা শুনতে জানে না সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না"

- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

বৈষম্য নাকি অবহেলা!

নয়ন তারা
সিনিয়র শিক্ষক

সেই কাক ডাকা ভোরে
উঠে পড়ে বাড়ির বউটি।
প্রাতঃকাজ সেরে, সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে,
থরে থরে খাবার সাজিয়ে নেন।
বাড়ির প্রত্যেকের আলাদা চাহিদা
আলাদা রুচি
সে মোতাবেক পরিবেশন।
প্রত্যূষের কাজ সেরে যেই বেরুবেন
অমনি ভরাট কণ্ঠের ডাক–
কোথায় গেলে? আমার নাস্তাটা?
আছে তো টেবিলে দিয়ে দেবে রেশমা।
অগ্নিমূর্তি চাহনী প্রশ্ন ছুড়ে দেয়–
রেশমার হাতেই যদি খাই
তবে তুমি কেন?
দুপুরে কে রাধে, কে খাওয়ায়
শ্বশুর বসে আছেন, শাশুড়ি নির্লিপ্ত
আসুক বউমা
এত দেরি করলে চলে?
সংসার-ধর্ম বাদ দিয়ে, বাইরের জগতের
দায়িত্ব পালন? বর্হিমুখি!
না–না– এ কেমন কথা,
ছাড়িয়ে দাও চাকরি।
খোকাকে আগেই বলেছিলাম,
অল্প শিক্ষিত বউ নিয়ে আয়
অন্তত কথা মতো চলবে।
বৈকালিক আসর
সকলের জন্য চা-নাস্তা-কফি
সন্তানদের লেখাপড়া, রাতের রান্নার আয়োজন।
যেই না সব কাজ সেরে,
অফিসের ফাইল নিয়ে বসা,
অমনি আবার দরাজ কণ্ঠের হুশিয়ারী
সব সময় তোমার অফিস নিয়ে থাকবে?
দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বউটি ভাবে–
মুখেই শুধু বলা নারী-পুরুষের সমান অধিকার।
কবির ভাষায়–
"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি
চির কল্যাণকর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী
অর্ধেক তার নর"।
কার্যত সব স্বার্থ সিদ্ধি
সন্তান পালন, রক্ষণাবেক্ষণ
অর্থ উপার্জন।
নারী যেখানে ছিল, সেখানেই আছে
ঘোমটা সরেছে শুধু।
নারীর পরিচয় এখনও কেবল
কন্যা-জায়া-জননী
কিংবা পুত্রবধূ।।

মোঃ আবু সাঈদ
প্রভাষক-পৌরনীতি ও সুশাসন

আমি ভালোবাসি তাকে

আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তাকে।
হৃদয় মাঝে ভালোবাসার
অতলস্পর্শী মহাসমুদ্রের জলে
প্রতিনিয়ত স্নান করাই যাকে।
আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তাকে।
তার জন্যে অনায়াসে ছাড়তে পারি
প্রিয়তম প্রিয়জনকে।
আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তাকে।
তার কারণে আমার ভুবনে
ফুল ফুটে, সূর্য উঠে
আলোকিত করে চারিদিকে,
আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তাকে।
তাকে চাই, না তোমাকে চাই?
প্রশ্ন করো যদি মোরে
সে ছাড়া ধরণী মম মরুভূমি সম
আমি চাই না তোমাকে,
আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তাকে।
জানতে চাও সে কে?
প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সে অনিন্দ্য সুন্দর
আজন্ম অভিলাষ মোর
চেয়ে থাকি অনিমেষ
সে যে আমার প্রিয় বাংলাদেশ।

রেওজোয়ানা তাসিন
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ,শাখা: খ, রোল: ১২

বিজয়ের হাসি

বিজয় দিবস বিজয় দিবস
বিজয় পেলাম কই?
আমরা সবাই বীর সেনা
ভীরুর সাথি নই।
বছর ঘুরে বারে বারে
বিজয় দিবস আসে।
সত্যিকারের স্বাধীনতা
নীল আকাশে ভাসে।
বিজয় নামের প্রতীকটিকে
আমরা কেবল পেলাম।
নিজের দোষে নিজের কাজে
বঞ্চনাকে নিলাম।
চল সবাই সোনার বাংলা গড়ি
দেশকে ভালোবাসি।
সবার মুখে ফুটবে তবে বিজয়ের হাসি।

আফিফা নওশিন
শ্রেণি:৩য়, শাখা:ঙ, রোল: ৩৩

ভাষণখানি

কেমন করে দিয়ে ছিলে
ভাষণখানি তুমি?
তাই তো মোরা পেয়ে গেলাম
স্বাধীন জন্মভূমি।
তোমার ভাষণ আজ আমাদের
দিয়ে যাচ্ছে মান
তাই তো তোমার ভাষণ
বিশ্বে আজও অম্লান।
এ ভাষণের মতো এমন
দ্বিতীয়টি কি আছে?
এ ভাষণে বাঙালিরা এসেছে যে কাছে।
দূর করেছে অপশাসন
তাইতো মোদের স্বাধীন আসন।
কেমন করে দিয়েছিলে
ভাষণখানি তুমি
আজও মোরা জেগে উঠি
শুনে তোমার অমর ভাষণখানি।

মোছা: শ্রাবণী আক্তার
শ্রেণি:একাদশ, শাখা:খ, রোল:২৪২,

বন্ধু থাকো হৃদয়ে

মানুষ একা বিপর্যয়ে
যেই না দিশে হারায়,
সেই বিপদে সবার আগে
বন্ধু পাশে দাঁড়ায়।
পরিবারের সবাই যদিও করছে
তোমার কেয়ার,
বন্ধু ছাড়া সবকিছু কি
করতে পার শেয়ার?
বন্ধু তোমার হতেই পারে
সব বয়সের মানুষ,
তাদের নিয়ে আড্ডাবাজি
ভালো-মন্দ বোঝাবুঝি
সময় কাটে বেশ।
হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা কই?
একলা হলেই ভাবি,
ভালো থাক, ভুল বুঝ না
সবার কাছে দাবি।
বন্ধুরা তো সবাই আছে
স্মৃতির সাথে মিশে,
বন্ধু ছাড়া এক জীবনে
অর্জন হয় কিসে?

ইখতেখার জাহান বৃষ্টি
শ্রেণি: ১১শ, শাখা: খ, রোল: ৩১৯

মানবতা

সব্যসাচী, মৌন গাজী গেয়ে গেলেন গান,
ধরার বুকে সাম্য আনো, ফুটাও নব প্রাণ।
সাম্য আনো, যুদ্ধ করো, মুক্ত করো ধরা,
মহামানবের মহারথী গান গেয়ে গেলেন যাঁরা।
তাঁরা আজ রুদ্ধ হয়ে, বন্দী হয়ে আছেন ইতিহাসে,
মানবতার আর্তনাদ আজ ধরার বুকে ভাসে।
মানবতা আজ বন্দী হয়ে, আছে কারাগারে,
অর্থলোভে মত্ত মানব মুক্তি নাহি দিতে পারে।
মানব মন আজ বন্দী আছে, কোর্ট-টাইয়ের তলে,
কৃত্রিমতায় পূর্ণ মানব তার মুক্তি নাহি মেলে।

মানবজাতি ভুলছে জ্ঞাতি, পাড়াপড়শির ব্যথা।
সাহায্যতো দূরের কথা সান্ত্বনাও নেই হেথা।
মানবতা আনতে যাঁরা দিয়েছিলেন প্রাণ।
মোরা মানব সর্বশ্রেষ্ঠ, জীবকুলের তরে,
না ঢুকালে কে ঢুকাবে তাদের মানবতার নীড়ে।
এই তো সময় জেগে ওঠার, আপন মশাল জ্বেলে,
এক পদ্মায় স্নান করব, মানবতার অমৃত সুধা ঢেলে।

আজমাঈন মনির রিজাম লাবিব
শ্রেণি: পঞ্চম, শাখা:ডি, রোল: ২২

বিজয়

বিজয় হলো তোমার আমার
বিজয় সকলের,
এই বিজয়টা এসেছিল একাত্তরে।
এই বিজয়টা আনতে গিয়ে
শহীদ হলেন যাঁরা,
বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে,
গণ্য হলেন তাঁরা।
মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায়
জীবন দিলেন যাঁরা,
বাংলার আকাশে ধ্রুব তারার মতো
উজ্জ্বল হয়ে আছেন তাঁরা।
তাঁরাই দেশের শ্রেষ্ঠসন্তান,
তাঁরাই কর্ণধার,
তাঁরাই হলো বীরবাঙালি
জাতির রূপকার।

ইসরাত জাহান ইমু
শ্রেণি: ১০ম ,শাখা: খ, রোল: ৬৬

সত্য মিথ্যা

মিথ্যা কভু হয় না জয়ী
যতই চলুক চাল,
সত্যের শির উন্নত হয়
প্রমাণিত চিরকাল।
সত্যের ঢালে খণ্ডিত হয়
মিথ্যার তরবারি,
সত্যের বানে ভেসে যায় সব
মিথ্যার ঘরবাড়ি।
সত্যের সাথে থাকো সর্বদা
সত্যেরে লও সহজে
মিথ্যারে না কহো যে।

সাবরিনা রহমান জুঁই
শ্রেণি: দশম, শাখা: খ, রোল: ১২

পথ শিশু

শীতের রাতে একটি শিশু
পথের ধারে থাকে,
এই ধরাতে আসার পরে
হয়নি দেখা মাকে।

ছালার চটে শীত মানে না
হয়না বেশি উম,
হাঁড় কাঁপানো শীতের চোটে
দুচোখে নেই ঘুম।

পথ শিশুদের কষ্ট বাড়ে
শীত ঋতুটা এলে,
ধনীজনের জীবন চলে লেপ-তোশকে
আনন্দে, হেসে-খেলে।
ওদের দিকে সবাই মিলে
বাড়াও যদি হাত,
হিম শীতল ঠাণ্ডা হাওয়ায়
কাটবে না তো রাত।

সাদিয়া আলম স্বর্ণা
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ক, রোল: ০২

আমি ভালোবাসি

আমি ভালোবাসি এই মাটি, এই আকাশ
এই ধূলিকণা, এই গাছপালা, সবুজ ঘাস।
ভালোবাসি এই নদ-নদী, ফসলের খামার
খেটে খাওয়া জনতা, কৃষক, কুমার,কামার।

এ সবুজ বনভূমি পাখ-পাখালির গান
এ সবের মাঝে আমি খুঁজে পাই প্রাণ।
স্রষ্টার এ অপূর্ব সৃষ্টি অশেষ দান রাশি রাশি
এ সব কিছু আমার প্রিয়, সবই ভালোবাসি।

আদনান-বিন-হানিফ
শ্রেণি: ৭ম, শাখা:ক, রোল: ২১

মাতৃভাষা দিবস

ইঙ্গ নাকি ফরাসি তুমি
কিংবা হও না ডাচ
প্রার্থনাতে বাইবেল পড়
হয়তো বা যাও চার্চ।

তোমার ভাষায় তুমি বল
আমার ভাষায় আমি
বলতে পারো কোন সে ভাষা
সবার চেয়ে দামী ?

বাংলা হল সেই সে ভাষা
বিশ্ব মাঝে সেরা
এই ভাষাতে কথা বলি
লিখি কাব্য ছড়া।

সালাম বরকত রফিক ওরা
লড়েছে ভাষার তরে
এই বিশ্বে কোন সে জাতি
ভাষার জন্য মরে?
গর্ব মোদের ২১ তারিখ
ফেব্রুয়ারি-মাস
এটাই এখন বিশ্ববাসির
মাতৃভাষা দিবস।

আ.আ. সাইফ খান
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: গ, রোল: ৮৯

শিল্পি পাখি

চড়ুই, বাবুই, টুনটুনি আর
কালো রঙের কাক,
বাসা তৈরি করে তারা যদি
একটু পায় ফাঁক।
খড়কুটো আর লতাপাতা
আনে উজার করে
এত নিপুণ বাসা বাঁধতে
কীভাবে যে জানে?
নিজের বাসা নিজেই গড়ে
খুব আরামে থাকে,
শিল্পি পাখির মতো মানুষ
পাবে কি কেউ লাখে?

ওয়ালিদ বিন মোর্শেদ
শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ঙ, রোল-৬৪,

মাকে ভালোবাসি

আমি চাঁদকে বলি
তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের মতো।
আমি গোলাপকে বলি,
তুমি মিষ্টি নও, আমার মায়ের মতো।
আমি বরফকে বলি,
তুমি ঠাণ্ডা নও, আমার মায়ের মতো।
আমি পাখিকে বলি,
তুমি নীরব নও, আমার মায়ের মতো।
কারণ চাঁদ, গোলাপ, বরফ, পাখি তোমাদের চেয়েও
আমি মাকে ভালোবাসি।

নুসরাত জাহান
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: খ, রোল: ৩২

সুখ পাখি

সুখ পাখি তোর ডানা কেমন,
উড়তে পারিস কি মনের মতো করে?
আমি সারাদিন বন্দী থাকি,
চার দেয়ালের ঘরে।

সুখ পাখি তোর জগৎ কেমন,
মজা হয় কি খুব তোর?
আমি যে সারাদিন পড়ি
লাইফটা ভীষণ বোর।

আমি সারাদিন বইয়ের পাতায় বন্দী
বের করনা আমায় এখান থেকে, করে একটা ফন্দি
আমার ছুটির দিনগুলো যে গুমরে কেঁদে মরে
সুখ পাখি তোর দোহাই লাগে নিয়ে যা
তোর জগতে মোরে।

নিশাত তাসরিম নওরিন
শ্রেণি-৭ম, শাখা: ঙ , রোল: ১২৬,

হাসি-কান্না

হাসি আর কান্না
এরা দুটি বোন,
পৃথিবীটা এদের মুঠিতে
এদের নিয়েই জীবন।

কান্নাকে চাই না কেউ
হাসিকে সবাই ভালবাসে,
জোর করে তবুও কান্না
প্রতিটি জীবনেই আসে।

হাসি বড় আদরের
অবহেলায় কান্না পাওয়া,
হাসির পরে কান্নার আগমন
তবে কেন কান্নাকে চাও না।

কান্না আছে বলে
সুন্দর হাসির ভুবন
হাসি আছে তাই কান্না
কান্না-হাসিতেই জীবন।

সৌরভ দাস
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: এইচ, রোল: ৯৭

প্রশ্নফাঁস

পড়ব না আর বারো মাস,
হবে এবারও প্রশ্নফাঁস
বারো মাস না পড়ে,
যাব আমি পরীক্ষার হলে,
Admission Test এ খাব ধরা,
বুঝব আমি না পড়ার ঠেলা।
পড়বে মনে গুরুজনের বাণী,
বুঝব তাহার মর্মখানি।
বাবা মায়ের শত আশা,
হয়ে যাবে সব নিরাশা।
শিক্ষামন্ত্রী বলছে বারবার
প্রশ্নফাঁস হবে না আর।
প্রশ্নফাঁস বন্ধ হলে,
শিক্ষার আলো জ্বলবে ঘরে।

নাফিস সাদিক
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ,শাখা: ক, রোল: ১১

আমাদের স্কুল

ময়মনসিংহে আছে এক বিখ্যাত স্কুল
যার সুন্দর একটি ক্যাম্পাস ও বাগান ভরা ফুল।
স্কুল তৈরি ৯৩ সালে, ৯৯ তে কলেজ
শিক্ষার্থীরা আসে এখানে নিয়ে যেতে নলেজ।
ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হয়, দেয় না কেউ ফাঁকি
তাই তো কোনো শিক্ষার্থীর এ+ থাকে না বাকি।
ক্লাসের সময় ক্লাস হয়, টিফিনের সময় খেলা
পড়ালেখা নিয়ে কেউ করে না অবহেলা।
প্রত্যেকটি ক্লাস হয় ৪০ মিনিট ধরে
শিক্ষকরা ক্লাস নেন আকর্ষণীয় করে।
সেরা স্কুলের শিরোপা এলো এই স্কুলের নামে
সুন্দর এ স্কুলটি দেখতে লোকে এই স্কুলে এসে থামে।
এই স্কুলের নাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ ও স্কুল
জীবন গড়তে আসে সবাই করে না কেউ ভুল।

কৌতুক

সংগ্রহেঃ নওরিন সুলতানা সানি
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ ,শাখা: খ,রোল: ৪০

১. রেফারিরা কোথায়?
স্বর্গ আর নরকের মধ্যে একটা ফুটবল ম্যাচ খেলা হবে,
স্বর্গের বাসিন্দারা তো হেসেই খুন, বলে–
সেরা ফুটবলারদের সবাই তো স্বর্গে রয়েছেন, তো তোমরা খেলবে
কাকে নিয়ে?
তাই শুনে নরকের বাসিন্দারা হেসে জবাব দিল–
রেফারিরা যে সবাই এখানে, সেটা জানো তো!

২.পঞ্চান্ন প্যাঁচাল
ছাত্র শিক্ষকের কাছে অঙ্ক শিখতে গেছে।
ছাত্র: স্যার আমি পঞ্চান্ন কীভাবে লিখব?
শিক্ষক: দুইটা পাঁচ পাশাপাশি লিখলেই পঞ্চান্ন হয়।
খানিক পর শিক্ষক দেখলেন, ছাত্রটি একটা পাঁচ লিখে বসে মাথা চুলকাচ্ছে।
শিক্ষক : কী হলো শান্ত, এখনো লিখনি?
ছাত্র: মস্ত বিপদে পড়েছি স্যার। আরেকটা পাঁচ কোন পাশে বসাব বুঝতে পারছি না!

সংগ্রহেঃ মোঃ আবরার আজিম
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ,শাখা: ক, রোল: ৮

১. বাবা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথন
ছেলে : বাবা বড় হাতের ABCD লিখে দাও না।
বাবা : কেন ? তুই লিখতে পারিস না?
ছেলে : আসলে বাবা, স্কুলে শিক্ষক বড় ও ছোট হাতের ABCD লিখে নিয়ে যেতে বলেছেন।
বাবা : লিখে নিয়ে যেতে বলেছেন তো লিখে নিয়ে যা।
ছেলে : আসলে বাবা তোমার হাত বড়, তাই তুমি বড় হাতের ABCD লিখবে। আর আমার হাত ছোট দেখে আমি ছোট হাতের লিখব।

২. ডাক্তার ও মফিজ
মফিজ : ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাহেব!!!
জলদি চলুন, আমার বউকে সাপে কামড়িয়েছে।
ডাক্তার : কোথায় কামড়িয়েছে? হাতে না পায়ে। ক্ষত স্থান থেকে একটু উপরে শক্ত করে কাপড় বেঁধেছেন ?
মফিজ : মাথায় কামড়িয়েছে। আমি বুদ্ধি করে মাথার কাছে গলায় গামছা বেঁধে দিয়েছি। গামছাটা শক্ত করে
বাঁধার সময় যদিও বউটা ছটফট করছিল আমি পাত্তা দিই নি।

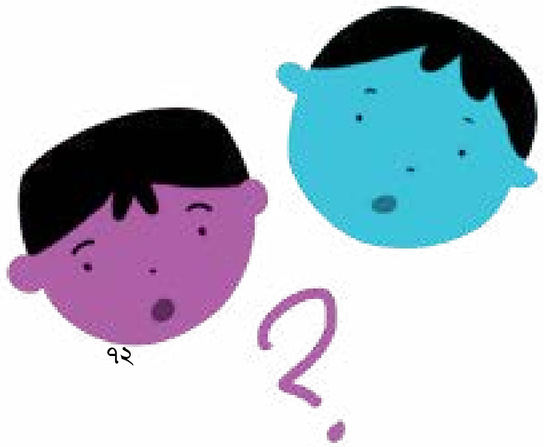

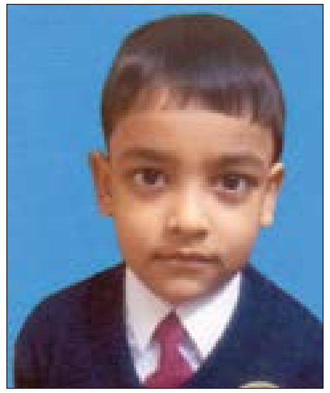

সংগ্রহেঃ জাদিদ মাহ্‌মুদ জিৎ
শ্রেণি: কেজি, শাখা: ঘ, রোল-২০

কৌতুক

১. দোকানদার ও ক্রেতার কথোপকথন ঃ
ক্রেতা : ভাই, চিনি আছে?
দোকানদার : আছে, ঐ বস্তায়।
ক্রেতা : ঐ বস্তায় তো লবণ লেখা।
দোকানদার : পিঁপড়া ওঠে তো
তাই লবণ লিখে রেখেছি।

ধাঁধা
১। চার অক্ষরে ফল তাতে ভরা রস,
প্রথমেতে আরেক ফল তেমনই সরস।
শেষের দুটি ইংরেজি ডিকশনারিতে মিলে,
মাঝের দুই ছাড়লেই টেনে নেয় জেলে।

[উত্তর : আনারস।]

সংগ্রহে ঃ ফাওজীয়া ফাতেমা নওশীন
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: খ, রোল: ৬২

আই কিউ

১. গোয়েন্দা বল্টুদা
পোষা প্রাণী হারিয়ে গেলে ডাক পড়ে বল্টুদার। বল্টুদা নিজেকে তাই দাবি করে প্রাণীর গোয়েন্দা হিসেবে। একবার বল্টুদা একটা বড় সমস্যায় পড়ল। ওকে কিছু সূত্র দেয়া হলো যা এরকম :
ক। হারিয়ে যাওয়া প্রাণীর মধ্যে আছে একটি খরগোশ ও একটি কুকুর।
খ। বাগানে যে প্রাণীটি হারিয়েছে সেটি মৌসুমির।
গ। রবিন কুকুর পোষে না।
ঘ। জাবেদের প্রাণীটি বনের মধ্যে হারিয়েছে।
ঙ। বিড়াল বনে বা পার্কে হারায়নি।

(এ সূত্র থেকে বল্টুদাকে বের করতে হবে কার কোন প্রাণী ও সেগুলো কোথায় হারিয়েছে?)

[উত্তর : মৌসুমির বিড়াল ছিল যা সে বাগানে হারিয়েছে। জাবেদের ছিল কুকুর যেটা সে বনে হারিয়েছে। আর রবিনের ছিল খরগোশ যা পার্কে হারিয়েছে।]

দাবা নিয়ে কিংবদন্তি

হুমায়িদ তাহসিন হক
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: খ, রোল: ৯১

> “চিসসার ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা আপনার নেই, জাঁহাপনা। চিসসা যে পরিমাণ দানা চেয়েছেন, আপনার শস্যভাণ্ডারেও সে-পরিমাণ গম নেই।”

দুনিয়ার সবচেয়ে পুরানো খেলাগুলোর মধ্যে একটি হল দাবা। খেলাটি উদ্ভাবিত হয়েছে বহু বহু শতাব্দী আগে এবং সেই জন্যই একে নিয়ে যে বহু কাহিনী-কিংবদন্তি চালু রয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই কিংবদন্তিটাকে বুঝাবার জন্যে, কীভাবে দাবা খেলতে হয়, তা জানার কোনো দরকার নেই। শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট যে, ৬৪টি সমচতুষ্কোণে ছক কাটা একটা বোর্ডের ওপরে সেটা খেলতে হয়।

কথিত আছে, দাবা খেলায় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গুটিগুলো নিয়ে যে অসংখ্য বার চালাচালি করা যায়, তা দেখে বাদশা শেহরাম দারুণ উত্তেজিত।

এই খেলাটির উদ্ভাবক যে তাঁরই একজন প্রজা, একথা জানার পর তিনি সেই লোকটিকে তাঁর সামনে হাজির করার হুকুম দিলেন যাতে এই অপূর্ব উদ্ভাবনের জন্যে তিনি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কার দিতে পারেন।

দাবা খেলার উদ্ভাবক বাদশার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর নাম চিসসা, সাদাসিধে পোশাক পরা এক মৌলবী, অধ্যাপনা করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

বাদশা তাঁকে অর্ভ্যথনা করে বললেন, “আপনার অপূর্ব উদ্ভাবনের জন্যে আমি আপনাকে ভালো রকম ইনাম দিতে চাই”।

শুধু বলুন আপনার কি চাই, তাহলেই তা পাবেন।

চিসসা নিরুত্তর।

“সংকোচ করবেন না” তাঁকে ভরসা দিয়ে বললেন বাদশা, “শুধু বলুন, কি চান। আপনার ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে আমি সবই করতে প্রস্তুত”।

“আপনার মেহেরবাণীর সীমা নেই মালিক” বললেন জ্ঞানী চিসসা, “কিন্তু উত্তরটা ভেবে দেখার জন্যে আমাকে একটু সময় দিন, হুজুর। এ সম্বন্ধে ভালো করে ভেবে দেখার পর আমি আগামীকাল আপনার কাছে আমার অনুরোধ পেশ করব”।

পরের দিন চিসসা তাঁর নিতান্তই সামান্য অনুরোধ জানিয়ে বাদশাকে একেবারে অবাক করে দিলেন।

“জাঁহাপনা”, বললেন তিনি “দাবা ছকের প্রথম চৌকোণাটিতে আমি একটি গমের দানাই চাই”।

“সাধারণ গমের একটি দানা” ? বাদশা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

“জ্বী, হুজুর। দ্বিতীয় চৌকোণাটিতে দু’টি গমের দানা, তৃতীয়টিতে চারটি, চতুর্থটিতে আটটি, পঞ্চম চৌকোণায় ১৬টি, ষষ্ঠ ঘরটিতে ৩২টি…”। বুঝেছি,সবগুলোতেই আপনার ইচ্ছে মতো গমের দানা আপনি পাবেন, প্রত্যেকটি চৌকোণাতেই আগেরটির দ্বিগুণ। কিন্তু জেনে রাখুন, আপনার অনুরোধ আমার বদান্যতার উপযুক্ত নয়। এহেন তুচ্ছ পুরস্কার চেয়ে আপনি আমার প্রতি অসম্মান দেখিয়েছেন। একজন শিক্ষক হিসেবে সত্যিই আপনার বাদশার অনুগ্রহকে সম্মানিত করার আরো ভালো উদাহরণ আপনি দেখাতে পারতেন। যান। আমার হুকুমবরদাররা আপনার গমের বস্তা এনে দিচ্ছে।”

চিসসা মৃদু হেসে বিদায় নিলেন। তারপর প্রাসাদের প্রবেশপথের পাশে তাঁর পুরস্কারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

খেতে বসে বাদশার মনে পড়ল চিসসাকে। জানতে চাইলেন ঐ “নিরেটমাথা” উদ্ভাবকটিকে তার অতি তুচ্ছ পুরস্কার দেয়া হয়েছে কি-না।

তাঁকে বলা হল, “হুজুর, আপনার হুকুম তালিম করা হচ্ছে। আপনার জ্ঞানী-গুণীরা হিসেব কষছেন তাঁর প্রাপ্য গমের দানার সংখ্যা কতো দাঁড়াবে।”

রাত্রে শুতে যাবার আগে তিনি আরেকবার জানতে চাইলেন চিসসাকে তার গমের বস্তাটা দেয়া হয়েছে কি-না।

“মালিক”, উত্তর দিলেন তাঁর উজীর, “আপনার গণিতজ্ঞরা অবিরাম কাজ করে চলেছেন। ভোর হবার আগেই হিসেব কষা হয়ে যাবে বলে আশা করছেন তাঁরা।”

“এতো ঢিলে তালে চলছে কেন ওরা? রাগত স্বরে কৈফিয়ত চাইলেন বাদশা, “আমি জেগে ওঠার আগেই চিসসাকে যেন অবশ্যই শেষ গমের দানাটি পর্যন্ত তার পুরো পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয়। আমি দ্বিতীয়বার হুকুম দিইনে।”

সকাল বেলায় বাদশাকে বলা হল যে, দরবারের প্রধান গণিতবিদ তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। বাদশা তাঁকে আসতে দেবার নির্দেশ দিলেন। বাদশা শেহরাম বললেন, “আপনি কি জন্যে এসেছেন তা বলার আগেই আমি জানতে চাই, চিসসা যে ভিক্ষুকসুলভ পুরস্কার চেয়েছে, তা তাকে দেয়া হয়েছে কি-না?

“সে কথা বলার জন্যেই আমি এতো সকালে আপনার দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াতে সাহসী হয়েছি,” বললেন জ্ঞানবৃদ্ধ। “চিসসা যা চেয়েছেন, গমের দানার সেই সংখ্যাটি হিসেব কষে বের করার জন্যে আমরা খুব নিখুঁত ভাবে কাজ করেছি। ও সংখ্যাটি বাস্তবিকই বিশাল …”

“যতোই বিশাল হোক”, বাদশা অধৈর্যের সঙ্গে বাধা দিয়ে বললেন, “আমার শস্য-ভাণ্ডার থেকে তা সহজেই দেয়া যেতে পারে। তাকে ওই পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং দিতেই হবে”।

“চিসসার ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা আপনার নেই, জাঁহাপনা। চিসসা যে পরিমাণ দানা চেয়েছেন, আপনার শস্যভাণ্ডারেও সে-পরিমাণ গম নেই। আপনার সারা রাজ্যে অতো গম নেই। বাস্তবিক পক্ষে, সারা দুনিয়ায় নেই এবং আপনি যদি আপনার কথা রাখতে চান, তাহলে আপনাকে হুকুম দিতে হবে সারা দুনিয়ার সমস্ত জমিকে গমের ক্ষেতে পরিণত করার জন্যে, সমস্ত সমুদ্র-মহাসাগরের জল ছেঁয়ে ফেলার জন্যে, সুদূর উত্তরাঞ্চলের সমস্ত বরফ-তুষার গলিয়ে ফেলার জন্যে। এবং ওই সমস্ত জমিতে যদি গম ফলানো হয়, তাহলে হয়তো বা চিসসাকে দেবার মতো যথেষ্ট গমের দানা পাওয়া যেতে পারেঃ।

বাদশা বিস্ময়স্তম্ভিত হয়ে বিচক্ষণ বৃদ্ধের কথাগুলো শুনলেন।

শেষ পর্যন্ত চিন্তিতভাবে বললেন, “এই বিশাল সংখ্যা বলুন”।

“মালিক”, উত্তর দিলেন বিজ্ঞ ব্যক্তিটি, “ওই সংখ্যাটি হল-
১,৮৪,৪৬,৭৪,৪০,৭৩,৭০,৯৫,৫১,৬১৫”

তথ্যসূত্র:
অঙ্কের জাদু-সেলিনা আক্তার

ENGLISH SECTION

Md. Sharwar Alam
Vice Principal

Be confident

Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. If people remember me as a good teacher, that will be the greatest honor for me.

Every teacher should have a mental set up to sacrifice his present for the future of our children so that nation can get a better tomorrow. Our politics should be centered on the betterment of our students, for the betterment of the nations. The young generation is the core resource of a nation. When they grow up who can be the role models? Parents and elementary school teachers play a very important role when a child grows up. National leaders of quality and integrity in every field including politics, the sciences, technology and industry can also be role models. But it's a matter of sorrow that the politicians are not playing the proper role which should be followed by all of our children. Ethically our politicians are not so much honest and responsible.

Never stop fighting until you achieve your destined place that is unique to you. Have an aim in life, continuously acquire knowledge, work hard and have perseverance to realize the great life.

Life is a struggle for existence. If you want to lead a better and successful life, you must have fight against your all disfavor. Remember, nobody will give you chance to settle down in a better position in society. So you are the architect of your own fate. Never expect any help from anybody for your career development. Keep in mind, your success depends on your own strength and on the

When you speak
Speak the truth
Perform when you promise;
Discharge your trust.

Withhold your hands from
Striking and from taking
That is unlawful and bad.

Almighty. You must be courageous in every stage of life and decisions.

We should not give up and we should not allow the problems to defeat us.

Life is not a bed of roses. There is no life where there are no difficulties. You have to face problem in every step of your life. Life is a playground where you have to be a skilled player for defeating all sorts of problem.

The bird is powered by its own life and its motivation.

Almighty has given you enough knowledge and power for building career and finding the way of life. Look at the flying birds, they are generating power for themselves. They are not depending on others for their energy and power. Always, you should depend on your own power and capacity that lies in you.

You see, God helps only those people who work hard. That principle is very clear.

There is a saying that industry is the mother of good luck. Success never comes to you without hard labor. So be industrious and lead a very successful life.

Excellence is a continuous process and not an incident.

It is very difficult to be excellent in any purpose of life. Hard labor and continuous investment of labor is essential for keeping you at the top of the success.

If you salute your duty, you need not salute anybody, but if you pollute your duty, you have to salute everybody.

Whatever you do be a good one and do your duty properly. If you do your duty properly no need to care anybody. But if you do not do your duty properly you have to manage everybody in any way that will never be a good way of living. So do your duty with honesty and integrity.

Difficulties in your life do not come to destroy you. But, to help you, realize your hidden potential and power. Let difficulties know that you are difficult too.

Difficulties in life are very common phenomena. But you should not give up your trying what you want to do. Difficulty gives you hidden energy and promise to repair your lacking and finding the new and better way of life. So never be frustrated at the time of your failure and difficulties. Pluck courage and work accordingly, success must come to you.

Look at the sky
We are not alone
The whole universe is friendly to us
and conspires only to give the best
to those who dream and work.

Hope is the illusion of human life. If there is no hope, there is no life. Man without any hope like stagnant water that cannot produce any crops. In this world we have lot of way flourishing ourselves. Every individual must keep some hope before him and should work accordingly for his success.

Accept your past without regret
handle your present with confidence
and face your future without fear

Every individual has some sorrows and failure in his life. On the way of life every individual has to face some difficulties. Facing these difficulties he should overcome all the problems of existence.

Climbing to the top demands strength, whether it is to the top of Mount Everest or to the top of your career.

Where there is will, there is a way. For reaching at the extreme point of success, we should have single minded devotion for reaching to the destination that we are expecting.

This is my belief: that through difficulties and problems God gives us the opportunity to grow. So when your hopes and dreams and goals are

dashed, search among the wreckage, you may find a golden opportunity hidden in the ruins.

There is no short cut way becoming great. Difficulty in your life is like a touch stone that can help you finding the right way of your life. Certainly, when your hopes, dreams and goals will be in dashed, you will be in trouble and you will be alone, in that case you must be courageous and strong enough for finding the right way of life. You should not be stopped fighting difficulties and you walk over the wreckage and have to find the path of success from the ruins. Success can only come to you by courageous devotion to the task lying in front of you. You need a spirit of victory that will carry you to your dreamed place.

All birds find shelter during rain. But Eagles avoid rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude make the difference.

Never be frustrated in any situation. Always be positive whatever happens. Always depend on your own strength and philosophy. Never lose your courage in any kind of unusual situation, because success belongs to them who do their duties and responsibilities properly with no fear. Success always stays with the people who always depend on their own courage and their own strength.

When you speak
Speak the truth
Perform when you promise;
Discharge your trust.
Withhold your hands from
Striking and from taking
That is unlawful and bad.

Never be frustrated and disheartened in any situation. Keep in mind, life is a battle field. You have to fight against all the obstacles of life for survival.

Source: 1) Ignited mind
2) Turning Points.
By APJ Abdul Kalam.
3) Manifest your destiny
By Dr. Wayne W. Dyer.

Sabina Ferdousi
Lecturer

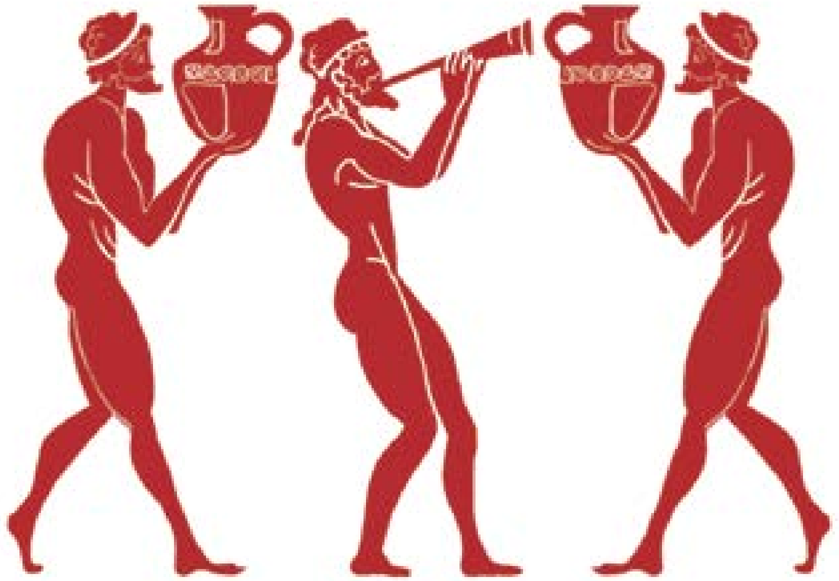

A Glimpse of Greek Mythology

The word "Myth" is derived from the Greek word "Mythos", which simply means "story". So, "Myth" refers to colorful stories that may be historical, though often supernatural, explaining the origins of a cultural practice or natural phenomenon. And "Mythology' is a collection of myths, especially one belonging to a particular religious or cultural tradition.

Greek mythology is a large collection of myths and teachings that belong to the ancient Greeks, concerning their gods and heroes, the beginning of the world, and the origins and significance of their own culture and ritual practices. It was a part of the religion in ancient Greece.

The Ancient Greeks believed that in the beginning, the world was in a state of nothingness, which they called chaos. Suddenly, from light, came Gaia (mother earth) and Uranus (the sky). Gaia and Uranus had 6 sets of twins. The most important of the 12 children were Kronos and Rhea.

Gaia gave birth to some monsters called Cyclops. Uranus disliked the Cyclopes, so he forced Gaia to keep them in her womb. Gaia angered by the amount of pain that Uranus had put her through by holding babies in her womb, sought revenge on Uranus. Gaia used her son Kronos, who chopped off Uranus' genitals. Kronos threw Uranus into the ocean.

From the blood of his genitals, came the goddess of love and beauty-Aphrodite.

Kronos married his sister Rhea and gave birth to 6 children, who were called the gods. Kronos, who was afraid of a prophecy delivered to him a while ago, swallowed each of his children each time they were born. Rhea did not like this, so she saved Zeus and gave Krenos a rock to eat instead. Zeus was raised by a centaur named Chiron, who is also the son of Kronos, in a mountain cave. When Zeus was old enough, he tricked Kronos into drinking a mixture of wine and mustard. Kronos vomited up the rest of the gods, who, being immortal had been growing up completely undigested in Kronos' stomach. Zeus then banished Kronos to Tartarus.

Zeus was from then on the leader of the gods, and created man for his own entertainment.

The gods and goddesses in Greek mythology have special parts in the world. For instance, Zeus is the god of the sky, Poseidon is the god of the sea and Hephaestus is the god of fire. They can make themselves invisible to humans and move to any place in a very short amount of time. The gods and goddesses also never get sick and can only be hurt by very unusual causes. This is called being immortal. The king of the, gods was Zeus, who lived with the other gods on top of Mt. Olympus in Greece. The gods were children of the Titans such as Kronos and Rhea.

Greek mythology has 12 main gods known as the Twelve Olympians, including Zeus, Poseidon, Hera, Hades, Hephaestus, Dionysus, Athena, Artemis, Apollo, Ares, Demeter, Aphrodite, Hermes, and Hestia. Before them there were the 12 Titans lead by the youngest Titan, Kronos. Hestia gave up her throne for Dionysus.

There are lots of monsters in Greek mythology. Many are hybrids of animals or people. Some important Greek monsters are Minotaur's, satyrs, centaurs and chimera. 'Hybrid animals are called chimeras sometimes because of the monster.

The myth of the Sun is also a quaint-essential part in Greek Mythology. The Greeks believed that the sun was pulled across the sky by a chariot driven by the god, Apollo, (Or Helios, as some say) Apollo father of Orion husband and brother of Artemis (the goddess of the hunt and the moon and queen of Olympus) and he himself was the god of archery, poetry, and king of Olympus. Every day, Apollo would drive the Sun Chariot across the sky and provide light and heat for the people of Greece.

Greek mythology had an extensive influence on the culture, arts, and literature of Western civilization and remains part of Western heritage and language. Poets and artists from ancient times to the present have derived inspiration from Greek mythology and have discovered contemporary significance and relevance in the themes. In Homer's two epics "The Iliad", "The Odyssey", Tennyson's poems "Ulysses", "Oenone", "Tithonus" and John Keats' prominent odes Greek Mythology has found a special status.

Source:
1. Greek Mythology-by Edith Hamilton
2. Wikipedia

Fariza Zaman
Assistant Teacher

Mail to GOD

She was stretching her hands to let go off the weariness, struggling to open her eyes as the rays of the morning sun struck through the holes of her cemented window. In the distance, against the glowing amber Sun, her mom was harvesting paddy acutely bent over the fields, her father was plowing the fields guiding the ox. "Tung.. Ting..Tung", the noise of the vessels brought her attention to her elder sister perched over the stove intensely cooking their meal. She knew it was about few months away by when she would assist her sister in cooking.

Drowned in her thoughts, she got ready to leave for school. She neatly plaited her hair tying the loose ends with bright red ribbon, sheepishly pinning up the torn end of her uniform, excited to attend school. She left home on bare feet, bag hanging down her shoulder; waving goodbye to her parents to walk to her school about three kilometer from her home.

Parul was studying in class five, next year she would be promoted to the higher secondary class, but her village did not accommodate a Higher Secondary school. She would have to travel 20 odd km through narrows trenches navigating two canals to pursue her dream of studying further. Her dad would never let her go thus far for education. She enjoyed studying and wanted to become a doctor to protect her village from deadly diseases. On her way back from school, she saw a post box. An idea hit upon her. She ran back home, flung her bag aside, picked her pencil to write, "Dear God! I want to become a doctor and help the poor. Give me a big school in my village". She was very happy and content when she went to sleep that night. She was staring at the glittering stars as she fell asleep, assured her wish would be granted by the god.

Next morning, she rose early, gleefully ran to school. On her way she posted this letter to God. She turned around and headed to school with a broad smile.

Months flew by, nothing happened. Parul was writing in her final exams. She went and asked a teacher if her school would turn big. Her teacher felt sorry for this little girl but couldn't help her. With every passing day her fear grew. One night as the family sat for dinner, Parul asked her parents, "Can I go to the big school?" Father said, "No, it's very far from home dear." Her mother understood her daughter's heart but only able to take her into her lap.

One fine morning Parul was busy playing with her mates under the tree. She saw her sister running towards her waving a letter calling out for her. Parul jumped up to snatch the letter. It was the announcement of her results. She stood first in class. Parul was disappointed as she was waiting for the news from God.

The new academic year began, she was asked to assist her sister. In her spare time, she read stories; she constructed models of hospitals from clay mud. One day when Parul was reading her favorite story, there was a buzz in the village. Outsiders from the city had come to the village asking for Parul. When she was summoned, she hid behind her mother. The well-bred gentleman asked her if she wanted to be a doctor. She was very shy but did not fail to nod her head.

The two men were from a NGO (Non-Governmental Organization). They work in the cities tirelessly to educate the masses. They have a vision of educated Bangladesh, a Bangladesh with self-sustained villages. They showed Parul the post card she had written to God.

They promised to build a big school for Parul in her village in coordination with the Government. Meanwhile they were ready to sponsor Parul's education in the city.

Parul was overwhelmed that she was going to school. Her God responded. Her parents were worried to send their daughter. After the volunteers at the NGO counseled her parents, Parul was allowed to study. It was a new beginning.

When Parul was leaving her village to study the whole village had come to send her off. The children and her play mates were amused. The government had passed an order to build a higher secondary school for the village.

As Parul was getting ready to get to board the bus, a little present was handed over to her by the village Post Master with the words –"All the best" inscribed. He was the God who weaved the words in the magic for Parul. He whispered into her ears-"Honest desires from your heart never go unanswered my little lady".

Ten Motivation Tips for the Classroom

Fazla Masud
Assistant Teacher

Having trouble getting students motivated? May be you just need to shake up your everyday routine! Check out our gallery of Ten Motivational Tips for the Classroom, and find ways to get students excited about learning such as strategies to keep students engaged, allow for creativity, change the daily routine, among many more ideas.

Keep Students Active and Engaged
When students are interacting and engaged, they won't have time to get bored. Choose students randomly to answer questions, and make them understood that you value their inputs and ideas. Participation of students in interaction and sharing enhances instructional time and prepares students to function more effectively as a body of learners. We must recognize the importance of these dynamics and find ways to celebrate student intelligence.

Allow for Creativity and Variety
Assigning a piece of writing? Allow students to pick their own genre such as reports, poems, creative writing stories, plays, or songs when assigning a topic. When students can pick their favorite form of writing, they'll stay intrinsically motivated.

Create a Class Newspaper
Inspire interest in current events by using a local paper as a model for reporting class events. Class projects in every subject area can be presented as news articles with headlines, bylines, lead-ins, bodies, and summary paragraphs. Word games, weather, horoscopes, and after-school activities can be integrated with whatever content is being taught.

Get Out of the Classroom
Holding class or even just a short discussion in a new environment, whether in a park, museum, or the school library is a great way to stoke the interest of the students. When you return to your classroom, they may discover a new approach to a problem or assignment.

Create a Competition
Participate in a competition. As long as there is appreciation for everyone's best effort and not all attention is placed solely on the winner, a competition can be a great way to create excitement.

Offer Differentiated Instruction
Knowing that you'll have students differing in abilities in your classroom, craft your lessons for everyone taking into consideration the different ability levels.

Provide Feedback Promptly, Frequently, and Efficiently
Students must be able to see a direct connection between any effort or completed task (such as homework) and a response from you, both verbal and written. Make sure you mention each student's personal progress, rather than comparing his or her work with others in the class.

Provide Multiple Opportunities for Students to Set Goals
Students should have multiple opportunities to set their own academic goals. Invite them to establish obtainable goals for a lesson, a unit, or even for the whole year. Ask them what they would like to learn about a topic and what they think they must do to learn that material. Psychologists tell us that the goals we set for ourselves (as opposed to the goals others set for us) are intrinsically more motivational. We're more inclined to pursue those goals and relish in the success that comes about when we achieve them.

Start the Day with Fun
Start the day off on a pleasant note: a funny video, a trivial question, or fun fact will help students see the entertaining side of learning.

Share Accomplishments
Provide numerous opportunities for students to share their accomplishments with the class and the class to share their achievements with larger school community. Use skits, plays, readers theater productions, library displays, bulletin boards, a class newspaper or newsletter, or other media to promote the efforts of the whole classroom.

Charcoal

Sumaya Afrin Afsana
Assistant Teacher

Charcoal is one of the oldest drawing materials, produced by firing willow, vine or other twigs at high temperatures in air-tight containers. This carbonizes the wood but leaves each stick whole and ready for use as a drawing medium. 'Cennino Cennini' described the technique in the fifteenth century; slips of willow were tied in bundles, sealed in earthen ware pots, placed in the local baker's oven and left over night until they were quite black. He pointed out the importance of timing; over firing produces a crayon that splits into pieces with use. Two centuries later, Volpato described how pieces of wood were crammed into and iron tube which was sealed with hot ashes made red hot, then plunged into water to cool off.

Early writings suggest that charcoal was essentially used as a means of drawing out images for panel painting or fresco. Now a days, although it is still considered a suitable medium for drawing out an image prior to painting, charcoal is used very much as an expressive medium in its own right.

Manufacture and Equipment

How charcoal is made-

Now-a-days, willow for artist's charcoal is grown in organized plantations and harvested annually during the winter months. The most common species, Salex Trianda, Pravides the standard sticks of charcoal for drawing. The seven foot Trianda willow rod tapers naturally to produce thick medium and thin sticks. Another species, the osier willow is harvested every two years and provides thicker sticks for large scale work. Once the cut willow rods have been sorted, they are bundled into wads and boiled in water for nine hours to soften the bark. This is then stripped off in a revolving machine and the willow dried in the open air. The sticks are tied into bundles, sawn into standard lengths and packed tightly into iron firing boxes. The boxes are filled with sand on a vibrating table to prevent air gathering to them while in the kiln. The sticks shrink considerably during firing and the sand takes up the space. After pre heating to dry them out the sticks are fired in a kiln for several hours at a high temperature. Twenty four hours later they are cool enough to be packed (If the charcoal is removed from the sand too early, it may spontaneously combust).

Different Forms of Charcoal

1. Thin willow charcoal.
2. Medium willow charcoal.
3. Thick willow charcoal.
4. Scene painter's charcoal.
5. Charcoal pencil.
6. Compressed charcoal sticks.
7. Vine charcoal.

Fixatives for Charcoal

In the past, charcoal fixatives were dilute solutions of shellac, mastic or colophony in alcohol. Modern fixatives are polyvinyl acetate solutions in a quickly evaporating acetate solvent. As an alternative two or three coats of an acrylic emulsion applied with a spray gun provide a permanent sealed surface. This holds the charcoal in its original graphic art state and it is not affected by accidental scuffing.

Crack Platoon

Sumaya Akhter Shaili
Class: IX, Section: A, Roll:7

Crack platoon or Dhaka Crack platoon was a special commando team of the Mukti Bahini which was formed in 1971 during the Bangladesh Liberation War. It was a suicide squad (Citation needed) formed by young members of Mukti Bahini which carried out commando operations in Dhaka and its surroundings. The commandos were mostly students and civilian, received guerilla training later in the training camps for Mukti Bahini in India and then engaged in battle against Pakistan Army. In August 1947, the Partition of British India gave birth to two new states, the Dominion of India and the Dominion of Pakistan, the later intended to be a home land for the Muslims of the Indian sub-continent. The Dominion of Pakistan comprises of two geographically and culturally separate areas to the east and the west of India. The western zone was popularly (and for a period of time, also officially) termed West Pakistan and the eastern zone (now Bangladesh) was initially termed East Bengal and later East Pakistan. Although the population of the two zones was close to equal, the political power was concentrated in West Pakistan and it was widely perceived that. East Pakistan was being exploited economically, leading to grievance of many. Administration of two discontinuous territories was also seen a challenge. On 25 March, 1971, rising political discontent and cultural rationalism in East Pakistan was met by brutal suppressive measures. Force from the ruling elite of the West Pakistan establishment, came in East Pakistan and conducted Operation Searchlight. The events of the nine-month conflict of the Bangladesh Liberation war are widely viewed as genocide while the Pakistan Army and local (East Pakistani) collaborators targeted Hindu communities, intellectuals and members of the oppositional political parties for attacks. Historians estimated that, during the war of liberation, between two hundred thousand and Four hundred thousand women and children were basic being born. Estimates of persons killed during, the conflict range from between 269,000 to one to three million. An estimated ten million refugees entered India. The situation contributed to Indian government's decision to interne military in the civil war. Thirty million people were displaced. Susan Brown Miller documented that girls from the age of eight to grandmothers aged 75-year became rape victims during the war. The basic objectives of Crack Platoon were to demonstrate the strength of Mukti Bahini, terrorizing Pakistani Army and their local collaborators. Another major objective was to provide news to the international community that the situation of East Pakistan was not normal. The commando team also aimed in inspiring the people of Dhaka who were frequently became victims of killing and torture. These objectives were successfully fulfilled by Crack platoon. The World Bank mission in its reports clearly described prevailing in East Pakistan. In the report, World Bank mission prescribed to end the military region in the East Pakistan. Crack Platoon carried out serial successful and important operations. The power supply in Dhaka was devastated which caused severe problem for Pakistan Army and the military administration in Dhaka. The Chinese restaurants in Dhaka had become almost prohibited for Pakistani army officers.

Recognition and Awards

The role of Crack Platoon in the war of liberation in Bangladesh was highly appreciated by the post war government of Bangladesh and its people. Six commandos including Mofazzal Hossain Chowdhury, the leader of Crack Platoon and a minister currently were awarded Bir Bikrom, third highest gallantry award in Bangladesh and two commandos were awarded Bir Protik, fourth highest gallantry award in Bangladesh.

Nanotechnology

Zuhair Islam Saron

Class:IX, Section: D,Roll:03

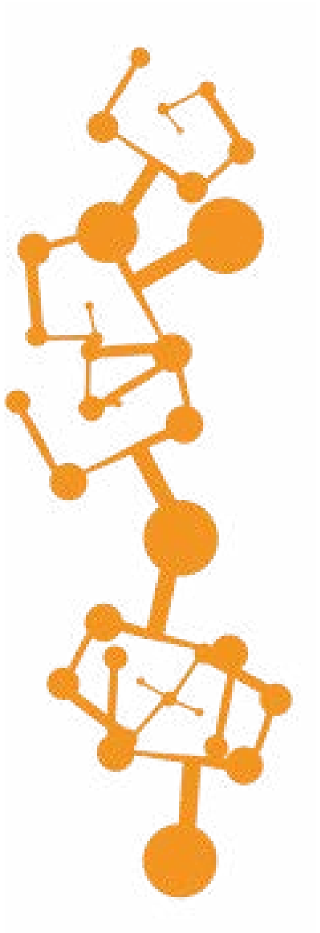

The science that deals with manipulating matter on an atomic or molecular scale is called Nanotechnology. Nanotechnology uses engineering in atomic level. This is the newest of all the engineering studies. Matters are made of a number of molecules. The laws of physics, which are applicable for matters in the macro level, may not be applicable in the molecular level where it follows the laws of quantum mechanics .That is why characteristics of matters often differ from the molecules that constitute it. Again, the way the atoms of matters bond plays significant role in shaping its characteristics. For example, diamond is the hardest, known natural mineral on Earth and graphite is very soft although both are just, two different forms of carbon. The difference exists in their atomic arrangement. These peculiarities and characteristics of the matters in different sacks are the basis of nanotechnology. The unit of nanotechnology is nanometer which is one billionth of a meter the diameter of a molecule is 0.1 nanometer. There are vast uses of nanotechnology in our daily useable things. The sunscreens use Nano particles of the zinc oxide or titanium oxide which protect our skin from ultraviolet ray. Nano practices of aluminum silicone are being used now to make the coatings scratch resistances. At present the engineers rein force traditional plastics by Nano particles to make new materials, which can be used as lightweight, replacements for metals. It is through the grace of nanotechnology through which we could shorten the size of computer equal to one room to the size of our palm. At present the treatment of cancerous cells also affects other cells. But scientists are thinking to make nano robots which will only destroy the cancerous cells. In this world there is no rose without thorn. Similarly nanotechnology has some demerits. Because of extremely small size, nano particles cannot be observed in human body. Again weapons of mass destructions can be made with the technology. Though there are some demerits of nanotechnology but its importance in our life is undeniable.

Al-Quran about "Why is the universe dark?

Md Rafsan Bin Rafiq

Class:IX, Section:D, Roll:13

We see stars all around, so why don't their combined light add up to make our night sky and surrounding space bright? German physicist Heinrich Wilhelm Olbers put the same puzzle this way in1823. If the universe is infinite in size and stars or galaxies are distributed throughout this infinite universe, then we are certain to see a star eventually in any direction we look. As a result, the night sky should be aglow. Why isn't it?

In fact, the answer is far more profound than it appears. There have been many attempts at explaining this puzzle, dubbed over the years. One version implicated dust between stars and perhaps between galaxies. The idea was that the dust would block the light from far away objects making the sky dark. In reality, however the light fall on the dust would eventually heat it up so that it would glow as brightly as the original sources of light.

Another proposed answer for the paradox held that the tremendous speed of distant galaxies would move light out of visible range into invisible infrared. But if this explanation were true, shorter wave length ultraviolet rays would also be shifted to visible range-which doesn't happen.

"And He made dark its night and brought out its light."

(Al-Quran, 79:29)

"I swear by the night when it draws a veil".

(Al-Quran, 92:1)

The best resolution to Olbers paradox at present has two parts. First, even if our universe is infinitely large, it is not. This point is critical because light travels at finite (though very fast) speed of about 300,000 kilometers per second. We can see something only if the light that emits had time to reach us. In our everyday experience, that time delay is a minuscule: even seated in the balcony of concert hall, you'll see the conductor of the symphony raise her baton less than a millionth of a second after she actually does.

When distances increase, though, so the times delay. For instance, astronauts on the moon experience a 1.5 second time delay in their communication with mission control due to the time it takes the radio signal (which are a form of light) to travel round-trip between earth and moon. Most astronomers agree that the universe is between 10 and 15 billion years old. And it means that the maximum distance from which we can receive light is between 10 and 15 billion light years away. So, even if there are more distant galaxies, their light will not yet have had time to reach us. The second part of the answer lies in the act that stars and galaxies are not infinitely long-lived. Eventually, they will dim. We will see this effect soon in nearby galaxies. Thanks to shorter light travel time. The sum of these effects is that at no time are all the conditions for creating a bright sky fulfilled. We can never see light from galaxies at all distance at once, either the light from the most distant objects hasn't reached us yet, or if it has, then so much time would have had to pass that nearby objects would be burned out and dark. Al Quran gave signs for this description. Apart from this, there are more descriptions about universe, astronomy, physics, chemistry, geography, embryology, necrology and many more in the Holy Scripture Al-Quran. So, Al Quran is the source of all knowledge and Science.

Life

Mostofa Afser Fahid
Class: IX, Section-D, Roll-07

Life is a stage to perform on it. Yes, it is true! Our life is nothing but a collection of some moments. May be those moments are sweet or sad. Whatever it is, we should realize every event. We should remain thankful to God for giving us such an interesting life. Every disadvantage, every failure is the way of finding success. It should be taken as challenge because every challenge of life makes the life worth living. We should give the best performance of ours in this stage. If we give our best, our life will be regarded as ideal. So we should lead life bravely. We should not wait for tomorrow because our life time is very short. We do not know whether tomorrow will come or not. We should live every single moment properly. Every sorrow, every pain should be removed by a smile because, if we want to gain, we have to face pains. No success is without failure, No gain is without pains. No pain, no gain. No life is perfect without facing challenges. If there is no sorrow, we do not get the relish of true happiness and our life will be incomplete. So, everybody should make the best use of life. To me, making the best use of life is to listen to your mind.

Abhijeet Datta
Class-IX, Section:D, Roll-01

Visit to a Place which Changed My Mind

It can be said that it is almost a kind of our family traditions to visit a place each year especially in the December after the end of final exam. However, last year we did not break our tradition rather we visited a place. That time the place was in India which is totally different from other places. It is full of different languages, the capital city of Tamil Nadu, Chennai. I never thought that a place with totally different language could give me such enjoyment. Though it was somewhat difficult to talk but the six days I passed in Chennai will never going to be removed from my mind. However, I started my journey directly from Mymensingh to Kolkata. After staying there for a day, a flight from Kolkata took us to Chennai. When we reached there, there was dark in the road, but the airport of Chennai is something which we should see. After getting out of Airport we got into a car which was hired by us for next six days for roaming Chennai. We passed the night in a hotel. Next morning we went out for sea beach which is famous as Morina beach. We enjoyed a lot there. After enjoying beach we went to Crocodile Snake Park, the National Museum of Chennai and the biggest shopping mall in Tamil Nadu. But we didn't forget to pay a visit to the Apollo Hospital for which Chennai is renowned. It is really a huge hospital. We found lots of Bangladeshi there only roaming for treatment. There was a little problem in taking food but we managed it. The next day we went to Mahabalipuram, enjoyed the beach temple and we went to Pondicherry that day. Pondicherry is a place which is full of foreigners specially the people from France.

The Aurovile is a place in Pondicherry which I am never going to forget. After that we visited the Tirupati Tirmala Mandir in Andhra Pradesh. The most interesting thing in this temple was that I and my father had to wear South Indian dress. After visiting the Golden temple in Vellore we returned to Chennai in the same time when I stepped in Chennai for the first time. The next day a flight from Chennai took us to Kolkata. While travelling in the plane, I think that Chennai, the place where I had no interest to visit, I want to go there again and again now. Though there were problems in talking and having food, the place I visited is never going to be deleted from my mind. After finishing 12 days' travelling I returned to Bangladesh. We continued our tradition still. Now it is the time to wait for a time when we will again travelled a place.

The King and His Four Wives

Khadiza Tahsina Hasan
Class: VII, Section: F, Roll: 103

The king of Azgard who is memory today. So, dating back to the final days of his demise the king had completely taken bed and was counting his final days. In such a breath taking moment, the king summoned the youngest of his four wives. This wife was dearest to him. He asked her if she would accompany him to the afterlife. She gazed at him with an astonishing look and replied, "Sorry, but I won't do that. I will leave you as soon as you die and remarry again." The king being shocked called upon his third wife. He also adored this wife a lot and always kept her dressed with the finest clothing and ornaments. When he asked would she go with him, she also gave the similar sound of depth and acknowledged him that her journey with him would be till his demise. She loves herself very much. She can't leave the world with him. Falling in a distressed situation, the king called upon his second wife. She was the one who always was there by his side in his rise and fall in the best and in the worst. So, the king was very hopeful about her. But she also said that she won't be able to make the journey with him. She said that she would arrange a funeral for him after his demise. She will remember him every now and then and even arrange his funeral but accompanying him is not the option. At last, a voice from the mist said, "I'll go with you". The king was very shocked to hear the enthralling words and even more astonished to see that it was none but the voice of his first queen. He asked her in a very deep and flabbergasted voice, "Why do you want to go with me I have never even treated you well." She replied, "I love you very much and by the will of nature I'll accompany you to wherever it is may it be heaven or hell." The king fell out in tears being contrite of his deed.

In today story if you were the king the youngest wife would have been your wealth and possessions. The third wife would be your body which you like to decorate a lot but still is abyss to the world. The second wife is your friends and family who will help you in all the phases of your life. And, the last one - the first wife - is your soul. The soul, of which, you forgot about all your life and concentrated on only worldly deeds. So, be generous to your soul and don't just wade behind worldly pleasures. At the end your soul is the only accomplice you will find may it be heaven or hell. (Collected)

Syeda Fahada Hamim
Class: VIII, Scetion:D, Roll:25

The Secret Sacrifice

'Ma'- this word, this sound is the sweetest to everyone. Some are very lucky to have mother but they cannot understand the value of having mother. Wiseman said people do not understand the value of close person when they are close. They can understand the value when they pass away. See, I am girl who lost her mom in such a way which is unforgettable. This unforgettable secret still haunts me at night in my dreams. It is a 15 years' old story. I was only 10 years old then. Me, mom and dad - that was my small family. We were happy with each other. One night my father came very late. I thought it for his official work. But no, it was something else. Since that day every night my father used to come late and his attitude was changing. One day my father and mom had a great fight. My mom asked my father, "Why are you taking drugs?" I was just astonished by listening that. I knew about drugs then. Again my mother said, "You know, we are a middle class family, your drugs will take us to street. Your business is also ruined. How will I manage everything?" My mother was a housewife but beside this she used to do social service. After one year our life has been changed. Everything was ruined. My mother used to work in different houses. But my father did not do any job. His drug addiction was increasing day by day. That time I was in class VI. One night my father came from outside. My mother woke up from sleep. My mom was working in the kitchen. My father shouted, "Give me money". My mother told "No, today we are in this situation for you". That night my father and mom had a great argument. Suddenly my father got out of control and started to attack my mother. I came out and tried to save my mom but I couldn't. My father pushed me and stabbed my mother with a knife. I got frightened. I pushed my father, he fell on the floor and a lot blood came out from his head. I did not notice that. I got shocked and was sitting like paralyzed. The next day when neighbors came, they all thought I killed my mom and dad. I got jailed for 13 years. It is said when parents fight it affects the child. I was affected. My soft heart was frightened but couldn't get the soft anchal of mom. I was alone and till now I am. Today I got myself in the light of sun, the beautiful environment the natural air after 13 years. Today I came out of jail. But I don't feel like that. Till now if anybody sees me he/she call me a criminal. But only I am the one who knows the truth. People's talking does not affect me now. It does not hurt much when I get hurt. The reason, I got the most valuable person taken away from me. I'm alive but dead inside.

Sabrina Sadia (Loba)
Class: VIII, Section: E, Roll: 21

Little Children and a Witch

Once there lived a businessman named Jack in a small village of London. He had a son named John and a daughter named Melan. His wife died in an accident. So, he got married again a woman named Mira. Mira could not stand John and Melan. She tried to harm them. One day Jack went to town for his business. After a few days Mira hit upon a plan. She told the children, "John and Melan, I'm going to jungle for collecting some fruits. Can you please help me?" The children said, "Yes, mom." Then they went to the jungle. When they reached in the deep of the jungle, Mira said, "Children, I'm going to collect fruits. You are looking tired, so take some rest under this tree." The Mira left them and returned home. On the next day, Jack came back from town. He told her wife, "Where are my children?" Mira told all of her plan to Jack. Jack was very angry and said Mira, "You are really a heartless woman. I hate you." Then Jack went to find out his children. Mira also realized her crime and she also went out. On the other hand, John and Melan were waiting for her mother, but she didn't come. John and Melan didn't know the way of their home. So, they started walking. After walking a long time, they saw a house which was made by chocolate and cookies. They were very hungry. So, they went to the house and took a part of cookie on the wall of that house. Suddenly an old woman came out from that home. She told John and Melan, "Children, are you hungry?" They replied, "Yes, granny. The old woman said, "Come to my house. I will give you food." They went to this home. The old woman served them delicious dishes. The children enjoyed the tasty foods. Then they wanted to go home. When they went near the door, it was magically locked. Then the woman turned into a witch. The witch had a magic stick. She captured John and kept Melan. One day the witch decided to kill John. So, she brought a big bowl and filled it into water to make a soup. She arranged a fire under the bowl. Melan thought, it was the last chance to save her brother. She came near to the witch and pushed her to the fire. The witch died. Melan took the magic stick and free John. Then they applied magic on a handkerchief and it turned into a big sheet. They rode on the sheet and flied on the sky. On the way, they saw their parents searching them. They went to their parents and returned home. All of them lived very happily at last.

(Collected)

Siddika Akter Jahan
Assistant Teacher

Come Again

Rain, Rain, Rain
You have to come to touch leaf.
To make again evergreen
We want to see the unseen.

Dream, Dream, Dream
You have to come in eyes
With lot of wishes and also with smile
To make a heaven for lost child.

Spring, spring, Spring
You have to come to bloom
All flowers which are waiting,
All of hearts for dancing.

Angel, Angel, Angel
You have to arise
In human as awake of truth-
Humanity itself a renaissance to
Human world.

Fauzia Fahima Jeny
Class: VIII, Section: E, Roll: 08

Best Friend

Best friend means a strong bonding
Best friend means share,
Best friend means emotional bonding
Best friend means care.

When you open your eyes
Try to find a real person,
Who removes your boredom
You find your best friend.

I have a best friend
We like each other,
We understand each other
We depend on each other.
I cannot forget her ever
I love her so much,
We are best friends forever!

Md. Nadim Al Mahmud
Class: V, Section: E, Roll: 87

Little Bird

Little bird, little bird
You have a very soft heart.
Little bird, little bird
Everywhere you can go
Without any tax, without any pay.
Little bird, little bird
Give me your wing
Give me your travel chart.
I will go through
The canal, river and the sea
Hill, mountain everything I'll see.
Come down, little bird
Give me one travel card.

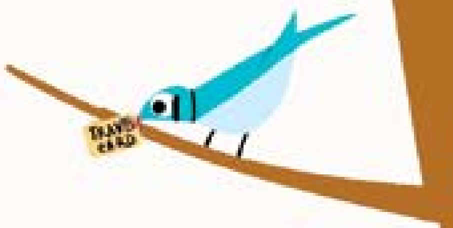

Raisa Binte Mahbub
Class: VIII, Section: D, Roll: 10

The Last Journey

Death is not death to all
For some, it's an achievment.
But some achievments become
as painful as death
When the time comes
Fortune just laughs,
When tears are hidden
Sorrows are concealed.
Elegant days become
Suffering
Colourful paintings seems to be
discoloured,
And it becomes impossible
to bear.

Sabbir Mahmud Soad
Class: VII, Section: F, Roll: 41

A Student

I am a student
Never be absent
Teacher opens register
I respond 'yes sir'.
Respect every teachers
Is my parent's order,
Assist always all the teachers
I also want to be happier.

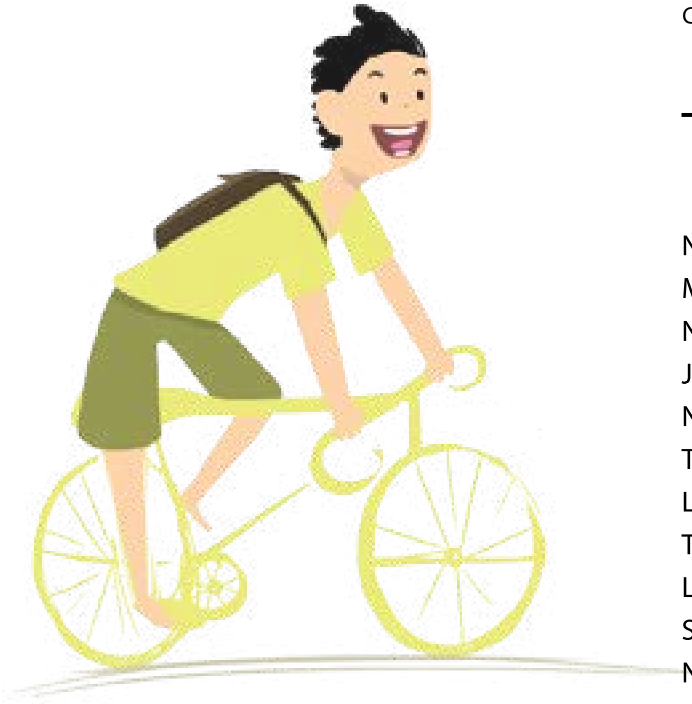

Walid Hasmi Hossain
Class: XII, Roll: 380, Sec: E (EV)

The Road to A Legend

Never to loose, never to hide
Make all your fears die.
Never to hope, never to cry.
Just make your dreams fly.
Never to run never to lie
Truth will always let you rise.
Learn to struggle, learn to fight
The slightest percent can bring in life.
Live your life, learn to abide
Success will hold you tight.
Never to cripple, never to hide
Your life will truly be legendized.

Shayer Wahid Musa
Class: XII, Section: E,Roll: 382

Did you know that...

- The heat in the upper 5 km of the Earth's crust would theoretically be sufficient to provide us with energy for 1,00,000 years.
- We need a lot of energy even when we think and not just when we do hard physical work.
- While coughing, air is thrown out of the mouth at a speed of over 800 km/h. Jet planes fly at this speed!
- A DVD can store the contents of 25 CDs. The reason for this is that the data grooves on a DVD are very close to one another.
- The Japanese have only 10 holidays in a year.
- Over 2,000 thunder storms occur in the world every day.
- Without drinking water for many days a rat can live for many days than a camel.
- In the eye of a bee there are about, six thousand three hundred microscopic lens.
- In human's lung there are about 300 core very small veins. If we add those veins side by side than it will be about 1500 mile.
- The color of the blood of spider is transparent like glycerin.

Ahnaf-Ibne Tarik Arko
Class: VII, Section: B, Roll: 223

Jokes

1.
Teacher : Why are you so late?
Student : "Well ,I was crossing the road
and suddenly it says, "School a head, go slowly."

2.
Teacher : Four elephants go for a walk on a stormy day. They have only one umbrella with them. How can they come none of them getting wet?
Student : Well, did anybody say it was raining?

3.
Student : Can I be punished for something I haven't done?
Teacher: "Of course not, that would be very unfair!"
Student: (feeling relieved) Ok, I'm sorry, I haven't done Your homework.

(Collected)

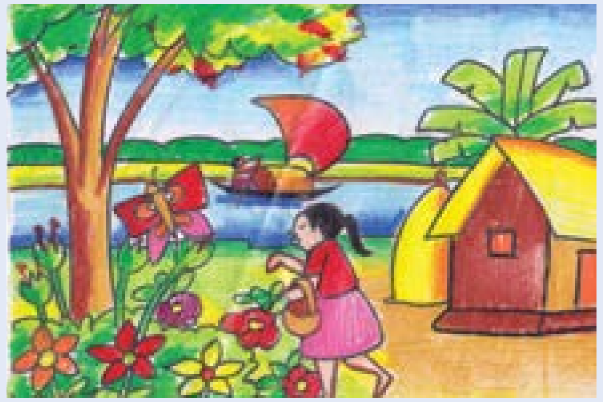

কামরুন্নাহার অরণী, ৪র্থ শ্রেণি, শাখা-ঙ, রোল-৬৭

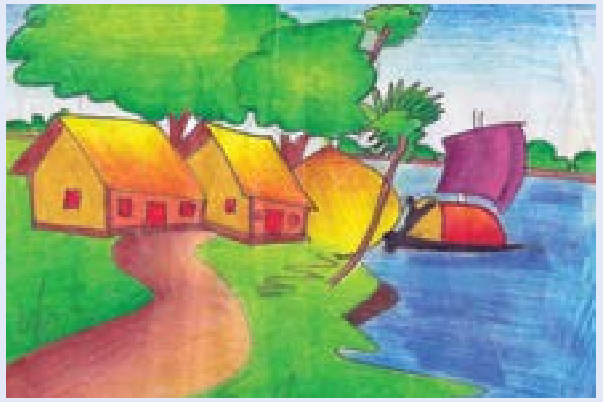

সৈয়দ জাকি মোজাহিদ, ৩য় শ্রেণি, শাখা-গ, রোল-১২২

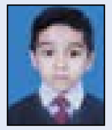

মিথিলা রহমান, ২য় শ্রেণি, শাখা-খ, রোল-৪৮

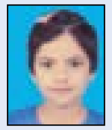

জান্নাতুল ফেরদৌস মাওয়া, ২য় শ্রেণি, শাখা-ক, রোল-১

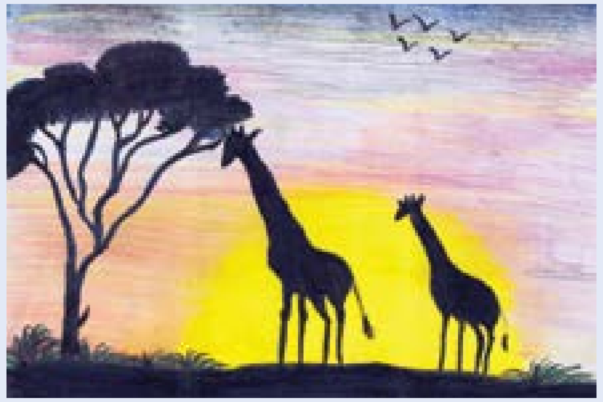

সুমাইয়া ইসলাম তানিয়া, দশম শ্রেণি, শাখা-খ, রোল-২২

নিশাত আনজুম অর্পি, ৩য় শ্রেণি, শাখা-ঙ, রোল-৩

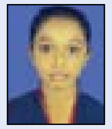

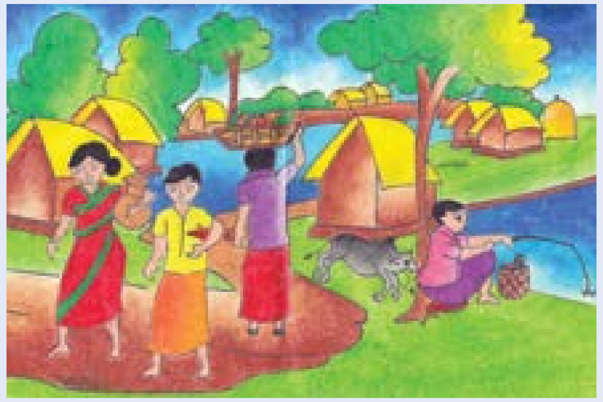

সামিয়া রহমান সেতু, ৫ম শ্রেণি, শাখা-খ, রোল-১১

মালিহা তাসনীম (প্রভা), ৫ম শ্রেণি, শাখা-খ, রোল-২৯

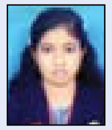

সাবিকুন নাহার মাহিরা, ৯ম শ্রেণি, শাখা-খ, রোল-১১

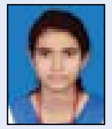

আফিফা নওশিন, ৩য় শ্রেণি, শাখা-ঙ, রোল-৩৩

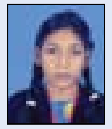

সাজিদ মাহমুদ, ৫ম শ্রেণি, শাখা-গ, রোল-৪

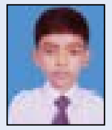

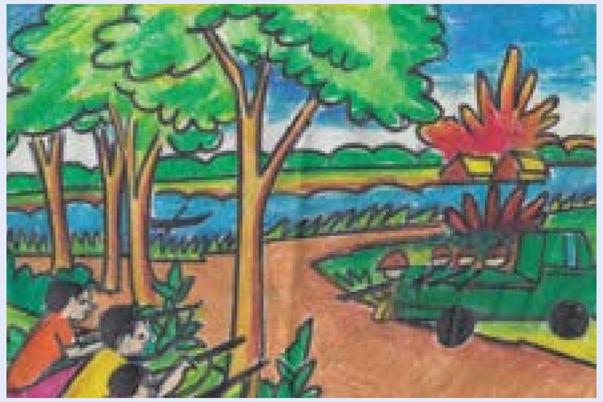

ইমতিয়াজ মাহমুদ, ৪র্থ শ্রেণি, শাখা-ই, রোল-৪৪

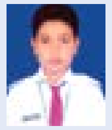

রাকিবুন্নাহার লিজা, ৪র্থ শ্রেণি, শাখা-ক, রোল-০৩

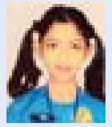

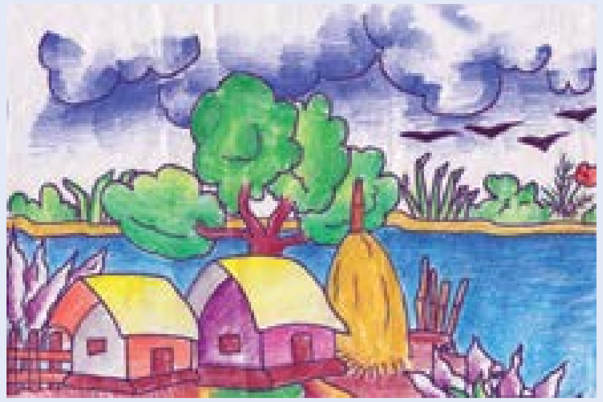

সানজিদা কৌশি, ৫ম শ্রেণি, শাখা-ডি, রোল-১৩৮

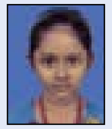

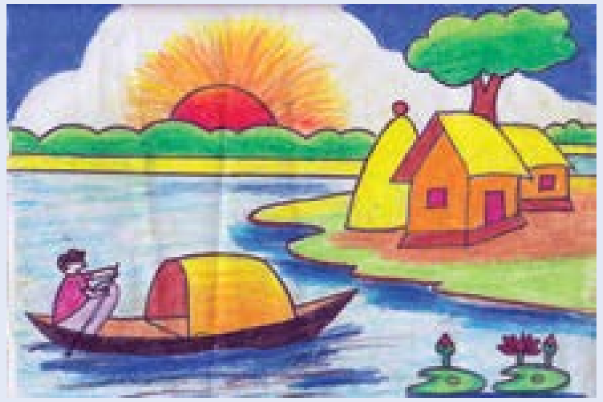

ফাতিহা জাহান (পূর্বা), ২য় শ্রেণি, শাখা-ক, রোল-২৫

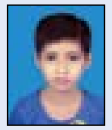

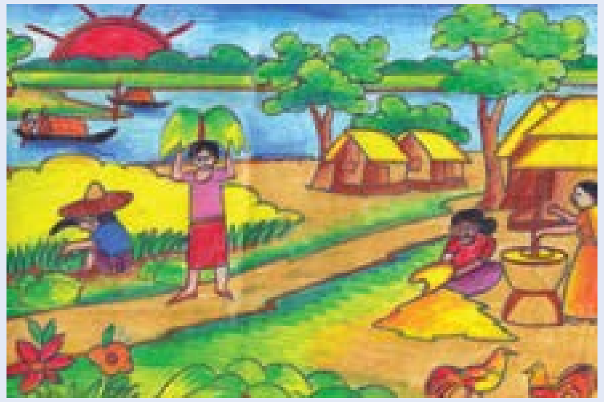

মোঃ ইয়াছির আরাফাত, ৩য় শ্রেণি, শাখা-ঘ, রোল-১০

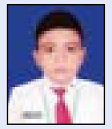

ফরিয়ান আশনি খান শায়েরী, ৫ম শ্রেণি, শাখা-ডি, রোল-২৫৯

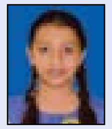

রাইদাহ্ ফিরদাউস ইউশা, ৫ম শ্রেণি, শাখা-চ, রোল-৭৫

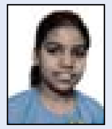

যারিফা সামীহা, ২য় শ্রেণি, শাখা-ক, রোল-০৩

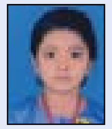

শাদমান আল তাসনীম, ৩য় শ্রেণি, রোল-৬৩

সুমাইয়া আফরিন লোভা, ৪র্থ শ্রেণি, শাখা-খ, রোল-১৮

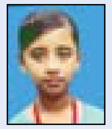

নুশরাত জাহান অনামিকা, ৩য় শ্রেণি, শাখা-ই, রোল-১০৪

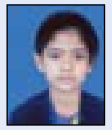

উন্মীলন
বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০১৮

শ্রেণিভিত্তিক
গ্রুপ ছবি

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

নার্সারি শ্রেণি “ক” শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-মাহাবুবা আফরোজ

নার্সারি শ্রেণি “খ” শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-অরুপা ঠাকুর শিল্পী

নার্সারি শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-রোকসানা পারভীন

নার্সারি শ্রেণি "ঘ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-রওশন আরা

নার্সারি শ্রেণি "ঙ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-আয়েশা আক্তার রুমা

কেজি শ্রেণি "ক" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-স্বপ্না রানী দাস

কেজি শ্রেণি "খ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-স্বদেশ কুমার দত্ত

কেজি শ্রেণি "গ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-মোঃ নজরুল ইসলাম-২

কেজি শ্রেণি "ঘ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-মোঃ জসিম উদ্দিন

কেজি শ্রেণি "ঙ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-মোঃ হাবিবুর রহমান

১ম শ্রেণি "ক" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-মোঃ মঞ্জুরুল হক

১ম শ্রেণি "খ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-খন্দকার মৌসুমী নাসরিন

১ম শ্রেণি "গ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-মোঃ শাহজালাল মিয়া

১ম শ্রেণি "ঘ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-এনায়েত উল্লাহ

১ম শ্রেণি "ঙ" শাখার ছাত্র-ছাত্রী, শ্রেণিশিক্ষক-মোঃ নজরুল ইসলাম-১

দ্বিতীয় শ্রেণি "ক" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- আবু সায়েম

দ্বিতীয় শ্রেণি "খ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ তারেক রহমান

দ্বিতীয় শ্রেণি "গ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ বিদুৎ তরফদার

দ্বিতীয় শ্রেণি "ঘ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- সুমাইয়া আফরিন আফসানা

দ্বিতীয় শ্রেণি "ঙ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মাহাবুবুর রহমান ফকির

তৃতীয় শ্রেণি "ক" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- ফজলে মাসুদ

তৃতীয় শ্রেণি “খ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ আমিরুল ইসলাম

তৃতীয় শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ নজরুল ইসলাম-২

তৃতীয় শ্রেণি “ঘ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- কে এম রাশিদুল হাসান

তৃতীয় শ্রেণি “ঙ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- আল আমিন

তৃতীয় শ্রেণি “চ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- কাজী সুস্মন প্রিয়া

চতুর্থ শ্রেণি “ক” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ সিরাজুল ইসলাম

চতুর্থ শ্রেণি “খ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- সঞ্জয় বিশ্বাস

চতুর্থ শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ লিয়াকত আলী খান

চতুর্থ শ্রেণি “ঘ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মাঈন উদ্দীন আহামেদ মাহী

চতুর্থ শ্রেণি “ঙ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- খালেদা বেগম

চতুর্থ শ্রেণি “চ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- আব্দুর রহমান

পঞ্চম শ্রেণি “ক” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- ইলোরা ইমাম সম্পা

পঞ্চম শ্রেণি “খ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- আ ন ম মাহমুদুল হাসান

পঞ্চম শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক-রোমানা হামিদ

পঞ্চম শ্রেণি “ঘ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ মাজহারুল ইসলাম

পঞ্চম শ্রেণি “ঙ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- আনোয়ার পারভেজ

পঞ্চম শ্রেণি “চ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- সিদ্দিকা আক্তার জাহান

ষষ্ঠ শ্রেণি “ক” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- ফৌজিয়া বেগম

ষষ্ঠ শ্রেণি “খ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- এ কে এম খায়রুল হাসান আকন্দ

ষষ্ঠ শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- ফাতেমা উম্মে রায়হান

ষষ্ঠ শ্রেণি “ঘ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- জুলেখা আখতার

ষষ্ঠ শ্রেণি “ঙ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মাসুদ রানা

সপ্তম শ্রেণি “ক” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- ফাতেমা খাতুন

সপ্তম শ্রেণি “খ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- শিরীন আক্তার

সপ্তম শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- এম এ বারী রব্বানী

সপ্তম শ্রেণি “ঘ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মৌমিতা তালুকদার

সপ্তম শ্রেণি “ঙ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- সোহাগ মনি দাস

সপ্তম শ্রেণি “চ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- নয়ন তারা

অষ্টম শ্রেণি “ক” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ নুরুল ইসলাম

অষ্টম শ্রেণি “খ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ ওমর ফারুক

অষ্টম শ্রেণি "গ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ মনোয়ার হোসেন

অষ্টম শ্রেণি "ঘ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- ফারিজা জামান

অষ্টম শ্রেণি "ঙ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ আতিকুর রহমান

অষ্টম শ্রেণি "চ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মাহবুবা নুরুন্নেছা

নবম শ্রেণি "ক" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- অবনী রঞ্জন রায়

নবম শ্রেণি "খ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- এ কে এম শহীদ সারওয়ার

নবম শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ ইমতিয়াজ সরকার

নবম শ্রেণি “ঘ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ আবদুল অহিদ

নবম শ্রেণি “ঙ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- রোকসানা বেগম

দশম শ্রেণি “ক” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- রেহানা সুলতানা

দশম শ্রেণি “খ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- রুবাইদা বিন্‌তে রহমান

দশম শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ নূরুর রহমান

দশম শ্রেণি “ঘ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোহাঃ কামাল হোসাইন

দশম শ্রেণি “ঙ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোহাম্মদ ফারুক মিঞা

একাদশ শ্রেণি “ক” শাখার ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- নাহিদ আরা

একাদশ শ্রেণি “খ” শাখার ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- আঞ্জুমান আরা

একাদশ শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্রবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ এনামুল হক

একাদশ শ্রেণি “ঘ” শাখার ছাত্রবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী

একাদশ শ্রেণি "ঙ" (ইংলিশ ভার্সন) শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- সাবিনা ফেরদৌসি

একাদশ শ্রেণি "চ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ আবু সাঈদ

একাদশ শ্রেণি "ছ" শাখার ছাত্রবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ তরিকুল গণি

একাদশ "ঝ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ শাহীদুল ইসলাম

দ্বাদশ শ্রেণি "ক" শাখার ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- এস.এম.জাহিদুজ্জামান

দ্বাদশ শ্রেণি "খ" শাখার ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- গৌতম চন্দ্র দাম

দ্বাদশ শ্রেণি “গ” শাখার ছাত্রবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী

দ্বাদশ শ্রেণি “ঘ” শাখার ছাত্রবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- সোহেল মিয়া

দ্বাদশ শ্রেণি “ঙ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- কামরুন নাহার হাসিনা

দ্বাদশ শ্রেণি “চ” শাখার ছাত্রবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ আনিসুজ্জামান রানা

দ্বাদশ শ্রেণি “ছ” শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- মোঃ নাছির উদ্দিন

দ্বাদশ শ্রেণি “জ” শাখার ছাত্রবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- এমদাদুল হক

দ্বাদশ শ্রেণি "ঋ" শাখার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেণিশিক্ষক- আব্দুল বাতেন

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী

একাডেমিক সাফল্য

পিইসিই ২০১৭-এ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আনন্দোল্লাস।

জেএসসি ২০১৭-এ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উল্লাস।

এসএসসি ২০১৮-এ জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের একাংশ।

প্রাতঃকালীন কেন্দ্রীয় সমাবেশ

পরিদর্শন

পরিচালনা পর্ষদ এর সভাপতি মহোদয়ের শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন।

লাইব্রেরি পরিদর্শনে সভাপতি মহোদয়।

পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ-এর পরিদর্শন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া, পরিচালক (শিক্ষা) মহোদয়কে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্রিফ করছেন অধ্যক্ষ।

পরিচালক (শিক্ষা) মহোদয় এর সাথে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ।

ল্যাব কার্যক্রম

রসায়ন

পদার্থ

কম্পিউটার

লাইব্রেরি

জীব বিজ্ঞান

কৃতি সংবর্ধনা

২০১৮ সালে এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেজর জেনারেল সাজ্জাদুল হক, জিওসি, ১৯ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার ঘাটাইল এরিয়া মহোদয়ের সঙ্গে অন্যান্য অতিথি ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এসএসসি পরীক্ষা-২০১৮ এর কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন প্রধান অতিথি মহোদয়।

এসএসসি পরীক্ষা-২০১৮ এর কৃতি শিক্ষার্থীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন প্রধান অতিথি মহোদয়।

কৃতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি মেজর জেনারেল সাজ্জাদুল হক।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস

সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সাথে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শনে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়।

শিক্ষার্থীদের নৃত্য পরিবেশনা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশনা।

বিজয় দিবস

বিজয়দিবসে সংগীত পরিবেশনায় শিক্ষার্থীরা।

বিজয় দিবসে প্রতিযোগীতায় বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করছেন বিশেষ অতিথি মিসেস তাসরিন রাহিমা খান

দেশাত্ববোধক গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন।

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সাথে সম্মানিত অতিথি ও শিক্ষকবৃন্দ ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা।

অমর ২১-এর প্রভাত ফেরিতে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে কবিতা আবৃত্তি করছে শিক্ষার্থীরা।

বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণের ওপর আলোচনা শ্রবণরত শিক্ষার্থীরা।

জাতির জনকের জন্মবার্ষিকী

জাতীয় শিশু দিবসের র‌্যালিতে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের সংগীত পরিবেশনা।

জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়।

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবস-২০১৮ এর প্রথম প্রহরে সারাদেশে সমস্বরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনায় অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ।

আন্তঃ হাউস দেয়ালিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে দেয়ালিকা উন্মোচন করছেন প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মঈন খান ও বিশেষ অতিথি তাসরিন রাহিমা খান।

স্বাধীনতা দিবস-২০১৮ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শনে অধ্যক্ষ মহোদয়।

জাতীয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ।

জাতীয় শোক দিবস

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী খুদে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রাক্তন অধ্যক্ষ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করছেন বিশেষ অতিথি।

জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা

আন্তঃ হাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিবাদন গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়।

কলড্রনে শিখা প্রজ্জ্বলন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮ এর মশাল প্রজ্বলন করছে স্পোর্টস প্রিফেক্ট।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অভিবাদনমঞ্চ অতিক্রম।

প্রতিযোগীদের অভিবাদনমঞ্চ অতিক্রম।

আন্তঃ হাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা

দৌড়বিদদের লক্ষ্যে পৌঁছার লড়াই ।

খুদে শিক্ষার্থীদের প্রাণপণ লড়াই ।

মোরগ লড়াইয়ে নিজ নিজ হাউসকে জয়ী করতে মরিয়া প্রতিযোগীরা

বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করছেন সম্মনিত বিশেষ অতিথি অধ্যক্ষপত্নী ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয় ।

মনোজ্ঞ ডিসপ্লের একাংশ ।

আন্তঃ হাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আকর্ষনীয় ডিসপ্লের একটি মুহূর্ত ।

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আকর্ষনীয় ডিসপ্লের একটি মুহূর্ত ।

যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করছেন বিশেষ অতিথি তাসরিন রাহিমা খান ।

প্রতিযোগিতায় রানার আপ‘ ঈশা খাঁ হাউসকে’ ট্রফি প্রদান করছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি ।

আন্তঃ হাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা

প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন 'নজরুল হাউসের' অ্যাথলেটদের সাথে সম্মানিত প্রধান অতিথি, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ।

বেলুন উড়িয়ে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী-২০১৮

মার্চ ২০১৮- এর তৃতীয় শ্রেণির শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী আরিশা বিনতে ফয়সলকে পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়।

প্রিফেক্ট নির্বাচন

কলেজ প্রিফেক্ট আরিফ শাহরিয়ারকে অ্যাপোলেড পরিয়ে দিচ্ছেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়।

কলেজ প্রিফেক্টদের শপথ গ্রহণ।

অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার তৎপরতার মহড়া

প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপক মহড়ার একাংশ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অগ্নি নির্বাপক মহড়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৭ এর আঞ্চলিক পর্যায়ের একটি মুহূর্ত ।

স্কুল শাখার বিতার্কিক মহুয়া মৃন্ময়-এর বক্তব্য উপস্থাপন ।

বিটিভি এর আন্তঃ স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৮
এ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী দল ।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল

বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে শিক্ষকদের একাংশ ।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে শিক্ষার্থীদের একাংশ ।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার

সম্মানিত অতিথি বক্তা অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এর সাথে প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ ।

বক্তব্যের এক মুহূর্তে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ।

সম্মানিত অতিথি বক্তা অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এর সাথে প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ ।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রেষণামূলক বক্তব্য রাখছেন অতিথি বক্তা অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ।

বিদায়ী সংবর্ধনা

বিদায়ী অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল মোঃ শহীদুল হাসানকে স্মারক সম্মাননা প্রদান।

যুক্তিবিদ্যার প্রভাষক পারভীন সুলতানাকে বিদায়ী শুভেচ্ছা।

এইচএসসি-২০১৮ এর বিদায়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বিদায়ী অনুভূতি ব্যক্ত করছে এইচএসসি-২০১৮ এর পরীক্ষার্থী মীম।

এসএসসি-২০১৮ এর বিদায় অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করছে পরীক্ষার্থী মহুয়া মৃন্ময়।

বিজ্ঞান মেলা

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা পরিদর্শনে উপাধ্যক্ষ মহোদয়

নিজেদের আবিষ্কারের বিবরণ দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা

বিভাগীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় সাফল্যের পুরস্কার গ্রহণ করছে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ওয়ালিদ

শিক্ষা সফর (কলেজ)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা

শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিচ্ছেন অধ্যক্ষ মহোদয়

শিক্ষা সফরে শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

র‌্যাফেল ড্র বিজয়ী শিক্ষার্থীর পুরস্কার গ্রহণ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছে শিক্ষার্থীরা

শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০১৮

উচ্চ মাধ্যমিক গ্রুপে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ময়মনসিংহ বিভাগীয় দল।

চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সংবর্ধিত করছেন বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়।

প্রাথমিক গ্রুপে বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ময়মনসিংহ বিভাগীয় দল।

১লা বৈশাখ

বৈশাখী মেলার স্টল

ফিতা কেটে মেলার দ্বার উন্মোচন করছেন সম্মানিত বিশেষ অতিথি তাসরিন রাহিমা খান

একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মো: সারোয়ার আলম।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নৃত্য পরিবেশনা।

নবাগত শিক্ষার্থীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে কলেজ প্রিফেক্ট আরিফ শাহারিয়ার

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ প্রতিযোগিতায় আমাদের সাফল্য

কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী'র খেলোয়ারদের সাথে জিওসি মহোদয়।

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়নের ব্যক্তিগত পুরস্কার গ্রহণ করছে মোমেনশাহীর খেলোয়াড়রা।

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ হ্যান্ডবল (বালিকা) প্রতিযোগিতায় স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন মোমেনশাহীর খেলোয়াড়দের সাথে সভাপতি মহোদয়।

আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ হ্যান্ডবল (বালিকা) প্রতিযোগিতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

স্কুল পর্যায়ে ফাইনাল খেলার একটি মুহূর্ত।

সভা-সমাবেশ

পরিচালনা পর্ষদের নিয়মিত সভা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

নব-নির্মিত কার পার্কিং এরিয়া।

যানজট নিরসনে বাইপাস সড়ক।

নিরাপত্তা ফটক।

অফিস ভবন সু-সজ্জিতকরণ।

দেয়ালিকা

নজরুল হাউস

জয়নুল হাউস

ঈশাখাঁ হাউস

“

যাঁদের হাত ধরে আমাদের
পঁচিশের পথচলা, শুভাকাঙ্ক্ষী,
সুহৃদ, প্রীতিজন তাঁদের প্রতি
আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা

”

আর্কাইভ

আর্কাইভ

পথ চলায় যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধ্যাপক আব্দুল হান্নান
অধ্যক্ষ

আতিকুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

মোঃ আল হেলাল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক

মাহাবুর রহমান সোহেল
সিনিয়র শিক্ষক

মোঃ আরিফুল হাসান
সহকারী শিক্ষক

জামাল উদ্দিন
জুনিয়র শিক্ষক

কামাল হোসেন
নিরাপত্তারক্ষী

হাউস মাস্টার ও প্রিফেক্টবৃন্দ

হাউস মাস্টার

সঞ্জয় কুমার কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক,
বাংলা
ঈশাখাঁ হাউস

মুহাম্মদ আহসান হাবীব
সহকারী অধ্যাপক,
গণিত
নজরুল হাউস

মোঃ শাহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক,
পরিসংখান
জয়নুল হাউস

কলেজ প্রিফেক্টবৃন্দ

স্কুল প্রিফেক্টবৃন্দ

হাউস প্রিফেক্ট (নজরুল হাউস)

হাউস প্রিফেক্ট (ঈশাখাঁ হাউস)

হাউস প্রিফেক্ট (জয়নুল হাউস)

College Report - 2018

The colourful and rich campus of Cantonment Public School and College, Momenshahi has added an extraordinary strength and joy to our lives. The routine and disciplined life of the institute though sometimes appear to be drab, it in fact gives a new dimension to our personal life. Our successive acquirements reflect that ours is a home presenting the nation disciplined and worthy citizens. The result in both academic and co-curricular activities has adorned the institution with the crown of one of the best institutions of the country. It is a matter of great glory that our institution became runner up on the basis of academic and co-curricular result and achieved the Chief of Army Staff Runner Up Trophy-2016. Moreover, the School became 3rd on the basis of overall activities and the college became 7th. This institute has been acknowledged as 'The Best Institute' on the occasion of National Education Week– 2016. Again, on the evaluation of National Education Week– 2017 our college section has been acclaimed as ' The Best College' in Mymensingh district.

Our students have a great reputation in co-curricular activities not only locally but also nationally. In Creative Talent Hunt Competition– 2018 (Language and Literature), Rafi Ahmed of class XII stood first in Divisional level as well as Md. Zahidul Islam of XII became first on Extemporary speech in the competition of National Education Week– 2018. It is a matter of great joy that both of our School and College team became champion nationally in 'National Anthem Singing Competition-2018.'

In Inter- Cantonment Public School and College Football (Boys) and Handball (Girls)– 2018, our boys and girls have made a glorious achievement. Our boys from college won the champion trophy in football competition and our girls from school have also become champion in handball competition.

The result of PECE, JSC, SSC and HSC is very excellent. A leading number of students have got scholarship both in Talent pool and General Grade. The percentage of passing rate is always 100% in PECE, JSC, SSC and 98.25% in HSC in 2017 which is certainly better than other institutions of the locality.

Academic Progress at a Glance:

Name of the Exam	Year	Total Examinee	+A	A	Percentage of Passing
PECE	2017	206	192	14	100%
JSC	2017	172	159	13	100%
SSC	2018	157	147	10	100%

Name of the Exam	Year	Total Examinee	+A	A	-A	B	C	F	Percentage of Passing
HSC	2017	513	92	329	73	10	_	09	98.25%

Both the Chairman of the Governing Body, Brigadier General Mohammad Moin Khan, NDC, PSC, ISC and the Principal, Lt Col Md. Tajul Islam, G+ are very much devoted about the academic improvement of the institution. All these achievements, discipline, strong management, congenial atmosphere etc. result in the place at the top in this area.

Arif Shahria Akand
College Prefect
Class - XII

College Report - 2018

Games and sports are the embodiment of some growing qualities. The Students of Cantonment Public School and College, Momenshahi know to bear a sound mind, physical exhaustion is needed and games and sports bring discipline in life and raise strength and patience of mind. So, they invest a lot of their interest in sports. Throughout the whole year, various types of games and sports events are arranged in the institute's campus where Houses (Ishakha, Nazrul, Zoynul) combat with one another to win the trophy.

Handball
In Inter House handball competition 2017 Nazrul House (boys) became champion beating Ishakha House. Again, Nazrul House (Girls) beat Ishakha House to achieve the champion trophy. Moreover in Inter – College Handball competition at District level 2016-17 the boys of this College became Runner-Up. It is to be noted that our girls from School won the champion trophy in Inter Cant. Public school and college Handball competition 2018.

Volleyball
At the beginning of the year of 2017 in Inter house outdoor competition Ishakha and Nazrul House fought for the trophy in the final. Ishakha House became the champion beating Nazrul House.

Basketball
In final match of Inter House Basketball competition, Zoynul House won the match and Nazrul House became Runner Up.

Cricket
In outdoor Games Competition – 2017 three Houses formed their teams with the students from both school and college sections. Ishakha House beat Zoynul House in the final match and became unbeaten champion.

Football
Every year the most popular game, Football takes place. In 2017 outdoor Games Ishakha House (College) beat Zoynul House (college) in final. Ishakha House became champion in this competition.

Samia Jesmin, a student of class X, is our pride. Nationally She became 3rd in Table Tennis (single) in Inter School and Madrasa Sport Competition 2018. Besides these, four students from School participated in Squash Competition of Bangladesh Youth Games – 2018.

Despite these, Annual sports was held for three days in this year. Students of both school and college section participated in different track and field events from the three Houses. A colourful display of the selected students enriched the beauty of the competition. Our honourable Chairman and his wife distributed prizes among the winners. Nazrul House became the champion and Ishakha became runner up. With the promise and aspiration, we have the hope to step in a new year again to meet the challenges.

Abdullah Al Maruf
College Games Prefect
Class- XII

Cultural Report

Every educational institution runs its curricular and co-curricular activities simultaneously to bring out the latent talent of the students. Among these co-curricular activities, art and culture is a vital branch that induces a student to be a future leader of the nation. To nurture the hidden leadership and to flourish inner unknown dormant part of human mind every year Cantonment Public School & College, Momenshahi arranges a cultural week in its own arrangement. In this year the students who are divided into three houses – Ishakha, Nazrul and Zoynul participated in different branches of art and culture like music, dance, debate, general knowledge etc. Ishakha House became the champion and Zoynul House became runner-up in that cultural competition arranged in cultural week. Besides, our institution arranges different cultural competition on International Mother Language Day, Independence Day, Victory Day, Armed Forces Day.

Apart from its own arrangement, the students participate in regional and national level cultural competition and bring glorious success for themselves and for the institution as well. The achievements of the students in regional and national level are leading the institution to an eye soaring height in the firmament of art and culture.

Achievements of the students in regional and divisional level

Sl no.	Name of the competition	Participants	Name of the branch	Region/ Division	Place/position
1	Inter Cantt. Public School and College Debate Competition	Students of CPSCM (School)	Debate	Ghatail Area	Champion
2.	Inter Cantt. Public School and College Debate Competition	Students of CPSCM (College)	Debate	Ghatail Area	Champion
3.	Independence Day Observation	Students of CPSCM (School & College)	Essay	District	1st, 2nd & 3rd
4.	Creative Talent Hunt	Rafi Ahmed	Language & Literature	Division	1st
5.	National Education Week	Md. Zahidul Islam	Extempore Speech	Division	1st
6.	National Education Week	Walid Hashmi	Science Fair	Division	Champion

Achievements of the students in National level

Sl no.	Name of the competition	Participants	Name of the branch	Region/ Division	Place/position
1	Inter Cantt. Public School and College Debate Competition	Students of CPSCM (College)	Debate	National	Runner-up
2.	National Education Week	Md. Zahidul Islam	Extempore Speech	National	1st
3.	National Anthem Singing	Students of CPSCM (School)	National Anthem	National	1st
4.	National Anthem Singing	Students of CPSCM (College)	National Anthem	National	1st
5.	Creative Talent Hunt	Rafi Ahmed	Extempore Speech	National	Runner-up

In this way the students of Cantonment Public School and College, Momenshahi keep going with their triumphant march in the field of art and culture. Along with our phenomenal success in academic field we are trying to keep our head up in art and culture.

A Glimpse of Few Societies

BNCC

Boy's in Scouting

Girl's in Scouting

Rover Scout

Club & Society Report

Educational institutions are the best places for learning and it (Learning) is not now limited to traditional system and bookish knowledge. Cantonment Public School & College Momenshahi (CPSCM) aims at bringing out the immense potentiality existing in the children so that they can reach to the highest level of intellectual practice and material wellbeing. For the flourishment of the faculties of the children's mind. There is a wide variety os clubs and societies in this institute where students cultivate their resources, culture and get recreation besides bookish studies. The Programme of these clubs and societies are held on each alternate Thursday at the first and second period under the supervision of teachers in change.

English Extemporary Society :
Officer in Charge : Sabina Ferdousi, Lecturer

The Clubs and Societies are :

English Extempore Society
English Pronunciation and Recitation Society
Bangla Pronunciation and Recitation Society
Bangla Extempore Society
English Debate Society.
Bangla Debate Society.
Islamic Teaching Society.
Acting Society.
Music Society.
Dance Society.
Boys Scout Society.
Rover Scout Society.
Girls in Scouting Society.
Math Society.
Science Club.
General Knowledge Society.
Volleyball Society
Basketball Society.
Handball Society(For Girls)
Badminton Society (For Girls)
Football Society
Cricket Society
Band and Display Society
Fine Arts Society
Chess Club.
Computer Club
BNCC Society
Photography Society

English Extempore
Officer in charge : Sabina Ferdousi, Lecturer
English is the key to higher education, good job, prosperous life. It is now the global language. The Proficiency in English is a pre requisite qualification for acquiring knowledge and shining in life. To make the students efficient in written and spoken English, spontaneous participation of the students has been influenced. Students join this club and there are already thirty seven students working in this club. Efforts are made to uphold this practice continuously. The Classes of this club are held regularly.

English Pronunciation and Recitation Society
Officer in charge : Kamrunnahar Hasina, Lecturer
This club arranges debate, picture describing, instant speech and play several vocabulary games. Recorded cassettes on communicative English are also played for the improvement of their pronunciation. Sharp pronunciation attracts us all and we the members are devoted to it.

English Debate Society :
Officer in charge : Md. Tarikul Gani, Lecturer

Cantonment Public School & College Momenshahi provides all the opportunities to the students to enrich and flourish their latent merits. English Debate club is a part of these. Interested students are enlisted in this club and under the supervision of the concerned teachers now twenty seven students are practicing regularly through group discussion, debating. The students member of this club have achieved excellent result in inter House Debate competition.

Bangla Debate Society
Officer in charge : Sonjoy Kumar Kundu, Assistant Professor

The aim of cantt. Public School & College Momenshahi is to impart all round liberal education. Debation adds quickness to mind and removes hesitation and anxiousness of the students. Bangla Debate club is working to improve the eloquence and make the students good debaters. Through various kinds of activities forty students of this club are advancing to gain their desired goal. The members of this club have already participated in inter House Debate competition where they have showed their wonderful performance.

Bangla Extempore Society
Officer in charge : Hosne Ara Jesmin, Lecturer

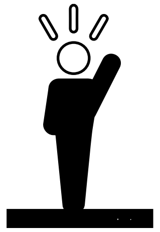

To make the students efficient in written and spoken Bangla, the spontaneous participation of the students has been influencing and other students join this club and there are already thirty seven students working in this club within limited practice. Efforts are made to uphold this practice continuously. The Classes of this club are held regularly.

Dance Society :
Officer in charge : Ilora Imam Shampa, Senior Teacher

Man's for art and artistic mind is eternal. Dance is the finest art of expression which evokes human mind. To satisfy their mind, forty nine artists of this club practise with patience on the society days to reach to noble form. In various functions and competitions, the members of this club have showed excellent performances and won glory for the institute.

Acting Club :

Officer in charge : Shirin Akter, Senior Teacher

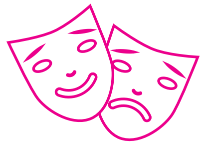

Drama is the mirror of dynamic modern life and changes which are evident with time. The world is a stage. We are the players acting in the scene and action of life. By it's arrangement the Acting Club teachers and the students experiment the facts of life and practice in imitating them. It is trying to bring out something good from it's thirty members who are interested in acting. In this club, they hold and open discussion on the tactics of acting and drama, recently staged or telecast on the television. The aim of this club is to grow interest, flourish the thoughts and ideas and create a free mentality in this regard.

BNCC Society :

Officer in charge : Syed Kadiruzzaman, Assistant Professor

Discipline is necessary in life and being cadet is an ideal task for the students because it trains students to lead a disciplined life. Despite this, NCC cadets also learn to protect themselves in desperate situation and help the people in distress. The intellectual talent of the cadets is sharpen in social awareness competitions such as English newspaper reading, debate, extempore, set speech etc. In recent regimental camping the cadets of the platoon showed their sparkling talents by winning trophy in debate, etempo, newspaper reading etc. Some members of this society have already attended few training programmes and many of them are in practice for receiving training and badges. The twenty two NCC cadets of this society are divided into three sub teams and they are participating in various tasks of BNCC under the trained Army staff.

Rover Scout Society :

Officer in charge : S M Zahiduzzaman , Assistant Professor

Lord Batten Powel is the pioneer of Scouting. Being inspired by the ideals and teaching of scouting the members of this society have taken oath to serve the people in distress and to make them ideal citizens of the country. In the society, they learn about different tactics of overcoming obstacles in their path and nurse their talent doing different kinds of activities. The motto of becoming ideal, self-depended citizens is being cherished in their hearts and under the supervision of trained teachers, they have become strong and expert team to win their goal.

Bangla Pronunciation and Recitation Society

Officer In charge : Md. Nasir Uddin, Lecturer

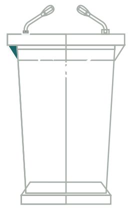

Excellent accent and the art of expression are the juice of all speeches. There is no alternative of recitation as it expresses the joys and sorrows of life composed in refined pieces to develop the creativity of the students. by enhancing the spirit and evaluating the fifty nine students achievement, this club let the students to participate in different competitions where they have also proved their worth. They learn how to recite poems with proper intonation and correct pronunciation. They also get the scope for staging and taking part in district level literary competition.

Islamic Teaching Society :

Officer in charge : A K M Shahid Sarwar, Senior Teacher

The Holy Quran is not written by men. This is the direct message of Allah. To improve the religious sense and raise excellent recitation power of the holy Quran, the students of this society get the guidance of the related teachers. They also influence them to read the life and works of the cursors of Islam. In understanding the message of suras, Bangla translation of the lines are added with this. On special occasions the students of this club show their attainment specially on Assembly day. Fifty students are being trained in this club on the scheduled days of clubs and societies. On special occasions of the institute, they paly their flute and impress the audience.

Music Society

Officer in charge : Nasrin Pervin, Lecture

Music is the soul of life. It is an art. It is the bearer of culture and heritage of a nation. Despite this, individuals sensitive feeling are expressed in this art. It is keener and deeper in music than any other from of art. Through lyric and melody, the world and thoughts of the artist get a complete expression. The music club is successfully contributing to develop the creative cultural faculties of the seventy students. On the club days, the members of this society practise newer and up-to-date modes of music. On the important occasions of both national and institutional like Bangla new year, 21st February, members of this club have been able to get a great commendation. Besides these, many members of this club have brought glorious success in several district and national competitions which have brightened the image of the institute.

Boys Scout Society :

Officer in charge : Md. Mazharul Islam Chowdhury, Lecturer

Discipline in life is necessary and scouting is an ideal task for the students because it trains students to lead a disciplined life.Despite this, scouts also learn to protect themselves in desperate situation and help the people in distress. Some members of this socity have already attended few training programmes and many of them are in practice for receiving training and bedges. The fifty scouts of this society are divided into three sub teams and they are participating in various tasks of scouting under the trained teachers.

General Knowledge Society:

Officer in charge: Md. Marfat Ali, Assistant Professor

General Knowledge and current affairs are of great importance to enrich the store of knowledge. Seventy five young students are very much interrested to introduce themselves with the current events and affairs of the world. By making teams, the students compete with each other on current affairs, general knowledge. Some of the members of the club have made good result in the Inter-House Quiz Competition.

Photography Society

Officer in charge : Foysol Ahmed, Demonstrator

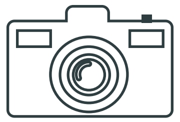

Photography is a hobby to us. We take training on different tactics of photography in this club. SLR cameras of the club help us to get the advanced method of photography. We are taking preparation for exhibition in the district level as well as would like to invite icon photographers to share their experience with us. It is a newly introduced society and we hope to see shining days of it soon.

Football Society

Officer in charge : Md. Rahamat Ali, Demonstrator

Enthusiastic and energetic members of the society practice in the games and learn different tactics. Sport teachers help them learn good football. The tactics of icon football players boost the students when they see international matches. Some of them are already in the college and school football teams and participated in thana and district level matches.

Girls in Scouting Society :

Officer in charge : Rehana Sultana, Senior Teacher

This society is giving opportunities to girls students to join the mainstream of Girls Guiding. Through regular training, the members of this society are becoming skilled enough to attain their ideals and preparing them for taking part in environment development works. With patience and determination, they are advancing to their goal a step.

Science Club :

Officer in charge: Nahid Ara, Assistant Professor

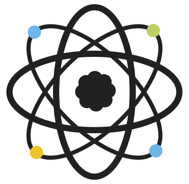

The modern civilization is based on science. In the present world the advancement of Science is more dramatic and amazing than any other branch of education. In order to make the students experienced in the use of science of our day life, the club is working relentlessly. It encourages the students learning about the magic of chemistry and interesting experiments. The classes of the club are held in spacious and well equipped laboratory. In future they will play vital role in the advancement of science.

Drawing Society

Officer in charge : Moen Uddin Ahmed Mahi, Assistant Teacher

The members of the society who are mostly children get the scope of colouring their world and nature with the colours of their drawing. Different shapes, landscape, the pictures of animals drawing is the practice targets of them. Some are already recognized by participating in different district and divisional competition.

Mathematics Society :

Officer in charge : Md. Ahasan Habib, Assistant Professor

$$y = \left(\frac{b \times a}{2}\right) - h$$

The importance and use of mathematics in our life can never be denied. The knowledge of mathematics has been dominating the thoughts, inventions and progress of human beings from the very dawn of civilization up to now in this age of science and technology. Modern life is impossible without the knowledge of mathematics. Through open discussion, here the geometrical explanation of the complicated mathematical problems are also taught about the necessary equipments and drawing. Hence the students can easily apt in mathematic within a short time and thus make a good result.

Basketball Society

Officer in Charge: Md. Tipu Sultan, Physical Teacher

Basketball is an international game. Our two basketball grounds help us to take wide practice in this game. Our trainer gives us training on different tactics of this game. As the game requires a lot of stamina, we first take a lot of physical exercise and then begin the game. Our college teams already achieved success by winning district level championship.

Handball Society(For Girls)

Officer in Charge: Nomana Nahid, Demonstrator

Handball is a popular game in our country. Both boys and girls in urban and rustic areas regularly play this game but in our college it is only for girls. With a view to producing good players this society creates scopes for the students to get training on handball. On the society days, the players of the society put on players' dresses and involve them in practicing. Some players have already got success by becoming the best players in the house competition.

Chess Society

Officer in Charge: Md. Shahidul Islam, Assistant Professor

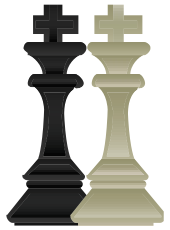

Chess is a royal game. Movements of king and dices require quickness of mind of the players. The club arranges practice game on the society days. Teachers let the players read books on chess game. The national, international, world champions have written their experiences in the books which add extra strength to our gaming power. Regular practice make us sharp and we fight with the counterpart with courage.

Band Society

Officer in Charge: Robaida Binte Rahman, Senior Teacher:

Band is an integral of parade. March past become drab if there is no rhythm of band there. Our band society is devoted to bring an extra zeal and colour in Annual Sports march past. The well-equipped band team also show their performance on other celebrations such as public exam result day, Games day etc.

Computer Society

Officer in charge : Goutam Chandra Dum, Lecturer

Two enriched and modern computer labs help the member of the society to get introduced with different programmes, web page making, function of computing. High speed internet connection has given the students extra facilities to roam in the internet world and to get introduced with different educational web pages and blogs.

Cricket Society

Officer in charge : Md. Imtiaj, Senior Teacher

Cricket is the most popular game now in Bangladesh. The members take training on bowling, umpiring, batting and fielding. Regular physical exercise give them strength to raise their stamina. Regular practice, advanced training will bring golden result to them one day. Tamim, Mushfik, Mustafiz the icon players of Bangladesh influence the players of the club very much.

Volleyball Society

Officer in charge : Md. Abdul Baten, Lecturer

Volleyball is a popular game in our country. Both in urban and rustic areas young people regularly play this game. With a view to producing good players this society creates scopes for the students to get training on volleyball. On the society days, the players of the society put on players' dresses and involve them in practicing. Some players have already got success by becoming the best players in the house competition.

Badminton Society (For Girls)

Officer in Charge: Roksana Begum, Senior Teacher

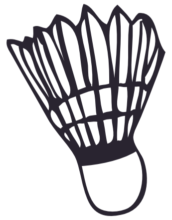

Badminton is an international game. In our institute, only girl students get the scopes of playing badminton. Our two badminton grounds help us to take wide practice in this game. Our trainer gives us training on different tactics of this game. As the game requires a lot of stamina, we first take a lot of physical exercise and then begin the game. Some members of our society already achieved success by winning district level trophy.

House Report
Ishakha House

Rafi Ahmed Fahim
House Prefect
Class-XII

House colour : Navy Blue
House Motto : WE KNOW NO DEFEAT
House Emblem : Panther
House Master : Sanjoy Kumar Kundu, Asst. Professor, Bangla
Asst. House Master (Academic and cultural) : Md Mazharul Islam Chowdhury, Lecturer, Chemistry
Asst. House Master (Admin & sports) : Shirin Akhter, Senior Teacher
House Tutor (Academic) : Emdadul Haque, Lecturer, Economics
House Tutor (Admin) : Nasir Uddin Mahmud Chowdhury, Lecturer, ICT
House Tutor (cultural) : Md Nurul Islam, Senior Teacher
House Tutor (sports) : Md Faruk Mia, Asst Teacher
House Tutors :

Md Marfat Ali, Asst. Professor, Social Work
Syed Kadiruzzaman, Asst. Professor, English
Md Mursheduzzaman, Lecturer, Physics
Kamrun Nahar Hasina, Lecturer, English
Md Sohel Miah,Lecturer, Math
Md Anisuzzaman Rana, Lecturer, Chemistry
Nomana Nahid, Demonstrator, Biology
Md Nurur Rahman, Senior Teacher
Fatema Umme Raihan, Senior Teacher
Rumana Hamid, Senior Teacher
Khaleda Begum, Asst. Teacher
Md Atikur Rahman, Asst. Teacher
Abdur Rahman, Asst. Teacher
Siddika Akter Jahan, Asst. Teacher
Fariza Jaman, Asst. Teacher
Md Foyjur Rahman, Asst. Liberian
ANM Mahmudul Hasan, Asst. Teacher
Sanjoy Biswash, Asst. Teacher
Fazle Masud, Asst. Teacher
Md. Anwar Parvez, Asst. Teacher
Al-Amin, Asst. Teacher
K.A.M. Rashidul Hasan, Asst.Teacher
Amirul Islam, Asst.Teacher
Sumaya Afrin Afsana, Asst.Teacher
Md Nazrul Islam, Junior Teacher
Roksana Parvin, Junior Teacher
House Prefect: Rafi Ahmed Fahim
Asst. House Games Prefect
Asst. House Cultural Prefect

It is universal that weal and woe come by turns. Sometimes, crimson rays of hope delight our mind and defeat makes our path rough. To achieve success, we the Blues don't be disappointed to the roughness of the path. Like the ruler Ishakha we dominate every competition and bring success for us. With the speed and strength of the panther we reach to the glorious end.

In this year the Ishakha House has shown excellent performance in many competitions. We have become champion in the inter House Volleyball competition. In the Inter House English Debate, our panthers have won Runner up trophy. The performance of our team is admirable in the Inter-House Sports.

To fulfill dreams, we have to over come a lot of hurdles. We have the power and quality. So we are confident that we can achieve the crown of victory with our greatest efforts.

House Report
Nazrul House

Walid Hasmi Hossain
House Prefect
Class-XII

House colour : Red
House Motto : EVER HIGH IS MY HEAD
House Emblem : Royal Bengal Tiger
House Master : Md Ahsan Habib, Asst. Professor, Mathematics
Asst. House Master (Academic and cultural) : Md Abdul Baten, Lecturer, Accounting
Asst. House Master (Admin &sports) : Abdul Wahid, Senior Teacher
House Tutor (Academic) : Hosne Ara Jesmin, Lecturer, Bangla
House Tutor (Admin) : A K M Shahid Sarwar, Senior Teacher
House Tutor (cultural) : Sabina Ferdousi, Lecturer, English
House Tutor (sports) : Md Omer Faruk, Senior Teacher
House Tutors :

S M Zahiduzzaman, Asst. Professor, Biology
Nahid Ara, Asst. Professor, Biology
Nasrin Parvin, Lecturer, Business Organization & Management
Miah Md Rupok Manik, Lecturer, Physics
Md Rahmat Ali, Demonstrator, Physics
Md Faisal Ahmed, Demonstrator, Chemistry
Sanaullah, Demonstrator, ICT
Rubayda- Binte- Rahman, Senior teacher
Abony Ronjon Roy, Senior Teacher
Md Mahbubur Rahman, Senior Teacher
Fouzia Begum Senior Teacher
Md Sirajul Islam, Asst. Teacher
Fatema Khatun, Asst. Teacher
A K M Khairul Hasan Akanda, Asst. Teacher
Muhammad Liakot Ali Khan, Asst. Teacher
Moumita Talukder, Asst. Teacher
Md. Abu Sayem, Asst. Teacher
Khandaker Moushumi Nasrin, Junior Teacher
Shopna Rani Das, Junior Teacher
Md Jasim Uddin, Junior Teacher
Ayesha Akhter Ruma, Junior Teacher
Md Nazrul Islam, Junior Teacher
Rowshan Ara, Junior Teacher
Arupa Tagur Silpy, Junior Teacher
Shahana Yeasmin Daliya, Junior Teacher
Monjurul Hoque, Junior Teacher
House Prefect: Walid Hasmi Hossain
Asst. House Games Prefect
Asst. House Cultural Prefect

The path of Victory never remains smooth. As the darkness of the night vanishes, the rays of the sun scatters over the earth. We tread the road of victory cherishing the worlds of Nazrul "Ever high is my head". Our destination is not only to be victorious but also to be ideal and complete citizens of the country. By encountering the ups and downs of life, we move forward to achieve the best.

This year, Nazrul House has started it's victorious march winning the Championship in the Handball. Then we have the runner-up trophy in inter House Basketball games. In inter House Annual Sports our team has showed their best by winning Championship trophy.

Culturally our members are not lagging behind. We got several prizes in the Inter House Cultural competition. In the Inter-House Debate and Quiz Competition. Our teams showed their sparkling performance and occupied second position.

We do not believe in rusty life. Like the sun rays we pierce the darkness to bring victory and give RED it's perfect respect.

House Report
Zoynul House

Reazul Monir Ryad
House Prefect
Class-XII

House colour	:	Green
House Motto	:	TRUTH IS BEAUTY
House Emblem	:	Spotted Deer
House Master	:	Md Shahidul Islam, Asst. Professor, Statistics
Asst. House Master (Academic and cultural)	:	Goutam Chandra Dam, Lecturer, ICT
House Tutor (Academic & Sports)	:	Nayon Tara, Senior Teacher
House Tutor (Academic)	:	Md Nasir Uddin, Lecturer Bangla
House Tutor (Admin)	:	Rehana Sultana, Senior Teacher
House Tutor (Cultural)	:	Rubina Azad, Lecturer Bangla
House Tutor (Sports)	:	Masud Rana, Asst. Teacher
House Tutors	:	Md. Tarikul Ghani, Lecturer, English

Md Enamul Haque, Asst. Professor, Physics
Md Atikur Rahman, Lecturer, Mathmatics
Md Abu Sayed, Lecturer, Civics and Good Governance
Anjuman Ara, Lecturer, Biology
Anisur Rahman, Lecturer, Production Management & Marketing
Nasrin Mahmuda, Lecturer, Chemistry
Sultan Ahmed, Lecturer, Islamic History & Culture
Md. Moshiur Rahman, Lecturer, ICT
Roksana Begum, Senior Teacher
M A Bari Rabbani, Senior Teacher
Md Kamal Hossain, Senior Teacher
Mahbuba Nurunnessa, Senior Teacher
Julekha Akhter, Senior Teacher
Rabeya Khanam, Senior Teacher
Md Jahangir Alam, Asst. Teacher
Md Monwar Hossain, Asst. Teacher
Mynuddin Ahmed Mahi, Asst. Teacher
Majharul Islam, Asst. Teacher
Jakir Hossain, Asst. Teacher
Kazi Summon Priya, Asst. Teacher
Roksana Ahmed Shapla, Asst. Teacher
Mahbuba Afroz, Junior Teacher
Sodesh Kumar Datta, Junior Teacher
Ikhtiar Hossain, Junior Teacher
House Prefect: Reazul Munir Ryad
Asst. House Games Prefect
Asstr. House Culture Prefect

Green is for strength and vigor. The students of Zoynul House are always inspired by this sprit and march ahead. They try to overcome every obstacle in their way to progress. Their ambition reaches to the shining glory of their goals. They are very sincere and strong in their determination. In the academic field they are showing outstanding performance. In 2017 Zoynul House became champion in academic result. The motto of our House is "Truth is beauty". We respect and obey the command in our prize. In games and sports we have also kept out flag fluttering. In inter house handball (Girls) and basketball we captured the wining trophy and in volleyball, runner-up trophy was on our side. We could not do well in the Inter House Debate competition; we won the Runner-up Trophy in English Debate. We are confident that this year will also be a shinning year for us. For this we are praying to the Almighty Allah to give us energy and help us to achieve the highest goal.

সাফল্য

আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৭ এর চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহীর কলেজ দলের রানার আপ ট্রফি গ্রহণ।